শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৯শ ভাগ।	পৌষ।	সন্ ১৩১৫ সাল।
৪র্থ সংখ্যা।		ইং ১৯০৯ খৃঃ।

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্।

শ্রীকৃষ্ণ যাদবপতে মথুরানিবাসিন্
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ কংসবিনাশ শৌরে।
গোপীপতে সুরপতে বৃষভানুজেশ
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ১ ॥

শ্রীনন্দনন্দন বিভো বসুদেবসূনো
কেশিপ্রণাশ মুচরে বকবৎসহন্তঃ।
দামোদরাব্যয় নিরীহ সহস্রমূর্ত্তে
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ২ ॥

রুক্মিণ্যধীশ পুরুষোত্তম শার্ঙ্গপাণে
ভক্তার্ত্তিহন্ প্রণতপাল হরে মুরারে।
প্রদ্যুম্ন তাত মধুহন্ গুরুপুত্রহারিন্
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৩ ॥

সত্যাপতে পতিতপাবন বৃষ্ণিবর্য্য
চাণূর মুষ্টি করিপো সুরপক্ষপাতিন্।
নারায়ণোদ্ধবসখার্জ্জুনমিত্র বিষ্ণো
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৪ ॥

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ কিরীট মৌলে
শাল্বঘ্ন কৈটভরিপো মগধেশঘাতিন্।
পীতাম্বরাম্বররুচে করুণানিধেঽজ
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৫ ॥

শ্রীকেশবাচ্যুত সুকেশ রথাঙ্গপাণে
লক্ষ্মীপতে গরুড়বাহন শেষশায়িন্।
কৃষ্ণার্ত্তিহন্ রণসূদন কান্তমূর্ত্তে
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৬ ॥

বিশ্বম্ভরার্ণব নিকেতন পদ্মপাণে
যোগেশ্বরেশ্বর বলানুজ যজ্ঞভোক্তঃ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন গদাধর পদ্মনাভ
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৭ ॥

অক্রূরমিত্র নৃগমোচন পূতনারে
ভূভারনাশ জগদীশ্বর চৈদ্যপঘ্ন।
ত্রৈলোক্য পোষক ঋষেঽতিদয়ার্দ্রচিত্ত
ত্রায়স্ব দাসমধুনা শরণাগতং মাং ॥ ৮ ॥

ইত্যষ্টকং যদুপতেঃ মনসা সংস্মৃত্বা
নামাঙ্কিতং ভণতি কণ্ঠনিরোধ কালে ।
কৃষ্ণস্য তৎপদমুপৈতি ন যত্র গত্বা
জায়েত মাতুরুদরানল দুঃখভাগী ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণাষ্টকমিদং প্রোক্তং সাত্বতাং পরমং প্রিয়ং ।
পরানন্দায় সাত্বদ্ভির্ধ্যেয়ং গেয়ং সদাম্বুধৈ
রাম বাণাঙ্ক ভূবর্ষে প্রোষ্ট কৃষ্ণেঽষ্টমীতিথৌ
সুধানন্দোঽষ্টকং হ্যেতং কৃতবান্ কৃষ্ণতুষ্টয়ে ॥

পণ্ডিত সুধানন্দ ত্রিপাঠি, হে. প আলিগড় হাইস্কুল ।

স্থিতি ।

স্বামী দয়া নন্দজী লিখিত ।

কারণ ব্রহ্মে ত্রিভাবের নিত্যতা। প্রকৃতিবৈভবরূপী কার্য্যব্রহ্ম কারণের অধিভূত ভাব। কারণ কার্য্যের নিত্য একত্র সম্বন্ধ। এই হেতু কার্য্য ব্রহ্মেরও প্রত্যেক অঙ্গে ত্রিভাবের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং গুণ সমূহে সাম্যভাবই সৃষ্টি বিস্তারের কারণ। এই হেতু প্রকৃতির অধিদৈব বৈভবরূপী ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানে ত্রিগুণ এবং ত্রিভাব সদা বর্ত্তমান। এই রূপ গুণভাবময়ী প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অঙ্গের সুরক্ষা ও কার্য্য পরিচালনের জন্য কার্য্য ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ আছেন। যেমন কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য বিবিধ পদবীযুক্ত রাজকর্ম্মচারিগণ ভিন্নভিন্ন রাজ্যাংশের অধীশ্বর রূপে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তি স্বরূপ ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী অতি বৃহৎ সাম্রাজ্যাস্থিত সমষ্টি জীবের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ক্রিয়া নিয়মিত ভাবে সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহার অধ্যাত্ম অঙ্গের পরিচালনই মরীচ্যাদি ঋষি দ্বারা, অধিদৈব অঙ্গের পরিচালন ইন্দ্রাদি লোকপাল দ্বারা এবং অধিভূত অঙ্গের

পরিচালন অর্য্যমাদি নিত্যপিতৃগণ দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রলয় কালে যখন স্থূল প্রকৃতি সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম কারণে লয় হইয়া থাকে তখন ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ ও স্ব স্ব কারণ স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। পুনরায় স্থূল সৃষ্টি বিস্তারের সময় আবির্ভূত হইয়া নিজ নিজ অঙ্গের অধিষ্ঠাতারূপে তদঙ্গ সমূহের পর্য্যালোচনা ও পরিচালন করেন।

সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড একই সম্বন্ধযুক্ত। এই নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ গুণ, ভাব ও শক্তি সমূহ বিদ্যমান, ক্ষুদ্র পিণ্ডেও সেই সমস্ত গুণ, ভাব এবং শক্তিকেন্দ্র সমূহ অবশ্যম্ভাবী এবং এই হেতু দেশকালাপরিচ্ছিন্ন জগদীশ্বর যেমন ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির অধীশ্বর সেইরূপ ঐশী শক্তি বিশিষ্ট ও স্ব স্ব পিণ্ড প্রকৃতির উপর নিজশক্তি অনুসারে আধিপত্য করিতে পারে। শ্রীভগবান মনুষ্যকে স্বীয় স্বাধীন শক্তির অধিকার যে রূপ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রকার অন্য যোনি জাত জীব অপেক্ষা তাহাকে পাপপুণ্যের ভোগ বিষয়ে পরাধীনতাও প্রদান করিয়াছেন। এই হেতু অন্য জীবগণ স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগী হয় না কিন্তু মনুষ্যকে আপন মানসিক ও শারীরিক সকল প্রকার কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতে হয়। জড় রাজ্যান্তর্গত সমস্ত জীব বুদ্ধি বিকাশ এবং স্বাধীনতার অভাব হেতু প্রকৃতি-প্রবাহের অনুকূলে সমস্ত কার্য্য করিয়া ক্রমোন্নত হয়। কিন্তু মনুষ্য জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর আধিপত্য হেতু কর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য লাভ করাতে তাহার উন্নতি বিষয়েও কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। পিণ্ড প্রকৃতির উপর আধিপত্য, জ্ঞানশক্তির বিকাশ, কর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য এবং ধর্ম্ম-প্রধান সংস্কার সঞ্চয় দ্বারা ঐশী শক্তি বিশিষ্ট মনুষ্য যদিও স্বর্গাপবর্গাদি ফল স্বকরতল গত করিবার ক্ষমতা এই যোনিতেই লাভ করিতে পারে, তথাপি অহং তত্ত্ব বিকাশ-হেতু অবিদ্যাগ্রসিত মনুষ্যের অন্তঃকরণের গতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকে। জৈব প্রকৃতির গতি অজ্ঞানপূর্ণ জড় রাজ্য হইতে জ্ঞানজ্যোতি পূর্ণ চেতনরাজ্যের দিকে হওয়ায়, উচ্চ নীচ সকল জীবেরই হৃদয়ে স্বাভাবিকী সুখেচ্ছা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অবিদ্যাজনিত প্রমাদ বশতঃ জীব ঐ পরমানন্দরূপ সুখ অন্বেষন করিতে না গিয়া মিথ্যা সুখেই আবদ্ধ হয়। বুদ্ধির জড়ত্ব এবং প্রকৃতির অধীনত্ব হেতু জড় রাজ্যের জীবের এই প্রমাদ বশতঃ কোন হানি হয় না। কিন্তু চেতন রাজ্যের জীবের ইহাতে বিস্তর হানি হইয়া থাকে। মনুষ্য যোনিতে অহং তত্ত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা ও ক্রিয়ার জালে আবদ্ধ হইয়া মহামায়ার মোহে সে মনে করে যে আমিই সব করিতে পারি। এই কারণে এই অবস্থায় তাহার অন্তঃকরণে আবরণ শক্তির আধিপত্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া শক্তির আধিক্য হেতু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য জড় রাজ্যের জীবগণ অনিয়মিত ইন্দ্রিয় চালনে অসমর্থ এবং তাহাদের মধ্যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছার উৎপত্তি না হইলেও চেতন রাজ্যস্থ জীব মনুষ্যের ভিতর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ইচ্ছা প্রতি মুহূর্ত্তে বলবতী থাকে, এবং ক্রিয়া শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয় চালন শক্তিও ক্রমশঃ অসাধারণরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই কারণেই মনুষ্য যোনিতে

অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গতি অভ্যম্ভ তমোভূমির প্রতি সর্ব্বদা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং এই জন্যই মনুষ্যগণ যদিও আপনাদিগের অসাধারণ পুরুষার্থ দ্বারা মুক্তিপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে, তথাপি তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের স্বাভাবিক গতি যে বিরুদ্ধ ভাবাপন্না অর্থাৎ নিম্নগামিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সিদ্ধান্তানুসারে সৃষ্টির প্রথম সময়ে কৃতযুগে মনুষ্য যদিও পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণ ধার্ম্মিক হয়, তথাপি অন্যান্য যুগে ক্রমশঃ ধর্ম্মের গভীরত্ব লোপ হইয়া ধর্ম্মহীন, পাপ পরায়ণ মনুষ্যেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে।

অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা মানব এইরূপে আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণ করতঃ প্রায়ই অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মজনিত সংস্কারসমূহ চিদাকাশে থাকিয়া জন্মজন্মান্তরে ফলরূপী রাগদ্বেষাদি পঞ্চ ক্লেশের উৎপত্তি করে। স্বাধীন মানব পাপপুণ্যের অধিকারী হওয়ায় সে যে সকল কর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহার বীজভূত সংস্কাররাশি অন্তঃকরণে থাকিয়া তৎসমুদায়ের তীব্রতানুসারে একই জন্মে অথবা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে তদ্ বিপাকরূপী জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপ ফল প্রদান করে। যথা যোগদর্শনে "সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ"। কর্ম্মবীজস্বরূপ এই সংস্কারসমূহ বেদান্তাদি শাস্ত্রে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ। অনন্ত জন্ম হইতে জীব যে সকল কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, এবং যে সকল কর্ম্মের ফল ভোগ তাহাকে এখন আর করিতে হয় না, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম কেবল সংস্কাররূপে কর্ম্মাশয়ে রহিয়াছে মাত্র, তাহাদের নাম সঞ্চিত সংস্কার। স্বাধীন মানব নূতন নূতন ইচ্ছা দ্বারা নূতন কর্ম্ম করতঃ যে সমস্ত নূতন সংস্কার সংগ্রহ করে তাহার নাম ক্রিয়মাণ সংস্কার। এবং কর্ম্মাশয়স্থিত অনন্ত সংস্কারের মধ্যে যে, কর্ম্মসংস্কার সমূহ ফলোন্মুখী হইয়া স্থূলশরীর উৎপন্ন করে, এবং যাহাদের ফল প্রধানতঃ ঐ জন্মেই ভোগ করিতে হয়, তাহাদের নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম সংস্কার। সাধারণতঃ কেবল প্রারব্ধ সংস্কার সমূহের ফলই তৎকৃত জন্মে, এবং সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সংস্কার সমূহের ফল জন্মজন্মান্তরে ক্রমশঃ ভোগ হইয়া থাকে। তবে কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। কারণ যদি ক্রিয়মাণ সংস্কার বেগ প্রবল হয়, তবে উহা একই জন্মে প্রারব্ধ সংস্কার প্রবাহের বেগ রুদ্ধ করিয়া অথবা উহারই সহিত ভোগ হইতে পারে। এই নিমিত্তই যদিও বেদান্তাদি শাস্ত্রে কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তথাপি যোগশাস্ত্রে কেবল দৃষ্টজন্ম বেদনীয় এবং অদৃষ্টজন্ম বেদনীয় এই দুই প্রকার কর্ম্মই স্বীকৃত হইয়া থাকে, যথা যোগদর্শনে—"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়ঃ।" যে সমস্ত কর্ম্মের ফল মনুষ্যকে একই জন্মে ভোগ করিতে হয়, উহা দৃষ্টজন্ম বেদনীয় এবং যে সমস্ত কর্ম্ম একজন্মে ফল না দিয়া সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে থাকিয়া পরজন্মে ফল প্রদান করে, উহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্ম। দৃষ্টজন্ম বেদনীয় এবং অদৃষ্টজন্ম বেদনীয় কর্ম্মের ফল কৃত সদসৎ কর্ম্ম বেগের তীব্রত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে হইয়া থাকে। যদি সৎ অথবা অসৎ কর্ম্ম এরূপ প্রবল হয় যে, যে সকল কর্ম্ম সংস্কার দ্বারা বর্ত্তমান শরীর হইয়াছে, এবং যাহাদের ভোগ এই জন্মেই হইবে, সেই সমস্ত সংস্কার অপেক্ষা

অধিক বলশালী হয়, তবে ঐ সকল কর্ম্মের ফল ঐ জন্মেই ভোগ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ কর্ম্মকেই দৃষ্ট জন্ম বেদনীয় বলা গিয়া থাকে। কর্ম্ম সৃষ্টি বিষয়ে মানব স্বাধীন হওয়ায় প্রবল পুরুষার্থ দ্বারা এই প্রকার অস্বাভাবিক, অসাধারণ ব্যাপারও সুসাধ্য করিতে পারে। এইরূপ অলৌকিক পুরুষার্থ বলেই ক্ষত্রিয় হইয়াও বিশ্বামিত্র যোগ ও তপঃশক্তি প্রভাবে একই জন্মে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অসৎ কর্ম্মের এইরূপ তীব্রত্ব হেতুই নহুষ রাজা একই জন্মে দেবযোনি হইতে সর্পযোনি প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। যোগ এবং তপোমূলক এইরূপে পুরুষার্থ দ্বারা মনুষ্য যতদিন ইচ্ছা আয়ু বর্দ্ধিত করিয়া, যেমন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হইতে পারে, সেই রূপই অস্বাভাবিক অসৎ কর্ম্ম দ্বারা স্বল্পায়ুঃ হইয়া অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতে পারে। যোগাদি প্রবল পুরুষকার দ্বারা এইরূপে কর্ম্মাশয়স্থিত অদৃষ্টকর্ম্মকে দৃষ্ট করিবার, এবং দৃষ্ট কর্ম্ম সংস্কারকে দাবাইয়া অদৃষ্ট করিবার সম্ভাবনা থাকিলেও সাধারণ রীত্যানুসারে অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয় কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন ভিন্ন জন্মেই হইয়া থাকে। বীজস্থ বৃক্ষের ন্যায় এই সমস্ত সংস্কার কর্ম্মাশয়ে থাকিয়া জাতি, আয়ু এবং ভোগরূপী বৃক্ষ উৎপন্ন করে। সমগুণসম্পন্ন জীব সমষ্টি জাতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্থূল শরীরের সহিত গুণময়ী প্রকৃতির আধারআধেয় সম্বন্ধ থাকায় এবং কর্ম্ম সম্পাদন ও সৃষ্টি বিষয় মানব স্বাতন্ত্র্য যুক্ত হওয়ায় গুণ ও কর্ম্ম ভেদে জাতিভেদ হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক সংস্কারের তারতম্য অনুসারে যেরূপ জড় জগতে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ সংজ্ঞ চারি জাতি মানা গিয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য যোনিতেও তমঃ প্রধান কর্ম্মানুসার শূদ্র জাতি, রজস্তম প্রধান কর্ম্মানুসার বৈশ্য জাতি, রজঃ সত্ত্ব প্রধান কর্ম্মানুসার ক্ষত্রিয় জাতি এবং সত্ত্ব প্রধান কর্ম্মানুসার ব্রাহ্মণ জাতি স্বীকৃত হইয়া থাকে। স্থূল শরীর জীবকৃত কর্ম্ম ভোগের সহায়ক হওয়ায় অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয় প্রারব্ধ সংস্কার সমূহ চিত্তাকাশকে আশ্রয় করিয়া তদনুরূপ শরীর উৎপন্ন করিয়া থাকে। এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত ঐ সমস্ত সংস্কার জনিত কর্ম্ম ভোগের জন্য যতদিন স্থূল শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকে, উহাকেই আয়ু বলা হয়। প্রারব্ধ সংস্কারের ভোগ হইয়া গেলেই স্থূল শরীরের নাশ হয়, এবং নূতন কর্ম্মের বেগানুসারে আবার নূতন স্থূল শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার সাহায্যে অন্তঃকরণে সুখ, দুঃখ, জ্ঞান এবং তদ্বিস্তাররূপ ভৌতিক দেহে তাহার অনুভবকে ভোগ কহে। জ্ঞান বিকাশহেতু কর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য লাভ করায় পাপপুণ্য ভাগী মানব এইরূপে কৃতকর্ম্ম বিপাকরূপী সুখ, দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।*

পুণ্য, পাপ ও সুখ, দুঃখের ভোগ জীবকৃত ধর্ম্ম মূলক অথবা অধর্ম্ম মূলক পুরুষার্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সত্ত্ববৃদ্ধি কর, বেদ মূলক যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা জীব ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করতঃ স্বর্গাপবর্গরূপ ফল লাভ করিতে পারে, তাহার নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের লক্ষণ যথাঃ—

"বেদ প্রণিহিতং কর্ম্ম ধর্ম্মস্তন্মঙ্গলং পরম্।
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোধর্ম্ম উচ্যতে॥

প্রাপ্নুবন্তি যতঃ স্বর্গমোক্ষৌ ধর্ম্মপরায়ণে।
মানবা মুনিভির্নুনং স ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥
সত্ত্ববৃদ্ধি করো যোঽত্র পুরুষার্থোঽস্তি কেবলঃ।
ধর্ম্মশীলে তমেবাহুর্ধর্ম্মং কোটিশ্মহর্ষয়ঃ॥
উন্নতিং নিখিলা জীবা ধর্ম্মে নৈব ক্রমাদিহ।
বিদধানাঃ সাবধানা লভন্তেঽন্তে পরং পদম্॥"

তমোগুণ বৃদ্ধিকারী যে সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা মানব ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া ইতরযোনি পর্য্যন্ত লাভ করে, তাহার নাম অধর্ম্ম। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় সকল কর্ম্মেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান আছে। তবে গুণ প্রাধান্যানুসারে কর্ম্ম বিভাগ হইয়া থাকে। যে সকল কর্ম্মে সত্ত্বগুণ প্রধান এবং রজ স্তমঃ অপ্রধান থাকে, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম ও যে সকল কর্ম্মে তমোগুণ প্রধাণ এবং রজঃ সত্ত্ব অপ্রধান থাকে, তাহাকে তামসিক কর্ম্ম বলে। রজোগুণ কেবল কার্য্যকারিণী শক্তি প্রদ এবং পৃথক ফলদায়ক না হওয়ায় সত্ত্বের সহিত মিশিয়া ধর্ম্মফল এবং তমের সহিত মিশিয়া অধর্ম্মফল প্রসব করিয়া থাকে। এই বিজ্ঞানানুসারেই সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, পাপ এবং পুণ্য, স্বর্গদ এবং নরকদ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

স্বতঃ সম্পূর্ণ, অভ্রান্ত ও নিত্য বেদ, ত্রিগুণ ত্রিভাবের পূর্ণ বিকাশ ভূমি হওয়ায়, বেদ বিহিত ধর্ম্ম মার্গ নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত সকল অধিকারীর পক্ষেই শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, ধর্ম্মই প্রকৃতি বৈভবের নিয়ামক, এ জন্য ধর্ম্মাঙ্গ বেদে ত্রিধা বর্ণিত হইয়াছে। যথা কর্ম্ম মীমাংসায় "তদঙ্গ ত্রৈবিধ্যং ত্রিভেদ যৎ।" গুণভেদভিন্ন ধর্ম্মের এই তিন অঙ্গ, দ্বিসপ্ততি সংখ্যায় পূর্ণ হইয়া অনঙ্গোপাঙ্গসহ যেমন শক্তিসম্পন্ন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও জগৎ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ জীবের স্বর্গ এবং অপবর্গ ফল প্রদান করিতে সর্ব্বথা সমর্থ হইয়া থাকে। এই জন্য কর্ম্ম মীমাংসায় উক্ত হইয়াছে "শক্তিমত্তা-গ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ।" এই সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গোপাঙ্গই সকামানুষ্ঠান দ্বারা অভ্যুদয় এবং নিষ্কাম সাধন দ্বারা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সকাম সাধন সত্ত্ব বৃদ্ধিকর হইলেও বাসনা হেতু রজো মিশ্রিত হওয়ায় তদ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি ও জগৎস্থিতি এবং নিষ্কাম সাধন বাসনারাহিত্য হেতু সত্ত্বপূর্ণতায় সাধককে কর্ম্মাবসানে গুণাতীত দশাবস্থায় উপনীত করিয়া থাকে। ধর্ম্মাঙ্গ সমূহ যথাঃ— *

* অর্থ, বিদ্যা, অভয়া, শারীরিক, বাচনিক, মানসিক আদি ধর্ম্মের চতুর্বিংশ অঙ্গের প্রত্যেকে আবার গুণ ভেদে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক হওয়ায় ধর্ম্মাঙ্গের মোট সংখ্যা দ্বিসপ্ততি হইয়াছে।
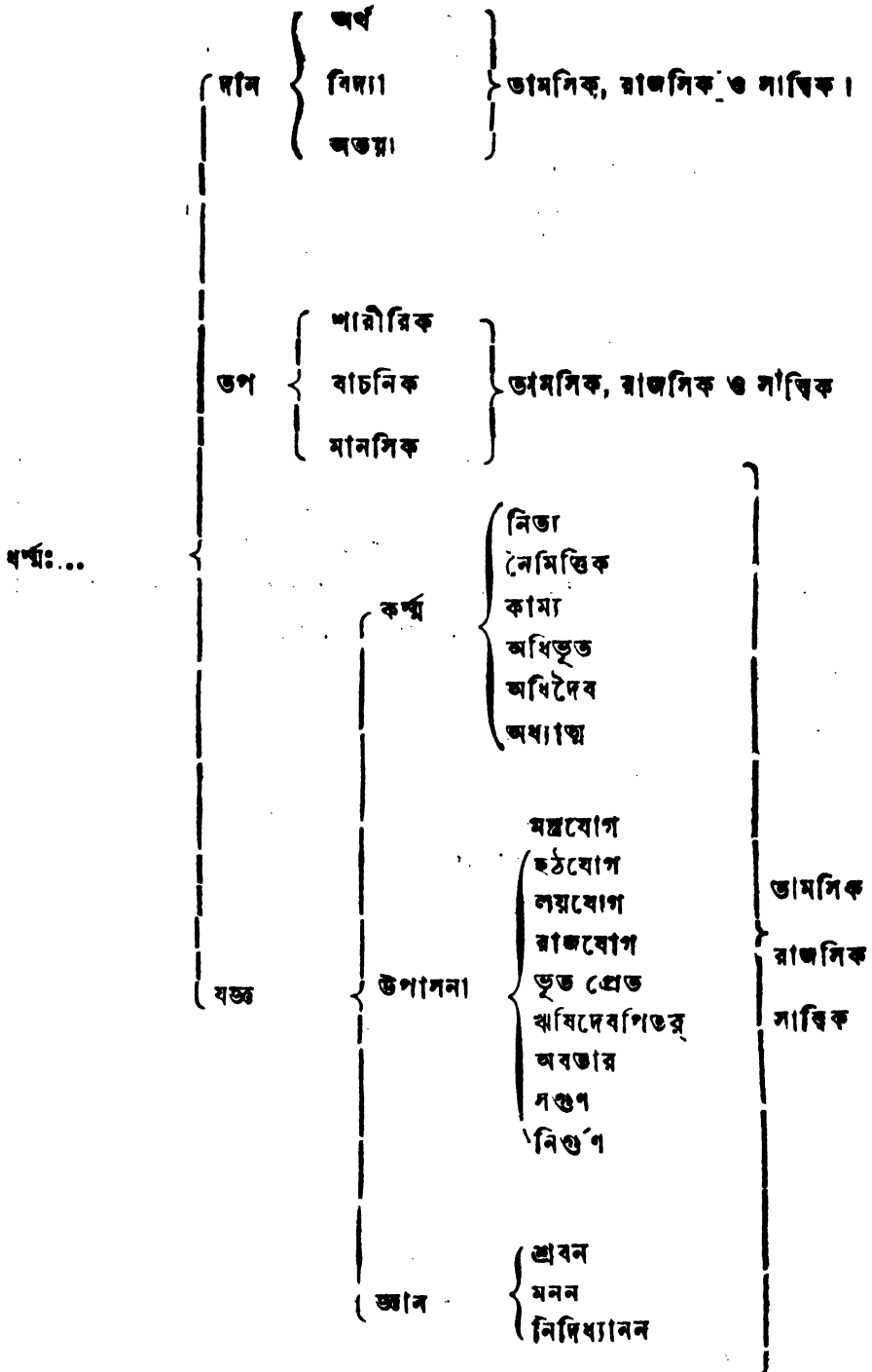
ধর্ম্মঃ...

- দান
  - অর্থ
  - বিদ্যা
  - অভয়
  - — তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক।
- তপ
  - শারীরিক
  - বাচনিক
  - মানসিক
  - — তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক
- যজ্ঞ
  - কর্ম্ম
    - নিত্য
    - নৈমিত্তিক
    - কাম্য
    - অধিভূত
    - অধিদৈব
    - অধ্যাত্ম
  - উপাসনা
    - মন্ত্রযোগ
    - হঠযোগ
    - লয়যোগ
    - রাজযোগ
    - ভূত প্রেত
    - ঋষিদেবপিতর্
    - অবতার
    - সগুণ
    - নির্গুণ
  - জ্ঞান
    - শ্রবন
    - মনন
    - নিদিধ্যাসন
  - — তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক

এইরূপে ধর্ম্মবৃক্ষ তচ্ছাখা স্বরূপ বিশুদ্ধি অঙ্গ এবং পত্রাদি রূপ অনন্ত উপাঙ্গে সুশোভিত হইয়া সুশীতল ছায়া দানে জগজ্জনের সুখ ও অন্তিমে আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। এই সমস্ত অঙ্গের লক্ষণ এবং কার্যকারিত্ব নিম্নে ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

কারণ-ব্রহ্মে অধ্যাত্মাধিদৈবাধিভূতাখ্য ত্রিভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকায়, তদ্ভিন্ন কার্য্যব্রহ্মাণ্ড ত্রিভাবভূষিত ইহাতে সন্দেহ নাই। এই হেতু ব্রহ্মাণ্ডে যখন ত্রিভাব বর্ত্তমান তখন তাহার সহিত একত্ব সম্বন্ধযুক্ত পিণ্ডেও ত্রিভাব অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর এবং পূর্ণতা লাভার্থ ত্রিবিধ শুদ্ধি অত্যাবশ্যকীয়। এই বিজ্ঞানানুসারেই বেদ-প্রণিহিত ভগবৎ স্বরূপ ধর্ম্মের প্রধানাঙ্গ স্বরূপ যজ্ঞ, অধিভূত শুদ্ধিপ্রদ কর্ম্ম, অধিদৈবশুদ্ধিপ্রদ উপাসনা এবং অধ্যাত্ম-শুদ্ধিপ্রদ জ্ঞান নামক তিন অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কর্ম্ম আবার ছয় অঙ্গে বিভক্ত। যে সমস্ত কর্ম্ম জীবনের কর্ত্তব্যরূপে গৃহীত হয় অর্থাৎ যাহাদের অনুষ্ঠানে পুণ্য হয় না অথচ তদভাবে পাপ হইয়া থাকে (যথা ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যা, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি) তাহাদিগকে নিত্য কর্ম্ম বলে। যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যলাভ হয়, পরন্তু অননুষ্ঠানে পাপ হয় না (যথা তীর্থ যাত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য হয় পরন্তু না করিলে পাপ হয় না) তাহাদের নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কোন বিশেষ কামনা সিদ্ধির আশায় যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় উহা কাম্য কর্ম্ম। যথা কোন উদ্দেশ্য না রাখিয়া অথবা কেবল দর্শনাকাঙ্ক্ষাতেই যদি তীর্থযাত্রা করা হয় তবে উহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম হইবে, কিন্তু যদি কোন পাপক্ষালন অথবা ফললাভ মানসে তীর্থযাত্রা করা হয় তবে ঐ কর্ম্মই কাম্য কর্ম্ম হইয়া যাইবে। এই রূপ নিত্যকর্ম্মও কর্ত্তব্যবোধে না করিয়া কামনা প্রধান রাখিয়া করিলে উহাও কাম্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইবে। সমষ্টি জীবের আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থ কৃত কর্ম্ম-সমূহ অধ্যাত্ম কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। এইরূপ অধ্যাত্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই ঋষিগণ জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। সাময়িক কোন আধিদৈবিক (যথা মারীভয় প্রভৃতি) বিপত্তি নাশার্থ যে সকল কর্ম্ম দ্বারা কোন দৈবী শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাদের নাম অধিদৈব কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ ভোজনাদি যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান অন্নাশ্রয় দ্বারা হইয়া থাকে তাহাদের নাম অধিভূত কর্ম্ম। কর্ম্মের ন্যায় উপাসনাও নয় অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছে উহাদের মধ্যে সগুণ নির্গুণাদি পঞ্চভেদ উপাসনা সাধ্যানুসারে, এবং যোগ চতুষ্টয় উপাসনা সম্বন্ধীয় ক্রিয়া সিদ্ধাংশ নিবৃত্ত করিবার

অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যত প্রকার উপাসনা পূর্ণ-সাত্ত্বিক ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারে সমস্তই—ঐ চার প্রকার যোগের অন্তর্গত। সগুণ পঞ্চোপাসনা এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সাবলম্বন এবং নিরবলম্বন নামক সাধন দ্বয় বিধি অনুসারে হইয়া থাকে। যথা ভক্তি দর্শনে:—"তথাত্বমুপাসনায়া নিরবলম্বন সাবলম্বনা-প্রকারাঃ।" প্রথম নির্গুণ, অবাঙ্মনসোগোচর ব্রহ্মোপাসনা যাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তাহাদিগের জন্য শক্তি, শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু অথবা গণপতি এই পঞ্চোপাসনা বিধান করা হয়। পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নির্গুণ উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে। এই অবস্থারাদি সাধনও অধিকারী ভেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান যজ্ঞের অন্তর্গত ত্রিভেদ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যথা শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। গুরুমুখ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব (যথাবিধি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া) শ্রবণ কে "শ্রবণ", শ্রুতবিষয় সমূহের উপর বিচার করাকে "মনন" এবং বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত বিষয় সমূহের ক্রমোপলব্ধিকে "নিদিধ্যাসন" বলে। এইরূপ ধর্ম্মের দ্বিতীয় অঙ্গ তপকেও ত্রিধা বিভক্ত করা হইয়াছে। দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজন, শৌচ, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা—এইগুলি শারীরিক তপের অন্তর্গত। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতজনক বাক্য কথন ও বেদাভ্যাসকে বাচনিক তপ সাধন বলা হয়া হয়। চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব, মৌন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং সকল বিষয়ে ভাব শুদ্ধি রক্ষা—এগুলিকে মানসিক তপ বলে। তপের ন্যায় দানও ত্রিধা বিভক্ত। উপযুক্ত দেশকাল পাত্রে স্থূল সম্বন্ধীয় সমস্ত দানকে অর্থদান, শাস্ত্রাদি পাঠনকে বিদ্যাদান এবং জ্ঞানোন্নতি মূলক মোক্ষ সাধক গুরুকৃপালব্ধ ভবভয়হারক উপদেশ যাহা পূজ্যপাদ সাধু গুরু দান করিয়া থাকেন তাঁহাকে অভয় দান বলে। এই রূপে ধর্ম্ম চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গ এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই ত্রিগুণ অনুসারে ত্রিধা ভিন্ন হওয়ায় ধর্ম্মবৃক্ষ দ্বিসপ্ততি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গের বিধিপূর্ব্বক সকাম অনুষ্ঠান দ্বারা সৎসংস্কার উৎপন্ন হইয়া তৎফল স্বরূপ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সুখাদির প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারের তারতম্য অনুসারে মৃত্যুর পর প্রবৃত্তি মার্গস্থ সাধকের দুই প্রকার গতি হইয়া থাকে—প্রথম চান্দ্রগতি ও দ্বিতীয় স্বর্গগতি। ইষ্টাপূর্ত্তাদি যজ্ঞ সাধনের ফল স্বরূপে আতিবাহিক দেহধারী জীব পিতৃযানদ্বারা চন্দ্রলোকে নীত হইয়া তথায় আপনার কর্ম্মজনিত তীব্রসংস্কার দ্বারা নিত্য পিতৃগণের সৃষ্টিভূত কর্ম্মের সহায়ক হয়েন, এবং সেই আতিবাহিক দেহেই ভোগাদি প্রাপ্ত হইয়া সংস্কারাবসানে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ

করেন ও পুনরায় সংসারে জন্মলাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ বেদবিহিত কর্ম্মপরায়ণ জনগণ যজ্ঞসমূহ দ্বারা দেবগণের পূজা করিয়া যজ্ঞ শেষ গ্রহণ করেন এবং তদ্দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গতি প্রাপ্ত হন। ঐ সকল ব্যক্তি পুণ্যফল স্বরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় উত্তম দেবভোগ সকল ভোগ করেন এবং পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "বন্ধো হি বাসনা বন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাসনা দ্বারা বদ্ধ তাহাকেই বদ্ধ এবং বাসনা মুক্তকেই মুক্ত বলে। এই হেতু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাদের বাসনা প্রবল থাকায় কেবল স্বর্গাদি ফল লাভ হইয়া থাকে এবং সংসারে গমনাগমন হইতে মানব নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ইহাই জগতে জীবস্থিতির কারণ।

অলৌকিকী ঈশ্বরেচ্ছা যাহা এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহারই নাম ধর্ম্ম। রজোগুণ দ্বারা জগতের সৃষ্টি এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা রক্ষা হইয়া থাকে ধর্ম্ম সত্ত্ববৃদ্ধিকর এবং তন্মূলক। এই হেতু ধর্ম্মই ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতির কারণ। তৎসত্ত্বে জগতের অস্তিত্ব, অভাবে তমোমূলক অধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড নাশ অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মোধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

গায়ত্রি-বৈদিকী সন্ধ্যা।

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"।

("উৎসব" হইতে সঙ্কলিত।)

সাধনান্তে ভাবোৎফুল্লমুখারবিন্দে মৃদুমধুর হাসিয়া গুরুদেব বলিলেন—তাত, পুরোবাহিনী প্রসন্নসলিলা নর্ম্মদার ন্যায় তোমার চিত্ত আজ বড়ই নির্ম্মল বোধ হইতেছে, সাধনায় তোমার মন একটু গলিয়াছে, একটু সরল হইয়াছে। তোমার বহুদিনের আগ্রহ পূর্ণ করিতে আমার চিত্ত স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এখন সহজেই উন্মুখ হইতে পারিবে। তুমি শুশ্রূষু হও—গায়ত্রীর সাধনা বিষয়ে স্থুল স্থুল ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

শাস্ত্র বলেন "গায়ন্তং ত্রায়তে যা সা গায়ত্রী"।

"তদেব রম্যংরুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোহনুগীয়তে"

ত্রিতাপতপ্ত, ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট, ভবব্যাধিগ্রস্ত, মানব তুমি সেই চিন্ময়ীর অনন্ত করুণা-ময়ীর বিশ্বমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার নাম গান করিতে থাক; ত্রাণ পাইবে—সুদিন আসিবে—ভবৌষধি মিলিবে—সূর্য্যোদয়ে তিমির রাশির ন্যায় তোমার ষড়রিপু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অভ্যুদয়ের পথেই ক্রমে তোমার নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হইবে।

আর্য্য হৃদয়ের কৌস্তভমণি ভারতবর্ষের সারসর্ব্বস্ব এই বেদমাতা গায়ত্রী। ইঁহার আরাধনার জন্যই আর্য্য জাতির সন্ধ্যা বন্দনা; আর অবস্থাভেদে ও অধিকারিভেদে শতমুখী উপাসনা। নিগমে, আগমে ও পুরাণে এই সাধনারই সংকেত করা হইয়াছে। ঋজুকুটিল নানাপথবাহী নদনদীসমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সাধকগণও নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া সেই আনন্দময়ীর সাক্ষানন্দসুধাসমুদ্রে অবগাহন জন্য অহর্নিশ পথপরায়ণ হইতেছে।

সন্ধ্যার উপাসনা অতীব পবিত্র। সমস্ত বিশ্ব তৎ স্বরূপ, তদ্ব্যাপক এবং তদতীত—

জাতমেতন্ময়া ত্বত্তো যথা পূর্ব্ব মিদং জগৎ
বিষ্ণুর্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতশ্চ নপরঃ বিদ্যতে ততঃ।

সেই (তাঁহা) পরমসত্য হইতে আ মা কর্ত্তৃক এই জগৎ যথা পূর্ব্ব প্রসূত হইয়াছে। অতএব এই জগৎ বিষ্ণু বিষ্ণুই এই জগতের কারণ এবং বিষ্ণুই ইহার আধার। এতদতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

সেই পরম সত্যের সহিত মানবাত্মার ঘনিষ্ঠ সংযোগ, ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রগুলিতে অতি সুব্যক্ত। সন্ধ্যার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধাভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ।

যিনি গায়ত্রী তিনিই সন্ধ্যা একেই দ্বিধা হইয়া আছেন; তিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি বিষ্ণুরই উপাসনা করেন।

নিত্য সন্ধ্যাপাসক সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছেঃ—

যাজজ্জীবন পর্য্যন্তং যস্ত্রিসন্ধ্যাং করোতি চ
স চ সূর্য্য সমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা
তৎ পাদ পদ্ম রজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতোহি যো দ্বিজ।

তুমি শাস্ত্র বিহিত উপায়ে নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া গায়ত্রীর আরাধনা করিতে থাক। সিদ্ধিলাভ তোমার অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘন করিয়া, যদি তুমি "ছুটা" প্রণব বা "ছুটা" গায়ত্রীর আরাধনা করিয়া "সাটে" সিদ্ধিলাভ করিতে চাও সবই "ছুটা" হইয়া যাইবে। বেগার ঠেলা কাজ করিয়া কে কবে কোন্ বড় কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে? গীতামুখে ভগবান্ বলিতেছেন "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিং সমাপ্নোতি ন শান্তিং ন পরাং গতিম্॥" ধর্ম্ম-জগতের সর্ব্বত্রই এই কথা।

বৎস, তুমি একদিন সেই অনন্ত জ্ঞান-রূপিণী জননীর আনন্দময় ক্রোড়ে সুখাসীন ছিলে, তখন কোনও অভাব বা অনুপপত্তি ছিল না। কর্ম্মের ফেরে তুমি সেই উৎপত্তি স্থান হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছ — সরিয়া পড়িয়াছ বলিয়া তোমার চিত্ত, তরঙ্গ তুলিতেছে। তোমার শক্তিবাদের সাধনায় সেই বিশ্বময়ী জননীর প্রেমময় ক্রোড়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

তুমি বিষ্ণুস্মরণ ও মান্ত্রস্নান * দ্বারা বহিঃশুদ্ধি করিয়া নির্ম্মল দেহে সাধনায় মনোনিবেশ কর, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের বিনিয়োগ মন্ত্রটীর ধারণা কর—শব্দ ব্রহ্মের সাহায্যে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অগ্নি সন্ধুক্ষিত কর—আলস্য ও অনিচ্ছার জড়তা ধ্বংস হউক। উজান ঠেলিয়া উর্দ্ধমুখে উৎপত্তি স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাক। বড়ই খরধার স্রোত কেবলই তোমাকে অধোমুখে ঠেলিতে চাহিতেছে, জল হাওয়া এই বিশ্বসংসার সকলই যেন তোমার বিরোধী কিন্তু এই নদীর ঊর্দ্ধগামী একটী কল্যাণময় প্রবাহও আছে। গুরুদত্ত এই আত্মমন্ত্রের সাহায্যে তুমি সেই কল্যাণ প্রবাহটী পাইবে। কিন্তু যেমন যেমন পাইবে, তেমন আবার বিপরীত পাপ-প্রবাহ তোমাকে তোমারই জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কারের বশে তাহার দিকে আনিয়া ফেলিবে। সেই মন্ত্রে বিশ্বাস রাখিও, দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও। দুই প্রবাহে ঠেলাঠেলি হইবে সত্য, কিন্তু তুমি ক্রমে উদ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। রেলের গাড়ী ও ষ্টীমার যেমন আগুনের জোরে অমিত বলে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়, তুমিও তেমনি তোমার লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে থাকিবে। ক্রমেই অভ্যাসের দৃঢ়তা ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পাপ প্রবাহকে তুমি হটাইতে পারিবে। এক দিনের সাধনায় যাহা অসম্ভব, দশ দিনে তাহা সহজ হইবে। বাজিকরের মর্কটের ন্যায় মনোমর্কট ক্রমে তোমার বশে

---

* মান্ত্র স্নানের মন্ত্রটি সন্ধ্যোপাসনার অন্তর্গত মার্জ্জন মন্ত্র। উহার অর্থ এই যে, জল সকল! তোমরা অতি সুখদাতা, ইহকালে (প্রত্যক্ষতঃ) অন্নের উপায় কর, এবং অন্তে (পরোক্ষতঃ) পরম পদার্থে সংযোজিত করিও, তোমরা (বহুত্ব হইতে একত্ব প্রাপ্তির অনুক্রমে) জননীর ন্যায় হিতকারিণী, আমাদিগকে অশিব শূন্য মঙ্গলতম রস প্রদান কর। তোমরা যে রস দ্বারা জগৎকে তৃপ্ত করিতেছ, সেই রস ("রসো বৈ সঃ") দ্বারা (তোমরা যাহার বাহ্যরূপমাত্র) আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর।

আসিবে। "উরিমুরি" "উড়ো উড়ো"। ভাব বিদূরিত হইবে। ভীতির স্থানে প্রীতি উপস্থিত হইবে, সাধনায় রুচি আসিবে।

শ্রীমন্, আশস্ত হও, যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যেরূপে সেই কল্যাণ প্রবাহের উপলব্ধি করত কৃতকৃত্য হইতে পারিবে পরমকারুণিক তোমার পূর্ব্ব পিতামহগণ সন্ধ্যার মন্ত্র ও অনুষ্ঠান সঙ্কেত পরম্পরায় তাহার অদ্ভুত কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি জ্ঞানী হও, ভক্ত হও বা কর্ম্মী হও এই অব্যর্থ কৌশল সকল অবস্থাতেই তোমাকে জয়যুক্ত করিবে। আমি সেই পরম তত্বের কিছু কিছু আভাস দিতেছি মাত্র। তুমি প্রণব পুটিত সপ্তব্যাহৃতির মন্ত্রার্থ অব-অবধারণ করিতে থাক। সপ্তব্যাহৃতির সপ্তচ্ছন্দে ভূঃ আদি সপ্তভুবন সঙ্গীতময় হইয়া উঠিতেছে। কি অমৃতময় সমঞ্জস ঐকতান সঙ্গীত! তুমি এই ভাবে ভাব মিলাইয়া তন্ময় হও। জগজ্জননী নিজেই এই সপ্তচ্ছন্দে পূর্ণিত হইয়া উঠিয়া নিজকে নিজে হইতে পৃথক করিয়া নিয়া নিজেই সঙ্গীত সুধা আস্বাদন করিতে-ছেন। যিনি তাঁহার যত কাছে তিনি এই সুধাপানে তত মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছেন। নিত্য নবীন প্রভাতে এই সুধা পান করিয়া উষারাণী মৃদু মধুর আলোছটা বিকীরণ করেন—দিগবলয় মুখরিত হয়; বিহগকুল কি এক সাত্বিক উচ্ছ্বাসে কার বন্দনা গান করে; অভ্রমহাসনে অভ্রময় বেশ ভূষায় পরিমণ্ডিত, অনুরাগরঞ্জিত সপ্তর্ষি দেবর্ষি মহর্ষিবৃন্দ ধ্যান ধারণায় মগ্ন রহেন।

কিন্তু কিরূপে তোমাতে এ ভাব আসিবে?—তুমি আনন্দময়ীর মনোভিরাম রূপ ও অপার করুণা ও অতুলনীয় বিভূতির অনুধ্যান করিতে করিতে প্রাণায়াম্ করিতে থাক। প্রাণায়ামে চিত্ত ক্রমে স্থির হইয়া আসিবে; প্রাণস্পন্দ মন্দীভূত হইতে থাকিবে; তুমি ধীরে ধীরে মধুর হইতে মধুরতর ভাব আস্বাদন করিতে থাকিবে। ভাব চিরস্থায়ী হইবে না, চপলার চমকের ন্যায় কতবার আসিবে আবার কতবার তোমাকে গভীর অন্ধকারে ডুবাইয়া, একা ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। অনাদিকালসঞ্চিত সংস্কারের জোর বড়ই প্রবল। হটিয়া যাইও না। ঋষি প্রব-র্ত্তিত পন্থা ধরিয়া চলিতেছ—গন্তব্য স্থানে পৌছিবেই এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া চলিতে থাক। কাতর প্রাণে আচমন ও মার্জ্জনান্তে অঘমর্ষণ কর। এই অঘমর্ষণ মন্ত্র নিখিল বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিতত্বের অনন্তরহস্যময়—চিত্তব্রহ্মাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিকাশমান হইতেছে। "মনঃ সত্যেন শুধ্যতি"—এই পরমতত্বের অভ্যাসে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে। বাক্যার্থ তুমি জান— তত্বার্থের ক্রমেই উপলব্ধি হইবে। এই

ভাবে শ্রদ্ধা সহকারে ঋষিবাক্যের যথাযথ উচ্চারণেও চিত্ত শুদ্ধির প্রভূত সাহায্য করিবে—এই নির্ম্মলী সংযোগে বাসনার মলা দূর হইয়া আকুলা চিত্তনদী নির্ম্মল হইবে। এই রূপে পুরুষকার প্রভাবে একান্ত মলিন দেহের ও চির-পুঞ্জীভূত চিত্তমনের যথাসাধ্য অপসারণ কর, আর সর্ব্ববিধ আধিব্যাধি উপশম কর, সেই গায়ত্রীমন্ত্রটী কয়েকটীবার উচ্চারণ কর। প্রভাতকাল—দেখিতে দেখিতে অন্তরে ও বাহিরে মায়ের অরুণায়ত নয়ন হইতে অরুণময় রশ্মিজাল উদ্ভাসিত হইয়া সৌর মণ্ডলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তুমি সূর্য্যোপস্থাপন কর। বাহিরের দৃষ্টি গুটাইয়া অন্তরের অন্তস্তলে দেদীপ্যমান জ্যোতির্মণ্ডলে চিত্ত সন্নিবেশিত কর। বাহিরের উদীয়মান সূর্য্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নাই; চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া সাধনার ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা। মানস নেত্রে, এই অনির্ব্বচনীয় রূপমাধুরী এবং বুদ্ধিমাত্র গ্রাহ্য অতিমাত্র রমণীয় ভাবলহরী অনুভব করিতে থাক। তেমন স্ফুরণ হইতেছে না—বা হয় হয় হয়না—ফোটে ফোটে ফোটে না! কত কত পঙ্কিল আবর্ত্তে, কত কত সমল উচ্ছ্বাসে তোমার চিত্ত নদী তরঙ্গ-নিরত, তাই জ্যোতির্বিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে না। তুমি উৎকণ্ঠাস্ফুটিতচিত্তে গদ্‌গদভাবে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যচারিণী কুমারী মূর্ত্তিধারিণী জননীর শরণাপন্ন হও। তিনিই বলিয়া দিবেন "বৎস, তুমি শত অপরাধ করিয়াছ; অপরাধের স্খালন না করিলে আমার এই রূপ, এই ভাব, তোমার চিত্তে ভাসিবে না। তুমি বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছ, আচার্য্য বাক্যে অবহেলা করিয়াছ, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন, দেবতা ও বেদের প্রতিকূল কত কি করিয়াছ—যাঁহারা তোমার কল্যাণের জন্য প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কত চেষ্টা করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কৃতঘ্ন হইয়াছ—তাঁহাদিগের নিকট কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা কর—তাঁহাদিগের প্রসন্নতা ও সাহায্যের প্রার্থনা কর—"কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ" কথা সত্য কিন্তু "ক্ষমাসারা হি সাধব"। অনুতাপানলে তোমার কলুষরাশি ভস্মীভূত হইবে, সে জন্য চিন্তা বৃথা করিও না—মনে প্রাণে বল "ব্রহ্মণে নমঃ, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, আচার্য্যেভ্যো নমঃ, ঋষিভ্যো নমঃ, গুরুভ্যো নমঃ, বেদেভ্যো নমঃ দেবেভ্যো নমঃ, মৃত্যবে নমঃ, বায়বে নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ ইত্যাদি ইত্যাদি"। সকলকেই নমস্কার ভক্তির সহিত করিতে হইবে, কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। শুষ্ক নমস্কারে চলিবে না, অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে প্রতিজ্ঞা জাগানও চাই "ভবিষ্যতে জগতের কল্যাণধর্ম্মে সর্ব্বদা তুমি ইঁহাদিগের অনুবর্ত্তন ও অনুকরণ করিবে"। হে অনঘ, বিশ্বজোড়া মায়ের এই সমস্তই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই বিশ্বনৃত্যে, এই বিশ্বসঙ্গীতে তোমার মন যেমন তন্ময় হইবে, তেমন তুমি সঙ্গীতের লয়ে, প্রশান্ত হৃদয়নিকুঞ্জে বিশ্বজোড়া মায়ের বিশ্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিবে "আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাত বিশ্বযোনি নমোঽস্তুতে"। মা আসিয়াছেন তুমি বসিতে কোথায় আসন দিবে, যেন খুঁজে পাচ্ছনা। মায়ের প্রিয়মত্নে হৃদয় মন্দিরে ঝাড়িয়া পুছিয়া মায়ের প্রিয়নাম গান করিতে করিতে অমৃত ধারায় আপ্লুত

হইতে থাকিবে। কত কথা বলিবে। প্রকৃত অনুরাগ ভোগ সুখ চায় না। তুমি কাঁদিয়া ফেলিবে "মা, তুমি মহেশ্বরবদনোৎপন্না, বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা তোমাকে এ পঙ্কিল হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া কষ্ট দিতে পারিতেছি না। "গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া"। মা কিন্তু নড়িবেন না, মা যে তোমার হইয়াছেন, তোমাকে ছাড়িতে আর মায়ের ভাল লাগিবে কেন? তিনি যে "বরদে দেবি"। তিনি কিছু দিতে চান। সেই কিছুই তোমার সর্ব্বস্ব। বাবা, মায়ের— অনন্ত জীবন্ত মায়ের— সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও, আদিত্য ও শুক্রদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এবার তোমার ঠিক ঠিক আত্ম রক্ষা হইবে, তোমার ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত থাকিবে, "মাভৈঃ"। আত্মরক্ষার মন্ত্রটি বড়ই সুন্দর তুমি ইহার গভীর তত্ত্বে অবগাহন কর— রুদ্রোপস্থানে মায়ের রুদ্রমূর্ত্তির প্রভাবে তোমার শত অন্তরায়-তিমির ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এখন তুমি এক অপূর্ব্বভাবে মাকে দেখিতে লাগিলে; মাকে এখন তুমি "আধেক রমণী, আধেক রমণরূপে" জনক জননীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া এ বিশ্ব-সৃষ্টির কারণরূপে দেখিতে লাগিলে। কবি বলেন "সান্তে বিশ্বরূপ মরি বড়ই সুন্দর" দেখ, তোমার হৃদয় নিকুঞ্জে মানসসরোবরে হংসোপরি ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইয়া মাধুর মূর্চ্ছনায় চতুর্মুখে মাতৃবন্দনা করিতেছেন, তুমি ভক্তি ভরে "ব্রহ্মণে নমঃ, অদ্ভ্যো নমঃ, বরুণায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ" বলিলে দেখিতে দেখিতে তোমার দৃষ্টি বহির্মুখী হইতে লাগিল; তোমার চিত্ত ইতঃ-পূর্ব্বে বৈষ্ণবী শক্তিতে স্থিতিলাভ করিয়াছিল বটে কিন্তু অনাদিকাল সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার তোমাকে সত্ত্বসংস্থ হইয়া থাকিতে দিল না; চিত্ত ক্রমে ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; তুমি বিপদে পড়িয়া কাতরভাবে "রুদ্রায় নমঃ" বলিলে। শিবদাতা বিধাতা আশুতোষ প্রসন্ন হইয়া তোমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়কন্দরে জবাকুসুমসকাশ জ্ঞানালোকের বিকাশ করিলেন, তুমি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলে "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" তুমি তদ্‌গত চিত্তে আর্য্য ছন্দে বলিতে লাগিলে "নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥" স্বকৃত, পরকৃত, উচ্চারিত অনুচ্চারিত, কতভাবে কত কত স্তব স্তুতির স্ফুরণ হইতে লাগিল, কত শুভ বাসনা জাগিল। "কল্যাণানাং ত্বমসি মহসাং কারণং বিশ্বমূর্ত্তে। ধুর্য্যাং লক্ষ্মীমিহ ময়ি ভৃশং ধেহি দেব প্রসীদ॥ যদ্বৎ পাপঃ প্রতিজহি জগন্নাথ ভক্তস্য তন্মে ভদ্রং ভদ্রং বিতর ভগবন্ ভূয়সে মঙ্গলায়॥"

মাতৃচরণস্পর্শে অমৃতায়মান হৃদয়তন্ত্রীটিকে বিশ্বসঙ্গীতের তানে ঐকতান করিয়া সামর্থবান ও উর্জ্জস্বল হইয়া সুসঙ্গত লৌকিক ও বিহিত বৈদিক কর্ম্মে মনোনিবেশ কর, সর্ব্ব কর্ম্মের বিধায়ক তোমাকে কল্যাণ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন। তুমি ধন্য হইবে, কুল উজ্জ্বল হইবে। একের দৃষ্টান্তে দশের সাধনায় রুচি বাড়িবে।

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বহরমপুর কলেজ।

—•—

বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

(১)

শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাস যাঁহার আছে, অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়ী, কৃষ্ণ কেবল কৃপা করিয়া তাঁহাকেই দেখা দিয়া থাকেন। ঐ বিশ্বাস যাঁহার নাই, অর্থাৎ যিনি, শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ী নন, শাস্ত্র বাক্য শুনিয়া কেবল কূট তর্ক বিতর্ক করেন, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অতি দূরস্থ হন। যে শাস্ত্রের এতাদৃশী মহীয়সী শক্তি, যাহা মানিয়া চলিলে, ভগবদ্ সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এবং যাহার বাক্য অবিশ্বাস করিলে, জীব, ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, সেই শাস্ত্র সকলে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, উহার মত মান্য করিয়া, সেই মতানুকূল চলাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অজ্ঞ লোকের কথা সুযোগ্য বোধে, সেই সুবিজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের কথাকে (শাস্ত্রোক্ত, অযোগ্য জ্ঞানে অনাদর পূর্ব্বক অবজ্ঞা করা, বিজ্ঞ জনের কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ বলেন যে, সেই ঋষিগণের এবং সেই ঋষি প্রণীত শাস্ত্র সকলের, এমন কি মহিমা যে, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলে, ভগবদ্ সাক্ষাৎকার লাভ হইবে? তদ্বিষয় শাস্ত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন যে;—

"সম্যাদেবো জগন্নাথঃ কৃত্বামর্ত্ত্যময়ীং তনুম্। মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্র পাণিনা॥"

অর্থাৎ যে হেতু সেই দেবদেব জগন্নাথ, মানবদেহ ধারণ করতঃ, শাস্ত্ররূপ হস্ত দ্বারা, করুণায় মগ্ন লোক সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব সেই করুণাময়-জগদীশ্বরই ঋষিরূপ ধারণ করতঃ, শাস্ত্র প্রণয়নাদি দ্বারা, সেই শাস্ত্ররূপ হস্তে সংসারসাগর পতিত মগ্ন জীব সকলকে, কৃপায় উদ্ধার করিয়া, সাগর পার করতঃ, নিজ স্থানে লইয়া যাইতেছেন। কাজেই ঋষিগণেতে ও তাঁহাতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ঐরূপ আবার ঋষি বাক্যকে (শাস্ত্রকে) তাঁহার বাক্য বলিয়াই মনে করিতে হয়। তদ্বিষয় তিনিই শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "শ্রুতিঃস্মৃতির্মমৈবাজ্ঞাঃ।"

অর্থাৎ বেদ পুরাণ, এ সকল আমারই আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা মান্য করিয়া চলিলে, কেন না তাঁহার দয়া হইবে? কেন না তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? পুত্র যদ্যপি পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, শিষ্য, যদ্যপি গুরুর আজ্ঞা মত কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই পুত্রও অবশ্যই পিতার স্নেহ ভাজন হয়, এবং সেই শিষ্যও অবশ্যই গুরুর কৃপাপাত্র হইয়া, গুরুর নিজ জীবন সর্ব্বস্ব হইয়া থাকে। আবার যদ্যপি তাহারা, সেই পিতৃবাক্যে কি গুরুবাক্যে অবিশ্বাসী হয়, এবং কদাপিও তাঁহাদের কথামত কার্য্যাদি না করে, তাহা হইলে তাহারা, সেই গুরুবাক্য অবজ্ঞা হেতু, গুরুর অকৃপাভাজন হইয়া, নিজ দোষে নিজেই তাঁহাদের হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়ে, কাজেই নানারূপ যন্ত্রণায় পতিত হইয়া, দিবা নিশি কেবল দুঃখেই কালাতিপাত করে। তেমনি সেই পরমপিতা - পরমেশ্বর - পরমারাধ্য -

পরম গুরুর আজ্ঞা (শাস্ত্র) বিশ্বাস পূর্ব্বক, সেই আজ্ঞা মত কার্য্য করিলে, অবশ্যই তাঁর দয়া হইয়া থাকে. এবং অবশ্যই তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁর আজ্ঞার (শাস্ত্রে) অবিশ্বাস ঘটিলে, তাঁকে প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং জীব, তাঁহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়ে। এই জন্যই সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে;—

"বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"

(২)

দৈত্যকুলপাবন—ভক্তচূড়ামণি—প্রহ্লাদ, এই বিশ্বাস বলেই,—সামান্য জড় পদার্থ স্ফটিক স্তম্ভ মধ্যেই ভগবান্ নৃসিংহ দেবের দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কেন না তিনি, ভগবদাজ্ঞারূপ শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। ভগবান্ শাস্ত্রাকারে আজ্ঞা করিয়াছেন যে;—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। অর্থাৎ এই দৃশ্যমান্ জগৎ সকলই নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। সেই নিশ্চয় বাক্য আমাদের নিশ্চয়তা বোধ নাই বলিয়াই আমরা, তাঁহা হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়িতেছি; কিন্তু প্রহ্লাদ, ঐ মহাবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই সেই জড় স্ফটিক স্তম্ভেই, সেই চৈতন্যময়ের প্রকাশ দেখিয়া, পুলকিতান্তঃকরণে তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ বিশ্বাসেই সেই "বাঙ্‌মনসোগোচরঃ" অর্থাৎ বাক্য মনের অগোচর বস্তু (ব্রহ্ম); তাঁহার নয়ন গোচর হইয়া ছিলেন এবং সেই বিশ্বাসেই তিনি, অনলে, অনিলে, সলিলে, গরলে, অচলে, সকলে, তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া, ঐ সকল কিছু হইতেই ভয় প্রাপ্ত হয়েন নাই, এবং ঐ সকল কিছুতেই তাঁহার কোন অনিষ্ট সম্ভবপর করিতে পারে নাই, বরং তাঁহার প্রাণ হানির জন্য, অনলে কি জলে, অস্ত্রে কি শস্ত্রে, যখন যাহাতেই তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হইত, তখন তাহা হইতে তিনি, শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া বসিতেন। কাজেই "বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ" তাঁহার যাবতীয় পদার্থেই সঙ্ঘটিত হইত।

ঐ রূপ সূর্য্যবংশীয় উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব, পঞ্চম বর্ষ বয়সে, স্বীয় জননী সুনীতির মুখে, যেই মাত্র শুনিতে পাইলেন যে, "তাঁহাদের ন্যায় নির্ব্বাসিত দুঃখী জনার একমাত্র বন্ধু সেই পদ্মপলাশ লোচন ভগবান জগতে আছেন' অমনি মাতৃ বাক্যে একান্ত বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, তিনি, সেই পদ্মপলাশ লোচন' ভগবানের অন্বেষণে রত হইলেন, এবং মাতৃক্রোড় মাতৃস্তন্য পরিহার করতঃ, সেই আশে, মনোল্লাসে, হিংস্রজন্তু সমাকুলবিজন বনে, একাকী নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ, তাঁহার প্রাণ বিনাশার্থ, যেই তাঁহার নিকটস্থ হইতে লাগিল, অমনি তিনি, তাহাকেই পরম বন্ধু—পদ্মপলাশ লোচন ভগবান্ জ্ঞানে, ভক্তি বিহ্বল চিত্তে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। অমনি তাহারা, সেই বিশ্বাসী ভক্তের প্রাণ হিংসায় অসমর্থ

হইয়া, তাঁহার প্রভাবে, সকলেই দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। এই রূপে কিছু দিন গত হইলে পর, ভক্ত ধ্রুবের একান্ত বিশ্বাস বলে, সেই পদ্মপলাশ নেত্র ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অমনি স্বীয় প্রিয় নারদকে অবিলম্বে তাঁহার সমক্ষে পাঠাইয়া দিলেন। দেবর্ষি নারদ আসিয়া, তাঁহাকে ভগবৎ প্রাপ্তির, সাধনাদি উপদেশ করিলেন। বিশ্বাসী ভক্ত ধ্রুব, গুরু বাক্যে একান্ত বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, গুরু রূপদিষ্ট সাধনায় দিন দিন দৃঢ় নিপুণ হইতে লাগিলেন, ও অবিলম্বেই সেই কাঙ্গালের ঠাকুর দীন দয়াময় ভক্ত বৎসল পদ্ম-পলাশ লোচন ভগবানের দেখা প্রাপ্ত হইয়া, সিদ্ধ মনোরথ হইলেন। কাজেই তৎকর্ত্তৃক "বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ" এই সাধু বাক্যের সত্যতা সম্প্রমাণিত হইল।

(৩)

এই বিশ্বাসের এমনি বল যে; বহু সাধ্য সাধনায়—যাহা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাহা একমাত্র বিশ্বাস বলেই লাভ করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে প্রাচীন গণ মুখে একটী ইতিবৃত্ত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই এস্থানে লিপি বদ্ধ করিয়া দেখাই। তাহাতেই দেখিতে পাই যে "বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" কি না?

দেবর্ষি নারদের কোথাও অগম্য নাই। তিনি, হরিগুণ গানে বিভোর হইয়া, ত্রিলোকপর্য্যটন করতঃ, একদা, বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন করিবার জন্য, মর্ত্ত্য-লোক হইতে বৈকুণ্ঠে গতি করিতেছেন, এমন সময়, কোন এক বৃক্ষমূলে, অস্থি চর্ম্মসার কঠোর তপস্যাবলম্বী কোন এক যোগী, এবং তৎসন্নিধবর্ত্তি কোন এক মদ্যপায়ীকে দেখিতে পাইলেন। যোগীবর, দেবর্ষি নারদের আগমন জানিতে পারিয়া, সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষি! কোথা হইতে আগমন করিলেন? এবং কোথায়ই বা গতি করিতেছেন? তাহাতে নারদ বলিলেন আমি ত্রিলোক পর্য্যটন পূর্ব্বক, অধুনা এই মর্ত্ত্যলোক হইতে বৈকুণ্ঠে, বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ নারায়ণের শ্রীচরণ সন্দর্শন মানসে, তথায় গমন করিতেছি। তচ্ছ্রবণে যোগী বলিলেন, আপনি যদি সেই বৈকুণ্ঠ নাথ সমী-পেই গমন করেন, তাহা হইলে এই নরাধমের কথা তাঁহাকে অবগত করাইয়া বলি-বেন, আমি বহুকালাবধি তাঁহার দর্শন মানসে, কঠোর তপস্যাবলম্বী হইয়া, অস্থি চর্ম্ম মাত্র সার করিয়াছি, তথাপি তাঁহার দেখা পাইতেছি না। তিনি আমায় আর

কতদিনে দেখা দিবেন? ইহাতে তাঁহার কি আজ্ঞা হয়. তাহাও আপনি কৃপা করিয়া, আমায় অবিলম্বে জানাইয়া যাইবেন।

নারদ, তাহার বাক্য অঙ্গীকার করতঃ গতি করিতেই সেই মাতাল তাঁহাকে প্রণতি পূর্ব্বক সেই মত্তাবস্থাতেই বলিয়া উঠিল. ঠাকুর! আপনি ঐ সঙ্গে আমার কথাটাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, তিনি কখন আমায় দেখা দিবেন কি না?

নারদ তাহার বাক্যে কোনও উত্তর না দিয়া ঈষদ্ধাস্য করতঃ ৺হরিগুণ গান পূর্ব্বক তথা হইতে বৈকুণ্ঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং অনতিকাল মধ্যেই বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া, বৈকুণ্ঠ নাথের শ্রীপাদপদ্ম সন্দর্শনে নয়ন মণ প্রাণ সফল করিলেন, এবং তৎসহ আলাপ করিতেই ঐ যোগী, ও মদ্যপায়ীর কথা মনে পড়ায়, কৌতুহলান্বিত হইয়া, তাহাদের সকল কথা, তাঁহাকে জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিলেন. ভগবন্! আপনি কখন তাহাদিগকে দেখা দিবেন কি না? জানিলে; আমি তাহাদিগকে জানাইতে পারি।

ভগবান বলিলেন, নারদ! আমি একটী সূচিকা ছিদ্র মধ্যে হস্তীর চালনা করিতে মনস্থ করিয়া, তজ্জন্য বড়ই ব্যস্ত আছি, অতএব এসময় আর তাহাদের কোন কথারই উত্তর দিতে পারিলাম না, বারান্তে তাহাদের কথার উত্তর দিব।

নারদ, ভগবানের ঐ বাক্য শ্রবণে আর কিছু না বলিয়া, ভগবানের শ্রীচরণ বন্দনা পূর্ব্বক, তথা হইতে গমন করিলেন, এবং অল্প কাল মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঐ বৃক্ষ মূলে উপনীত হইয়া, তদবস্থায়ই উভয়কে দেখিতে পাইলেন। নারদের আগমনে,তখন ঐ দুইজনাই সহর্ষে তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া, সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! আমাদের কথায় ভগবান্ কি আজ্ঞা করিয়াছেন? অগ্রে তাই বলুন।

তখন নারদ বলিলেন, আমি তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিলেন. আমি একটী সূচিকার ছিদ্রে হস্তী চালাইতে ইচ্ছা করিয়া, এবং তজ্জন্য বড়ই ব্যস্ত আছি। অতএব এ সময় তাহাদের কোন কথাই উত্তর দিতে পারিলাম না. বারান্তে তাহাদের কথার উত্তর দিব। এতচ্ছ্রবণে. যোগী ঐ ভগবাক্যকে অলীক কেবল মাত্র প্রতারণা মনে করিয়া বলিল সূচিকা ছিদ্র মধ্যে হস্তীর সঞ্চালন কখনই সম্ভব হইতে পারে না সুতরাং এ গুলি কেবল ভগবানের অলীক-অবিশ্বাস্য-কথা—প্রতারণা মাত্র। মাতাল তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল

কেন? তাহাতে অবিশ্বাসের কারণ কি? শাস্ত্রে শুনা যায় তিনি একটী মাত্র রোমকূপে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন; তিনি কি একটী সূচিকা ছিদ্রে একটী হস্তীর চালনা করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। এমন কি তিনি মনে করিলে ঐ সূচিকা ছিদ্রে হস্তী কেন? এই ব্রহ্মাণ্ডেরই পরিচালনা করিতে পারেন; কেন না জগতে তাঁহার কোন কার্য্যই অসাধ্য বা অসম্ভব নহে। (১) যোগী মদ্যপায়ীকে মাতাল জ্ঞানে তাহার কথায় আর কর্ণপাতও করিলেন না; কিন্তু দেবর্ষি মাতালের মুখে ভগবন্মাহাত্ম্য শুনিতে পাইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে পুন বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগত হইয়া ঐ সকল কথা ভগবানকে অবগত করাইলেন। তখন ভগবান্ বলিলেন নারদ! তুমি ঐ যোগীকে গিয়ে বল সে যে বৃক্ষ মূলে তপস্যা করিকরিতেছে ঐ বৃক্ষের পত্র সম সংখ্যক জন্ম ঐ রূপ তপস্যা করিলে তবে আমার পাইবার যোগ্য হইবে; কেন না আমার কথায় তাহার এখন ও বিশ্বাস জন্মে নাই। আর ঐ মাতালকে গিয়ে বল সে মদ্যপান পরিত্যাগ করতঃ গুরুরূপদিষ্ট পথে কিছু দিন চলিলেই আমায় পাইবে; যে হেতু সে আমার কথায় একান্ত বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কাজেই দেখুন, বহু সাধ্য সাধনায় যাহা প্রাপ্ত না হওয়া যায় তাহা একমাত্র বিশ্বাস বলেই লাভ করিতে পারা যায় কি না? যোগী, কঠোর তপস্বী হইয়াও ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাস হেতু, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না, বরং বৃক্ষের পত্র সম সংখ্যক জন্ম পর পাইবার কথায়, তাঁহা হইতে কতদূরে সরিয়া পড়িলেন। মাতাল, হীনাচারী হইয়াও, ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসী হওয়ায়, ভগবানকে পাইবার যোগ্য হইলেন।

এই জন্যই সাধুগণ, একবাক্য হইয়া জগতে উপদেশ করিয়াছেন যে; "বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

(১) আমি, যখন ঐ বিষয়টী লিখিতেছি, এমন সময় কাহারও সন্তান ভূমিষ্ট হইবার কথা শুনিতে পাইলাম। অমনি সূচিকা ছিদ্রে ভগবানের হস্তী সঞ্চালন একটী অসম্ভব কার্য্য নয় মনে হইল। যাঁহারা, মাতালের ঐ কথায় সন্দিহান হইবেন, তাঁহারা, একবার জীবোৎপত্তি কাণ্ড ভাবিয়া দেখিবেন, মাতৃযোনি হইতে জীবের নির্গমন, সূচিকা ছিদ্রে হস্তী চালন বৎ বিস্ময়জনক কি না? তাহাই যদি সম্ভব হয়, তবে ভগবানের ঐ কার্য্য ওটা অসম্ভব কি?

যদি যোগী ও মাতালের কথা শুনিয়া কেহ বলেন যে ওটাত গল্প ঐ গল্প বিশ্বাস করাও—আমাদের আপত্তির কারণ; তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নোক্ত শাস্ত্র বাক্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন উহা নিরর্থক গল্প মাত্র নহে উহা শাস্ত্রার্থক শাস্ত্রীয় বাক্যই বটে। যথা;—

" ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ "

অর্থাৎ যাহার হরি কথায় রতি (রুচি শ্রদ্ধা বিশ্বাস) নাই তাহার সুন্দর অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম কেবল শ্রমের নিমিত্তই হয়।

কাজেই কঠোর তপস্বী হইয়া, ধর্ম্মের সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিলেও, ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাস হেতু, যোগী তাঁহাকে পাইতে পারিল না, কিন্তু অধর্ম্মী অনাচারী হইয়াও, ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস হেতু, মাতাল তাঁহাকে পাইবার যোগ্য হইল। এই গল্পে উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বাক্যই সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব উহা বিশ্বাস করায় আপত্তির কারণ কিছুই দেখিতে পাই না। তাহাতেও যদ্যপি কাহারও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বাবাকে বাবা বলায়ও হয়তঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে। সেই আপত্তি নিরসনেই বলি তাহার বাবা নিশ্চয়ই তাহার বাবা কেন না তিনি যথার্থই বাবা। ঐ বাবাকে বাবা বলিয়া স্বীকার করিতে যাহার আপত্তি অবিশ্বাস তাহাকে হাজার যুক্তি হাজার উপদেশ হাজার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলেও আর তাহার বাবার বাবাত্বে কিছুতেই বিশ্বাস হইবে না। সে পুনঃ পুনই আপত্তি করিবে তাহার বাবা কেন তাহার বাবা? তেমনি যাহার বিশ্বাস মূলেই অবিশ্বাস; তাহাকে হাজার যুক্তি হাজার উপদেশ হাজার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলেও আর তাহার কিছুতেই ঐ অবিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মান যাইবে না। সে পুনঃ পুনই আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবে ঐ বিশ্বাস তাকে যে যথার্থই বিশ্বাস্য তাহাতে একটা বিশ্বাস কি? কাজেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি আর সকলকে বলি, কেহ যেন শাস্ত্র বাক্যে কখনও অবিশ্বাসী না হন। উহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহে অসমর্থ হইলে, কখন কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে ঈশ্বর নিরত কোন বিশ্বাসী ভক্তের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই উহার যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

কাজেই বলি শাস্ত্র কখন অসত্য নহে। উহার অসম্ভব কথা শুনিয়া তাহা অবিশ্বাস করিতে নাই কেন না উহার মর্ম্ম আমরা বুঝি আর নাই বুঝি উহা যে

অভ্রান্ত সত্যে পরিপূর্ণ তাহা সুনিশ্চিত। কাজেই উহাতে বিশ্বাস থাকিলে ভগবান্ অবশ্যই সুপ্রসন্ন হয়েন। এই জন্যই সাধুগণ বারম্বার উপদেশ করিয়াছেন যে;—

" বিশ্বাসে মিলয়কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

শ্রীতারিণী শঙ্কর বাগছী।

দেবী মাহাত্ম্য।

৫ ম সর্গ

পূর্ব্বকালে শুম্ভ আর নিশুম্ভ অসুরে
ইন্দ্রের রাজত্ব আর যজ্ঞ ভাগ হরে।
সূর্য চন্দ্র কুবের বরুণ আদি করি
সকলের অধিকার বলে লয় হরি।
যম হুতাশন আর দেবতা পবন
তাহাদের কার্য্য সব করে দৈত্যগণ,
দেবগণ ভ্রষ্ট রাজ্য হয়ে পরাজিত
হারাইয়া অধিকার হইল তাড়িত।
মহা দৈত্যগণ বধ ইচ্ছি সর্ব্ব দেবে
অপরাজিতার স্তব করে ভক্তি ভাবে
আমাদের বর তুমি দিয়াছ জননী
বিপদে স্মরিলে ভয় নাশিবা আপনি।
দেবী মহা দেবী ভদ্রা প্রকৃতি নিয়ন্তা
তোমারে প্রণাম করি সকল দেবতা।
শিবা রৌদ্রা নিত্যাধাত্রি নমো ২ গৌরী
নমঃ সুখজ্যোৎস্না নমঃ চৈন্দ্রি রূপধারী
বৃদ্ধি সিদ্ধি কূর্ম্ম নমঃ নমস্তে কল্যাণী

নৈঋতা ভূপাল লক্ষ্মী সকল রূপিণী
দুর্গা নমঃ দুর্গপারা সর্ব্বকারি সারা
কৃষ্ণ ধূম্রা খ্যাতি নমঃ নমঃ পরাৎপরা
অতি সৌম্যা অতি রৌদ্রা নমঃ নমঃ তাঁরে
নমঃ যিনি সৃজেছেন জগৎ সংসারে।
যে দেবী সকল ভূতে রূপী বিষ্ণুমায়া
প্রণমি সকলে তাঁরে, দেহ পদছায়া।
চেতন রূপেতে যিনি সর্ব্ব ভূতে রণ
তাঁহারে প্রণাম করি যত দেব গণ
সকল জীবেতে যিনি বুদ্ধি রূপ ধারী
সকলে প্রণমি মোরা চরণে তাঁহারি
নিদ্রারূপে ব্যাপ্ত যিনি সকল ভুবন
চরণে প্রণমি তাঁর যত দেবগণ।
সর্ব্ব জীবে যেই দেবী ক্ষুধা রূপ ধরে
নমো নমঃ নমো নমঃ নমো নমঃ তাঁরে।
সকল ভূতেতে যিনি রূপী রণ ছায়া
তাঁহারে প্রণমি সবে লুটাইয়া কায়া

যে দেবী জগতে রন রূপ ধরে শক্তি
আমরা প্রণমি সেই দেবী বলবতী,
তৃষ্ণা রূপে স্থিতি যাঁর সকল জগতে
নমস্তে নমস্তে নমো নমস্তে নমস্তে।
ক্ষান্তি রূপে সর্ব্ব ভূতে রয়েছেন যিনি
প্রণমি আমরা সেই নগেন্দ্র নন্দিনী
যে দেবী সকল জীবে জাতি রূপে রন
তাঁহারে প্রণাম করি যত সুর গণ,
লজ্জা রূপে রন যিনি সকল ভুবনে
প্রণাম করিছে তাঁরে দেব ঋষিগণে।
সকল ভুবনে যিনি শান্তি প্রদায়িনী
প্রণমি তাঁহার সেই চরণ দুখানি।
সর্ব্ব ভূতে শ্রদ্ধা রূপ ধরে যেই দেবী
প্রণমি তাঁহারে সবে লুটাইয়া ভূমি।
ভবনে আছেন যিনি কান্তি রূপ ধরে
সকলে প্রণাম মোরা করিতেছি তাঁরে।
যে দেবী জগতে রন লক্ষ্মী রূপে সদা
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমস্তে অন্নদা
বৃত্তি রূপে রণ যিনি সকলের ঘরে
তাঁহারে প্রণাম করি মিলি সর্ব্ব সুরে,
যে দেবী সকল ভূতে রূপ ধরে স্মৃতি
নমস্তে নমস্তে নমো নমো হৈমবতি!
দয়া রূপে সর্ব্ব জীবে প্রকাশিত যিনি
আমরা প্রণাম করি সেই নারায়ণী।
তুষ্টি রূপ ধরে যিনি রন সর্ব্ব জীবে
তাঁহারে প্রণাম করি মিলি সর্ব্ব দেবে।
সকল জীবের যিনি জননী রূপিণী
তাঁহারে প্রণাম করি যত সুর মুনি।
সকল ভুবনে যিনি ভ্রান্তি রূপে স্থিতা
নমস্কার করে তাঁরে সকল দেবতা।

সর্ব্ব ভূতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী যিনি
নমস্তে নমস্তে তাঁরে সংসার ব্যাপিণী,
চিত্ত রূপ ধরে যিনি সমস্ত ভুবনে
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ তাঁহার চরণে।
অভিষ্ট হইল সিদ্ধি পূর্ব্বে স্তব করি
পূজিল যে দিন ইন্দ্র তোমায় ঈশ্বরি!
শুভকর শুভঙ্করি মাতঃ নারায়ণি!
বিপদে তারহ সবে বিপদ বারিণি!
সম্প্রতি উদ্ধত এই অসুরে মারিয়া
আমাদের ভয় হতে রক্ষ মহামায়া!
ক্ষণেকে পারেন যিনি বিপদ নাশিতে
নম্র ভাবে মোরা স্তব করি গো ভক্তিতে
এই রূপে স্তুত হয়ে পার্ব্বতী সত্বরে
আসিলে স্নান হেতু জাহ্নবীর নীরে।
তুষ্ট হয়ে মহামায়া বলেন বচন
কর ২ কাহার স্তব সর্ব্ব দেবগণ।
তাহার শরীর হতে অম্বিকা বাহিরি
বলে এরা মোর স্তব করে সুরেশ্বরি!
দেবগণে শুম্ভ আর নিশুম্ভ অসুরে
পরাজিত করিয়াছে সকল সমরে।
পার্ব্বতীর দেহ কোষে সঞ্জাত সুমুখি
সেই হেতু লোকে গায় বলিয়া কৌশিকী।
বাহির হইলে শিবা কৃষ্ণা হন সতী
কালিকে নামেতে" হিমাচলেতে বসতি।
অনন্তর চণ্ডিকার রূপ মনোহর
দেখিলেক চণ্ড মুণ্ড শুম্ভেরি কিঙ্কর।
শুম্ভকে কহিল গিয়া মিলিয়া সকলে
একটী নারীতে রাজা আলো হিমাচলে।
কেহ কভু দেখি নাই এ হেন সুন্দর

স্ত্রীরত্ন সুন্দরী আলো করে দিক গণ
কেবা তিনি সেই খানে দেখহ রাজন্।
অশ্ব গজ আদি রত্ন অতি প্রভাকর
সম্প্রতি তোমার গৃহে আছে দৈত্যেশ্বর
উচ্চৈঃ শ্রবা পারিজাত ঐরাবত হাতি
ইন্দ্র হতে এইসব মিলেছে সম্প্রতি।
হংস বাহী রথ আছে তোমার অঙ্গনে
বিধি হতে আনিআছ এ মহা রতনে।
অদ্ভুত রতন সর্ব্ব আন দৈত্যবর
মহামনি মহাপদ্ম দেন জলেশ্বর।
অম্লান পঙ্কজ মালা সাগর আপনি
দিলেন তোমায় রাজা নামে কিঞ্জাকিনী।
সুবর্ণ প্রসব কারী বরুণের ছাতা,
আছয় তোমার ঘরে দৈত্য মহারথা।
প্রজাপতি হতে রথ লয়েছ সংগ্রামে,
হরেছ মৃত্যুর শক্তি উৎক্রান্তিদা নামে।
সলিল রাজার পাশ আর নানা ধন
নিশুম্ভ তোমার ভ্রাতা আনেন রাজন।
অগ্নি দেন আপনারে অগ্নি শৌচ বাস
এরূপে সকল রত্ন আছে তব পাশ।
স্ত্রী রত্ন আছেন রাজা এরূপ কল্যানী
কি হেতু তাহারে নাহি লও দৈত্যমণি।
শুনি চণ্ড মুণ্ড বাক্য সে শুম্ভ রাজন
পাঠায় সুগ্রীব দূতে দেবীর সদন।
এই এই কথা কবে তথায় যাইয়া
শীঘ্র কর এই কার্য্য সম্প্রতি করিয়া,
অনন্তর গেল দূত রম্য শৈল দেশে
যথায় অম্বিকা আছে মনোহর বেশে।

সুমধুর বাক্যে বলে অম্বিকার প্রতি
আমার বচন দেবী কর অবগতি।
দৈত্যের ঈশ্বর শুম্ভ ত্রিলোকের স্বামী
আসিয়াছি তব কাছে তাঁর দূত আমি।
যাঁর আজ্ঞা অবহেলা না করে কখন
ইন্দ্র আদি আর যত দেব ঋষি গণ।
জয় করে ছেন যিনি সকল অমরে
যে রূপ কহেন তিনি কহিব তোমারে।
ত্রৈলোক্য অখিল মম এই চরা চর
মম বশে আছে দেব হয়ে আজ্ঞা কর,
যজ্ঞ ভাগ আছে যত এই ভূমণ্ডলে
সব করিতেছি ভোগ আমি কুতূহলে।
মম বশে আছে ত্রিলোকের রত্ন গণ
হরেছি মাতঙ্গ রত্ন দেবেন্দ্র বাহন
উচ্চৈঃ শ্রবা অশ্ব জন্ম ক্ষীরোদ মথনে
দিয়াছে দেবেন্দ্র তাহা প্রণমি চরণে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর উরগ মধ্যেতে
অখিলের রত্ন সব আমার গৃহেতে।
তোমারেও দেখি দেবী লাবণ্যের ভূমি
বুঝেছি সংসারে নারী রত্ন তুমি।
অত এব মম গৃহে এস বরাননে
আমরাই রত্ন ভুক্তি নিখিল ভুবনে।
আমারে ভজহ কিম্বা আমার কনিষ্ঠ
নিশুম্ভ নামেতে হয় বীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
যতেক অপূর্ব্ব রত্ন আছে ভূমণ্ডলে
সে সব ঐশ্বর্য্য পাবে আমারে ভজিলে।
এই সব আলোচনা করি নিজ মনে
আমারে ভজহ দেবী কমল নয়নে

এ কথা শুনিয়া দেব হাসিয়া অন্তরে
দুর্গা বলবতী যিনি ধরেন সংসারে।
গম্ভীর হইয়া দেবী বলেন বচন
ও হে দূত মম বাক্য করহ শ্রবণ।
সত্য কহিয়াছ তুমি মিথ্যা কিছু নাই
ত্রিলোকের রাজা শুম্ভ, নিশুম্ভও তাই।
কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বেতে
অল্প বুদ্ধি হেতু মিথ্যা করিব কি মতে।
দর্প যে করিবে চূর্ণ সংগ্রামে জিনিবে
প্রতিবল হবে যেই সেই পতি হবে।
হেথা আমি নিশুম্ভ বা শুম্ভ দৈত্য পতি
জিনিয়া আমার পাণি লন শীঘ্র গতি।
দূত বলে দেবী তুমি কোন সাহসেতে
গর্ব্বিত বচন কহ আমার অগ্রেতে,
ত্রিলোক ভিতরে হেন কোন বীর আছে
তিষ্ঠিবে সমরে শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে?
অন্য দৈত্য অগ্রে স্থির নহে দেব গণ
কি করিবে তথা তুমি নারী এক জন।
নিশুম্ভ শুম্ভের কাছে ইন্দ্র আদি দেবে
নাহি পারে একা তুমি কিরূপে তিষ্ঠিবে।
মম বাক্য যাও শুম্ভ নিশুম্ভের পাশে
অগৌরবে যাবে কেন আকর্ষিতা কেশে।
দেবী বলিলেন শুম্ভ মহাবীর্য্য বান্
নিশুম্ভ তাঁহার ভ্রাতা তাঁহারি সমান।
কি করিব আলোচনা নাহি করি মনে
করিয়াছি যে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব কেমনে।
অত এব যাহ তুমি নিকটে তাঁহার
বিনয়ে কহিও তাঁরে প্রতিজ্ঞা আমার।
শুনিয়া আমার কথা যাহা ন্যায় হবে
আপনি নিশুম্ভ শুম্ভ তাহাই করিবে।
দেবীর মাহাত্ম্যে সাবর্ণির মন্বন্তরে
দূতের সংবাদ শেষ হয় এত দূরে।

ধর্ম্ম প্রচার।
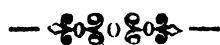
মহামণ্ডলের ধর্ম্মোপদেশক পং কানাইয়া লাল জী গত কার্ত্তিক মাসে বেহারের পাটনায় মারবাড়ীগণের ধর্ম্মশালায় তিন দিনে সনাতন ধর্ম্মের মহিমা, ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায় এবং খাওয়া দাওয়ার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ এই তিন বিষয়ে হিন্দি ভাষায় তিনটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাহার পর মারু গঞ্জে আরও তিন দিনে শ্রাদ্ধ, বর্ণ ব্যবস্থা এবং মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেন। ইহার পর শ্রীমান্ রায় বাহাদুর শ্রীরাধা কৃষ্ণ দাস জী দ্বার অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার উদ্যানে মনুষ্য জন্মে কর্ত্তব্য, জ্ঞান এবং ভক্তি সম্বন্ধে তিনটি ব্যাখ্যান দেন। প্রত্যহই স্থানাভাবে অনেক শ্রোতাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। পাটনায় মহামণ্ডলের প্রভাব বিশেষ রূপেই পড়িয়াছে।

তথায় যে গোশালা ছিল, তাহার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে যে শিথিলতা হইয়াছিল, তাহা দূর করার জন্য জন সাধারণের উৎসাহ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়াছে। বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, পাটনা জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান ও সুপ্রসিদ্ধ স্বধর্ম্ম প্রেমী মুসলমান জমিদার শ্রীমান্ নবাব সরফ রাজ হোসেন খাঁ বাহাদুর রায় রাধা কৃষ্ণের উদ্যানে আসিয়া উপদেশক মহাশয়ের সুললিত বক্তৃতা প্রভাবে সন্তুষ্ট হইয়া মহামণ্ডলের সাহায্যার্থ ২৫৲ টাকা দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীমান্ বাবু শ্যামলাল গোকুলচন্দ্র জী, শ্রীমান্ সাহ রাধাকৃষ্ণ জী রইস্, শ্রীমান বনবারী লালজী সন্ত, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সহায়ক সভ্য হইয়া এক বৎসরের আগাম চাঁদা ২১৲ টাকা হিসাবে দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীমান্ ব্রজমোহন লালজী ১১৲, শ্রীমান্ শালিগ্রাম জী ৫৲, বাবু নারায়ণ প্রসাদ উকীল ৫৲, শ্রীমান্ রামজী দাস অগ্রবাল ১৲ ও শ্রীমান্ সত্য নারায়ণ সিংহ ১৲ টাকা সাহায্য দিয়াছেন এবং ১৪৮ নূতন সাধারণ সভ্য হইয়াছেন।

ইহার পর উপদেশক মহাশয় গয়ায় গিয়া পাঁচ দিন অবস্থান করিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় ধর্ম্মদশা, অবতার এবং মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে তিন দিনে তিনটি বক্তৃতা দিয়া নগর বাসী গণের ধর্ম্মোৎসাহ বর্দ্ধিত করেন। উক্ত সভা শ্রীমহামণ্ডলের উপদেশক ফণ্ডে বার্ষিক ৬২৲ টাকা সাহায্য দিতে স্বীকার করিয়া, এক বৎসরের সাহায্য অগ্রিম দিয়াছেন। শ্রীমান্ হরি প্রসাদ লাল জী বার্ষিক ২৪৲ এবং শ্রীমান চমারী সাহ মহাবীর প্রসাদ বার্ষিক ১২৲ দিতে স্বীকৃত হইয়া ও এক বৎসরের চাঁদা অগ্রিম দিয়া মহামণ্ডলের সহায়ক সভ্য হইয়াছেন। এখানেও ১৪ জন ধর্ম্মাত্মা মহামণ্ডলের সাধারণ সভ্য হইয়াছেন। সভার সংস্কৃত পাঠশালার অবস্থা খুবই ভাল।

ছাপরাতেও উপদেশক মহাশয় তিনটি ব্যাখ্যান দিয়া, তথাকার সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিনী জন সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া, তথায়ও ২০ জন সাধারণ সভ্য করেণ এবং শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন দাস কোটীওয়াল বার্ষিক ২১৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েন সহায়ক সভ্য হয়েন।

ছাপরা হইতে উপদেশক মহাশয় হরিহর ক্ষেত্রের মেলায় যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। এইরূপ এক মাস ভ্রমণ করিয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচাররূপ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অন্যতম উদ্দেশ্যের অনুযায়ী যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় কোন প্রশংসাই নাই।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপদেশক শ্রীমান্ পণ্ডিত জিয়া লালজী পাঞ্জাবের কয়েক স্থানে ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য করেন। ১২ তারিখে হরিদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া ১৩ ই গুরুদাসপুর হইয়া মুকোরিয়া ধর্ম্ম সভার উৎসবে উপস্থিত হইয়া রাত্রে খুব ধুম ধামের সহিত নগর কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করেন। তিন দিন প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ১২ টা, ২টা হইতে ৬টা এবং ৯টা হইতে পুনরায় ১১টা পর্য্যন্ত তিন বার করিয়া ধর্ম্ম কার্য্য হইত। জম্মু বাসী কর্ম্ম নারায়ণ শাস্ত্রী, লাহোরের পণ্ডিত গণেশদত্ত শাস্ত্রী এবং জীয়া লালজী বিবিধ বিষয়ে ব্যাখ্যান দেন। সর্ব্ব সাধারণ ধর্ম্মোৎসাহিত হইয়া নগদ ৭০৲ টাকা, এক খানি বাড়ী, বাসন গো আদি সভাকে প্রদান করেন। সভার সংশ্লিষ্ট সনাতন ধর্ম্ম পাঠশালায় অধ্যাপনা অতি উত্তম রীতিতেই হইতেছে। এখান হইতে বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া পণ্ডীত জী মৌজে দসুহেতে গমন করেন এবং তথায় দুই দিন প্রত্যহ দুইবার করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যান দিয়া সকলকে আনন্দিত করেন। এখান হইতে গোবিন্দ পুরের সভার উৎসবে যোগদান করিবার জন্য গমন করেন। তথায় প্রথম দিনে নগর সংকীর্ত্তন এবং দ্বিতীয় দিনে অমৃতসরের উকীল পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ এবং পণ্ডিত জীয়া লাল জীর ব্যাখ্যান হয়। পণ্ডিত জীয়া লাল জী সভার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে তথাকার সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণ ২০ বিঘা জমি, ৮০০৲ টাকা নগদ ইত্যাদি সাহায্য প্রদান করেন। এখানেও একটি সনাতন ধর্ম্ম পাঠশালা খুলিয়াছে এবং সভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের শাখা বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার পর হরিদ্বারের ব্রহ্ম কুণ্ডের উপর বর্ণ ব্যবস্থা, পতিব্রতা ধর্ম্ম, উপাসনা, শ্রাদ্ধ আদি বিষয়ে উপদেশ দিয়া হরিদ্বারস্থ ঋষিকুল আশ্রমের জন্য নগদ ৩৫/.৫ সাহায্য আদায় করিয়াছেন ও মহামণ্ডলের এগার জন নূতন সভ্য করিয়াছেন। এবং হরিদ্বারে থাকিয়া বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া ঋষিকুল আশ্রমের সাহায্য কল্পে ১১৵০ সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপদেশক পণ্ডিত সোনে লালজী শ্রীজনক ধর্ম্ম মণ্ডলের অন্তর্গত রাঢ়ী, বসৈঠ, গজবারী, বেহটা কহ্লৌলী, সখবাড়, খড়রক এবং বিদেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া রাম নাম, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, সদাচার, সংস্কৃত বিদ্যা আদি বিষয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যান দেন।

উপদেশকের পদচ্যুতি।

সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে যে, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বৈতনিক উপদেশক পিলিভিত নিবাসী পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার কার্য্য সন্তোষ জনক না হওয়ায় তাঁহাকে পদচ্যুতি করা হইয়াছে। তাঁহার নিকট মহামণ্ডল সংক্রান্ত যে সকল কাগজ পত্র ছিল, তাহাও ফেরত পাওয়া যায় নাই। এখন হইতে যেন কেহই আর তাঁহাকে মহামণ্ডলের উপদেশক মনে করিয়া কিছু সাহায্য আদি না দেন। ওরূপ দিলে তাহার জন্য মহামণ্ডল দায়ী থাকিবে না।

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল
প্রধান কার্য্যালয়, কাশী।

দি নারায়ণ কোম্পানী লিমিটেড্।

৭৬ নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য কলিকাতা হইতেই সাধারণতঃ হয় বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ীগণের কলিকাতায় এক জন কমিশন এজেন্ট রাখার প্রয়োজন মনে হয়। কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাসী এজেন্টের অভাবে তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অসুবিধা দূর করণ মানসে দ্বারবঙ্গাধিপতি ও আবাগড়ের রাজা সাহেবের পৃষ্ঠ পোষকতায় এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

দরে সুবিধা করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য খরিদ করিয়া সরবরাহ করাই এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া সকলেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া আমাদের অর্ডার দিতে পারেন। দ্রব্য সরবরাহ করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিব বলিয়াই আমাদের ধারণা! দ্রব্য ভেদে শতকরা ||০ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন লওয়া হয়।

মুটে ইত্যাদির খরচ মাত্র বাজার দর হিসাবে লওয়া হয়। সবিশেষ বিবরণ আমার নিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীমুনীশ্বর নাথ রায়না
ম্যানেজিং এজেন্ট।

বিজয় ভাস্কর চূর্ণ।

এই মহৌষধ আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে; এবং বহুদিন হইতে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। ইহা অম্লপিত্ত রোগের যাবতীয় উপসর্গ নিবারক। অজীর্ণ যকৃৎ ও ক্রিমি রোগের এক মাত্র মহৌষধ। ১ শিশি আট আনা মাত্র।

কাশীর প্রসিদ্ধ আমলকীর বিশুদ্ধ চাবন প্রাস এক সের চারি টাকা মাত্র।

কবিরাজ শ্রীগিরিজা নাথ ভট্টাচার্য্য,
বালমুকুন্দ চৌহট্টা, কাশী।

মহাত্মা সন্ন্যাসী প্রদত্ত।

১ শিশি মূল্য ১, "কালাগ্নি রুদ্র তৈল" ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

এই মহৌষধ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার কঠিন বাত রোগ ধাতুস্থ জ্বর ও দূষিত চর্ম্ম রোগ অতি সত্বর আরোগ্য হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২ সপ্তাহের মূল্য ১। "সর্ব্ব জ্বরান্তক পিযুষ"। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

অবধৌত মতে প্রস্তুত ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ব প্রকার পুরাতন জ্বরের এক মাত্র মহৌষধ অদ্যাবধি এমত শীঘ্র ফল দায়ক ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ পরীক্ষিত।

শ্রীকালীমোহন ঘটক,
কাশী অবধৌত ঔষধালয়, গণেশ মহল্লা, বেনারস সিটী।

দান প্রাপ্তি।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ বিগত ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাহায্যার্থ দান প্রেরণ করিয়াছেন।

সংরক্ষক সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস্ শ্রীমান্ মান্যবর মহারাজা ইন্দ্র মহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহ জী বাহাদুর জি সি এস আই ভারত মার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ২৫০১

প্রতিনিধি সহায়তা খাতে।

শ্রীমান্ মান্যবর রাজা স্যর জেনারেল অমর সিংহ জী বাহাদুর কে সি এস্ আই, জম্বু ২৫৲

সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

এ, এল্, এ, আর অরুণাচলম্ চেটিয়ার জী মহাশয় জমিদার দেব কোটা মান্দ্রাজ ৩০৲

মাঃ পণ্ডিত কানাইয়া লালজী ধর্ম্মোপদেশক—

শ্রীমান্ নন্দকিশোর প্রসাদজী মহাশয়, সভাপতি সনাতন ধর্ম্মবর্দ্ধিনী সভা, নন্দ ভবন, দীঘা ১২৲

শ্রীমান্ সেঠ রাধা কিশনজী মহাশয় রইস্, সাহজহান পুর ১৬৲

„ লৌন করণ দাস জানকীদাস জী মহাশয় দানাপুর ১২৲

„ গোপীলালজী মহাশয় দানাপুর ১২৲

শ্রীযুক্ত বনয়ারী লালজী সপ্ত মহাশয় পটনা ২১৲

„ সাহ রাধাকৃষ্ণজী মহাশয় রইস পাটনা ২১৲

„ শ্যামলালজী গোকুল চন্দজী পাটনা ২১৲

„ রায় হরিপ্রসাদ লালজী গয়া ২৪৲

„ মধুসূদন প্রসাদজী মহাশয় কার্য্য নিরীক্ষক সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা, গয়া ১২৲

„ চমারী সাহ মহাবীর প্রসাদজী মহাশয় গয়া ১২৲

বিশেষসহায়তা খাতে।

মাঃ পণ্ডিত কন্হৈয়া লাল ধর্ম্মোপদেশক—

শ্রীমান্ বাবু নন্দকিশোর প্রসাদজী সভাপতি স, ধ, বিবর্দ্ধিনী সভা, দীঘা ১০৲

„ নবাব সরফরাজ হোসেন খাঁ বাহাদুর ভাইস চেয়ারম্যান ডিঃ বোঃ পাটনা ২৫৲

„ শালিগ্রামজী মহাশয় পাটনা ৫৲

„ বৃজমোহন লালজী মহাশয় পাটনা ১১৲

„ নারায়ণ প্রসাদজী মহাশয় বকীল পাটনা ৭৲

„ রাম জী দাস জী মহাশয় পাটনা ১৲

„ সত্যনারায়ণ সিংহজী মহাশয় রূপস্ ১৲

সাধারণ মেম্বরী খাতে ৩৫২৲

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশী।

মাস অক্টোবর সন ১৯০৮।

জমা।

শ্রীরোকড় বাকি	৩১৯৶১৫
সংরক্ষক সহায়তা খাতে	২৫০৲
প্রতিনিধি সহায়তা খাতে	২৫৲
সহায়ক সহায়তা খাতে	১৯৭৲
সাধারণ মেম্বরী খাতে	৩৫২৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	৬০৲
বিজ্ঞাপন ছাপাই খাতে	১৮৲
মুৎফরিক্কা আমদানি খাতে	॥৶০
ফেরত ডাক টিকিট খাতে	১৸০
হিসাব তলব খাতে	৫২৩৶১০
মোট	১৪২৭॥/১০
একুন মোট	১৭৪৬৸৫

কৈফিয়ৎ

জমা	১৭৪৬৸৫
খরচ	১৬২৭৶০
বাকী	১১৯।৶৫

এক শত উনিশ টাকা সওয়া দশ আনা মাত্র।

বেনারস ব্যাঙ্কে	২৫৶৫
কার্য্যালয়ে	৯৪।৶০
	১১৯॥৶৫

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

খরচ-

ডাক টীকিট খরচ খাতে	১৮॥৶০
নিগমাগম চন্দ্রিকা খাতে	৩২৩।৶১০
ধর্ম্ম প্রচারক খাতে	১০৩৲০
মহামণ্ডল সমাচার খাতে	৮৶৫
বৃত্তি খাতে	২৫৩৸৫
শারদামণ্ডল খাতে	২৮৲
শ্রী দেব সেবা খাতে	৩২।৶০
ছাপাই বিভাগ খাতে	২০॥/০
শাখা সভা সহায়তা খাতে	৩৫৲
উপদেশক খাতে	১৫৲
শ্রীপঞ্জাব ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৩০৲
শ্রীব্রহ্মাবর্ত্ত ধর্ম্মমণ্ডল খাতে	৩০৲
সঞ্চার কার্য্যালয় খাতে	২৫৩॥/১০
মুৎফরিক্কা খরচ খাতে	১০৲০
হিসাব তলব খাতে	৪৬৫।৶১০
মোট খরচ	১৬২৭৶০

(স্বাঃ) শ্রীকাশী প্রসাদ ত্রিপাঠী
মুনীম।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলোপ্থিত পত্রিকা।
ধর্ম্মপ্রচারিকা জীয়াৎ স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা॥

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৯শ ভাগ।		সন ১৩১৫ সাল।
৫ম সংখ্যা।	মাঘ।	ইং ১৯০৯ খৃঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ।

বন্দে বিষ্ণুপতিং চরাচরপতিং লক্ষ্মীপতিং ভূপতিং,
সৃষ্ট্যাদ্যাদিপতিং জগৎপতিপতিং রাধাপতিং শ্রীপতিং।
ধর্ম্মার্থাদিপতিং ধরাধরপতিং গোপীপতিং গোপতিং,
গোলোকাদিপতিং রমাপতিপতিং সীতাপতিং স্বঃপতিং॥ ১॥
হে বিষ্ণো ব্রজবালপালক বিধো বৈকুণ্ঠ হে বামন,
হে বারাহ ভবাব্ধিতারণতরে ব্রহ্মন্ পরব্রহ্ম হে।
ব্রহ্মাব্যাসবরপ্রদ ব্রজবিধো বন্ধোভবপ্রাণ হে।
বেদোদ্ধারক বেদপালক হরে মাং ত্রাহি ভীতং ভয়াৎ॥ ২॥
হে গোপালক গোপিকারমণ হে গোবিন্দ গোপীপ্রিয়,
হে গোপীজনবল্লভ প্রিয়গুণাধার প্রভো গোপতে।
গোপীনাথ গুণাস্পদাত্রয়গুণ শ্রীগোপিকানন্দন,
হে গো গোকুলগোপতে গুণপতে গোপাল মাং পালয়॥ ৩॥
হে নারায়ণ হে নরকার্দ্দিন হে মুরমর্দ্দন হে কৃষ্ণ।
হে রাধাধব যাদব মাধব কেশব কারণ কেশিঘ্ন॥ ৪॥

হে বিশ্বম্ভর হে ভবসুন্দর হে করুণাকর কংসারে,
হে দৈত্যার্দ্দন হে মধুমর্দ্দন হে বকমর্দ্দন বংসারে ॥ ৫ ॥
দৈত্যারে দনুজান্তক দ্বিজবরাভীতি প্রদান্তান্তক,
দারিদ্র্যাশুভভঞ্জনাখিলগুরো হে দ্বারকানাথহে।
হে দামোদর দীনদুঃখহর হে সংসারদুঃখার্ণবা-
দুদ্ধারং কুরু হে দয়ার্ণব দয়াং দীনে কুরুষ্বাধমে ॥ ৬ ॥
কালিন্দীধব রুক্মিণীধব মহামায়াধব শ্রীধব,
হে কালেশ রমেশ হে রঘুপতে মায়াপতে মাপতে।
হে গোপেশ গুণোদধে গুণনিধে গঙ্গেশ বাণীশ হে,
বৈকুণ্ঠেশ ধরাপতে যদুপতে মাং পাহি পাপাপহ ॥ ৭ ॥
নন্দাত্মজায় হরয়ে পুরুষোত্তমায়,
রাধামুখাম্বুজমধূন্মদষট্‌পদায়।
বংশীধরায় সনকাদি শুকস্তুতায়,
কৃষ্ণায় হেমবসনায় নমঃ পরায় ॥ ৮ ॥
গোপীনাথাষ্টকং পুণ্যং ভক্তিদং মোক্ষদং শুভং।
স নিত্যং গোলোকং গচ্ছেৎ নিত্যং যঃ প্রপঠেৎ শুচিঃ ॥ ৯ ॥
শ্রীগোপীনাথনাথেন দীনহীনেন নির্ম্মিতং।
গোপীনাথাষ্টকং স্তোত্রং শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মণা ॥ ১০ ॥

প্রলয়।

(শ্রীদয়ানন্দজী বিরচিত)

পরিণাম প্রকৃতির ধর্ম্ম হওয়ায় তৎসমবেশ প্রকৃতাঙ্গভূত সমুদয় সৃষ্টিতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। স্পন্দনপরিণামে সৃষ্টি, তদনন্তর স্থিতি এবং অন্তিম পরিণতি দ্বারা লয়ও হইয়া থাকে। এই লয় ক্রিয়া ব্রহ্মাণ্ড এবং পিণ্ড উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। নিত্য, আত্যন্তিক, নৈমিত্তিক এবং প্রাকৃতিক এই চতুর্ব্বিধ লয়ের মধ্যে, প্রথম দ্বিবিধ লয় পিণ্ডকে এবং শেষ দ্বিবিধ লয় ব্রহ্মাণ্ডকে

আশ্রয় করিয়া থাকে। পরিবর্ত্তন-নিয়মানুসারে জাগতিক সমস্ত জীব শরীরেই যে নাশ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং যাহা প্রতিমুহূর্ত্তেই জগতে সংসাধিত হয়, তাহার নাম নিত্য লয়। নিবৃত্তি সেবী সাধকের যে বিদেহমুক্তি লাভ উহাই আত্যন্তিক লয় নামে খ্যাত। ইহা নিম্নলিখিত রূপে সাধিত হইয়া থাকে।

অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়ার কুহকে বাসনাবদ্ধ জীব সংসার চক্রে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করতঃ যখন কিছুতেই শান্তি লাভ ও সত্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে পারে না, তখনই তাহার হৃদয় ক্ষেত্রে নিবৃত্তি বীজের অঙ্কুর হইয়া থাকে। এ অবস্থায় সে স্বর্গাদি ভোগাশা তুচ্ছ করিয়া নিষ্কাম, নিঃশ্রেয়সপ্রদ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কারণ ব্রহ্মে ত্রিভাবের বিদ্যমানতা হেতু কার্য্য ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, মানবেও ত্রিভাব বর্ত্তমান থাকায় পূর্ণত্ব লাভ দ্বারা স্বরূপোপলব্ধির জন্য নিষ্কাম সাধকের ত্রিবিধ শুদ্ধিপ্রদ সাধনের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। স্বাধ্যায়াদি জ্ঞানপ্রদ সাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি, ঈশ্বর প্রণিধানাদি দ্বারা আধিদৈবিক উন্নতি এবং নিষ্কাম, কর্ম্মযোগ দ্বারা আধিভৌতিক উন্নতি পথের পথিক সাধক সাধনবিপাক-বশাৎ ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। নিষ্কাম অপবর্গদ সাধন দ্বারা নিবৃত্তিসেবী সাধক দুই প্রকার গতি লাভ করিয়া থাকে। নিবৃত্তিমার্গগামী কোন কোন সাধক সগুণ উপাসনার পরিপক্কাবস্থায় শ্রদ্ধামূলক ব্রহ্মোপাসনা ফলে উত্তরায়ণ গতি লাভ করতঃ তাঁর কর্ম্মের বেগ বশতঃ সপ্ত ঊর্দ্ধলোকের মধ্যে পঞ্চম লোকে নীত হন। তৎপরে বিদ্যুদধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুক্ল পক্ষ প্রভৃতি দেব লোকাদি অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, এবং তথায় তাঁহাদের শরীর ভস্মীভূত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। ইহা দেবযান গতি। কিন্তু জীবন্মুক্তের গতি অন্যরূপ হইয়া থাকে। ইহার নাম সহজ গতি। এই গতি পৃথিবীতেই সাধনবিপাকবশাৎ লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তত্ত্বদর্শিগণ সকল প্রকার সাধনেরই ক্রিয়া সিদ্ধাংশ মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ নামক চার যোগে বিভক্ত করিয়াছেন। সাধকের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং অধিকার অনুসারে পূর্ব্বোক্ত তিন যোগের কোন একটির উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। যথা মৃদু বৈরাগ্যবান সাধকের জন্য মন্ত্র যোগ, মধ্য বৈরাগ্যবান সাধকের জন্য হঠ যোগ এবং অধিকমাত্রায় বৈরাগ্যবান সাধকের জন্য লয় যোগ বিহিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কোন কোন মহর্ষি তিন যোগেরই মিশ্র উপদেশের বিধি দিয়া থাকেন। এই সমস্ত যোগ সাধন দ্বারা সবিকল্প সমাধি লাভ অথবা তত্ত্বভূমিতে উচ্চাধিকার লাভ

হয়, এবং তৎপরে পরাবৈরাগ্যবান সাধক রাজ যোগের অধিকারী হইয়া থাকে। এই চার প্রকার যোগের লক্ষণ ও পরিণাম নিম্নে ক্রমশঃ বিবৃত হইল।

কার্য্যব্রহ্ম নানারূপাত্মক হওয়ায় এই উভয়ের আশ্রয়েই যে সাধন অর্থাৎ নাম স্বরূপ বীজমন্ত্র এবং তত্ত্ব ভেদানুসারে ভগবানের রূপ কল্পনা করতঃ যে সাধন পদ্ধতি ঋষিগণ বিধান করিয়াছেন, উহারই নাম মন্ত্র যোগ। অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তের বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ নিরোধ করতঃ ভগবদ্রূপে মনকে একাগ্র করিয়া তদ্রূপ ধ্যান করিতে করিতে মন্ত্র ও ইষ্ট দেবতার অভেদ স্থাপিত হইয়া, যখন ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় ভাবের একত্ব প্রাপ্তি হয়, তখনই মহাভাব নামক মন্ত্র-যোগোক্ত সবিকল্প সমাধি লাভ হইয়া থাকে। স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ায় ষট্‌কর্ম্ম, আসন, প্রাণায়ামাদি স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় ক্রিয়া দ্বারা অন্তঃকরণের উপর আধিপত্য স্থাপন করতঃ সেই একাগ্র অন্তঃকরণ দ্বারা ভগবজ্জ্যোতির্ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে যে মনের লয় হয়, উহাই মহাবোধ সংজ্ঞ হঠ যোগোক্ত সবিকল্প সমাধি। সমষ্টি এবং ব্যষ্টিরূপে এই বিশ্বরূপী ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশরীররূপী পিণ্ড পরস্পর একত্ব সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ড শরীরে যে পুরুষ ভাব, প্রকৃতি শক্তি, ঋষি, দেবতা, পিতৃ, নক্ষত্র, গ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র আদি বর্ত্তমান আছে, সেই প্রকার এই পিণ্ডরূপী জীব শরীরেও সেই সকল শক্তি যথাধিকারানুসারে অবস্থিত।

ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডের সম্বন্ধ যথাবৎ অবধারণ পূর্ব্বক, সূক্ষ্মশক্তি সমূহের সহায়তায় আপনার অধিদৈব শক্তিকে আপনার অধীন করিতে করিতে বিন্দুধ্যান নিমগ্ন যোগী, সৃষ্টি কারণ স্বরূপিণী মূলাধার স্থিতা কুলকুণ্ডলিনীরূপা মহাশক্তিকে ষট্‌চক্রভেদ দ্বারা সহস্রারস্থিত পরম পুরুষে লয় করতঃ যে সমাধি লাভ করেন উহাই লয়যোগোক্ত মহালয় নামক সবিকল্প সমাধি। উপরোক্ত তিন প্রকার সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও কহা গিয়া থাকে। এ তিন অবস্থাতেই যদিও চিত্ত বৃত্তি নিরোধ হয় তথাপি সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকায় জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভাবের ও সূক্ষ্ম সত্ত্বা বিদ্যমান থাকে। রাজ যোগোক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বভাব স্বরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ক্রমোন্নত চার অবস্থা হইয়া থাকে যথা বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা। স্থূল সৃষ্টির উৎপত্তি এবং স্থিতি বিচার করিতে করিতে যখন তদ্ভিন্ন পরমাত্মার বিচার হয় অর্থাৎ যখন বুদ্ধি স্থূল

হইতে কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে সূক্ষ্ম আসে তখনই উহা বিতর্কানুগত অবস্থা। একারণ এই অবস্থায় বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই চার ভাবই বর্ত্তমান থাকে। বহির্বিষয় হইতে অস্তুর্হিত কেবল সূক্ষ্ম বিচার অবস্থাই বিচারানুগত বলিয়া উক্ত হয়। এ অবস্থায় বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এ তিন ভাবই থাকে। তৃতীয় অবস্থার নাম আনন্দ নুগত অবস্থা। এই অবস্থায় কেবল এক বিচার রহিত আনন্দানুভব হইয়া থাকে। এবং ইহাতে কেবল আনন্দ ও অস্মিতা এই দুই থাকে। অস্মিতা নামক চতুর্থ অবস্থায় "আমিই ব্রহ্ম" এই রূপ ভাব হইয়া থাকে এবং আপনার স্থিতির জ্ঞান ব্যতীত আর কোন ভাব অবশিষ্ট থাকে না। সবিকল্প সমাধি প্রাপ্ত যোগীর নির্বীজ সমাধিপদারূঢ় হইবার পূর্ব্বে— এই দশায় "ভবপ্রত্যয়" নামক এক সাধন বিঘ্ন লাভের সম্ভাবনা থাকে। কখন কখন এরূপ হয় যে যোগীর বিষয় বৈরাগ্যযুক্ত, নির্ম্মল অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে লয় হইয়া তৎ প্রকৃতি দ্বারা কৈবল্য সুখের ন্যায় এক প্রকার আভাসচৈতন্য সুখ অনুভব করিতে থাকে। এইরূপে আভাসচৈতন্যকেই প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ত্রিপুটি নাশের অভাব হেতু অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম প্রকৃতি-রাজ্যেই অবস্থিত থাকায়, পুনঃ পতনের সম্ভব না থাকে। এই সমাধি বিঘ্ন নিরা-করণের জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন "শ্রদ্ধাবীর্য্য স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞা পূর্ব্বকইতরেষাম্।" অর্থাৎ যোগীর যদি ইষ্ট পদার্থে পদার্থে শ্রদ্ধা, তজ্জন্য উৎ-সাহ, উৎসাহযুক্ত সাধন দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান রূপ আনন্দের স্মৃতি, স্মৃতিস্থিরতায় অন্তঃকরণের সমাধি ভাবাপন্ন আনন্দময় অবস্থা এবং এই চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা লব্ধ পূর্ণজ্ঞান প্রকাশক প্রজ্ঞা লাভ হইয়া যায় তাহা হইলে আর ভব প্রত্যয় রূপ বিঘ্ন প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। এই রূপে স্থির লক্ষ্য রাজযোগী অবশেষে জ্ঞান-জ্ঞাতাজ্ঞেয় ভেদ ভাবশূন্য পূর্ণানন্দপ্রদ নির্ব্বিকল্প সমাধি পদারূঢ় হইয়া সর্ব্ব-ব্যাপক স্বরূপ লক্ষণ বেদ্য নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় যে জগৎ ভ্রম এতদিন বিদ্যমান ছিল, তাহা অপগত হওয়ায় তিনি সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মময় অবলোকন করেন। সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তির ন্যায় ব্রহ্মেই অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। অহঙ্কারই সর্ব্ব-ব্যাপী ব্রহ্মে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব কেন্দ্র স্থাপনের কারণ। অতএব এ অবস্থায় অহ-ঙ্কারপূর্ণরূপে নাশ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। অবিদ্যোপহিত চৈতন্য আপনাকে অন্তঃকরণবৎ মনে করায় চিদাকাশস্থিত সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ সংস্কার জীবকে জনম মরণ রূপী চক্রেঘূর্ণিত করিতেছিল; কিন্তু এখন

তাহা দূরীভূত হওয়ায় পূর্ণজ্ঞানী, ইচ্ছানিচ্ছার অতীত অবস্থাপন্ন, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ অহঙ্কার্ নাশ হেতু আর নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করেন না। এই হেতু তাঁহার সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সমস্ত সংস্কার মহাকাশে থাকিয়া যায় এবং কেবলমাত্র যে প্রারব্ধ সংস্কার তাঁহার শেষ জন্ম উৎপন্ন করিয়াছিল সেই সংস্কার বশে যতদিন শরীর থাকে, ততদিন তিনি কুলালচক্রবৎ শেষ সংস্কার জনিত কর্ম্ম সমূহের অনু-ষ্ঠান করেন। এ অবস্থায় তিনি সব করিয়াও কিছুই করেন না, কারণ প্রকৃতি প্রবাহের সম্পূর্ণ অনুকূল হওয়ায় তাঁহাকে আর পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হয় না। এই জীবন্মুক্তি অথবা স্বদেহলয়াবস্থা প্রকৃতি ও কেন্দ্র ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। যথা ব্রহ্ম কোটির জীবন্মুক্তি এবং ঈশকোটির জীবন্মুক্তি। যে সকল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর নিস্তব্ধ, জড় হইয়া জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহারাই ব্রহ্ম কোটির জীবন্মুক্ত। আর প্রারব্ধ সংস্কার জনিত প্রকৃতি বৈলক্ষণ্য এবং কেন্দ্রের বিশিষ্টত্ব হেতু যে সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ বিরাট কেন্দ্র দ্বারা চালিত হইয়া পরার্থপর জগৎ কল্যাণে নিরত থাকেন তাঁহারা ঈশকোটির জীবন্মুক্ত। এতাদৃশ কেন্দ্রে ঐশী শক্তির বিকাশ হইয়া জাগতিক উন্নতি সাধিত হয়। এইরূপ ঈশকোটির জীবন্মুক্ত প্রাচীন মহর্ষিদিগের দ্বারাই জগতে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের প্রারব্ধজনিত কর্ম্ম যদি তৎকালীন ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির অনুকূল হয়, তবে ফলও তত্তৎ কালেই প্রদান করিয়া থাকে, নতুবা সংস্কাররূপে মহাকাশে থাকিয়া যায় এবং সময়ে কালকে অথবা অন্য জীবন্মুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অনুকূল দেশ কাল পাত্রে ফল প্রদান করে। এইরূপে জগৎভূষণ স্বরূপ মহাপুরুষ পরার্থে জীবন বিতরণ করিয়া ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে বিদেহলয় বা মুক্তি লাভ করেন। চিজ্জড়গ্রন্থির প্রারম্ভ হইতে লক্ষ লক্ষ যোনি পর্য্যন্ত যে জনন মরণ প্রবাহ চলিতেছিল, এখানে তাহার নিবৃত্তি হয়। তাঁহার প্রকৃতি মূল প্রকৃতিতে এবং চিদংশ মহাচিতে লয় হইয়া যায়।

সত্ত্বগুণের পূর্ণতায় যেরূপ পিণ্ডের লয় হইয়া থাকে, তমোগুণের পূর্ণতায় সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও দ্বিবিধ প্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। সমষ্টি ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড একত্ব সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ায় প্রারব্ধ সংস্কার দ্বারা গঠিত স্থূল শরীর সংস্কার ভোগাবসানে যেরূপ নষ্ট হয়, এবং সূক্ষ্ম শরীর অন্য দেহ আশ্রয় করে, সেইরূপ অসংখ্য সংস্কার দ্বারা বিসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড তৎসমূহের ভোগাবসানে নষ্ট হইয়া, সূক্ষ্মরূপে স্বকারণে লীন হইয়া যায় এবং কালান্তরে দ্বিতীয় স্থূলরূপ ধারণ করে। লয় ক্রিয়া, সৃষ্টি ক্রিয়ার বিপরীত হইয়া থাকে অর্থাৎ অনুলোম

হইতে সৃষ্টি এবং বিলোম হইতে লয় হইয়া থাকে। সৃষ্টির সময় ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়া তৎ সমুদায়ের পরস্পর মিলনে স্থূল বিশ্ব বিস্তার হয়। কিন্তু লয়ের সময় জগতের ভাবান্তর হইয়া পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে বায়ু আকাশে, আকাশ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা যেরূপ মানব জীবনের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আর্য্যশাস্ত্রে ব্রহ্মাণ্ড জীবনেরও সংখ্যা নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। মনুষ্যগণের একবৎসরে দৈব অহোরাত্র হয়। দৈব দ্বাদশ সহস্র বৎসরে অর্থাৎ মনুষ্যমানে ৪৩,২০,০০০ বর্ষে চারি যুগ হয়। উহার মধ্যে সত যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বর্ষ, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বর্ষ, দ্বাপরের ৮,৬৪,০০০ বর্ষ এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বর্ষকাল হইয়া থাকে। এই সকল যুগ পরিমাণ, কাল ও তদাশ্রিত ধর্ম্ম প্রবাহের বিশেষ বিশেষ ভাগে উৎপন্ন জীবগণের সমষ্টি প্রারব্ধ অনুসারেই হইয়া থাকে। সৃষ্টিক্রম পরিণাম অনুসারে সত্ত্বপ্রধান যুগকে সত্যযুগ রজঃসত্ত্ব প্রধান যুগকে ত্রেতাযুগ, রজস্তমঃ প্রধান যুগকে দ্বাপরযুগ এবং তমঃ প্রধান যুগকে কলিযুগ বলা হইয়া থাকে। এবং এই ক্রমানুসারেই ধর্ম্ম সত্ত্ব প্রধান বলিয়া এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় যে, সত্যযুগে ধর্ম্ম চার পাদ, ত্রেতায় তিন পাদ, দ্বাপরে দুইপাদ এবং কলিতে এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। পরন্তু ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ক্রমশঃ ধর্ম্মের লোপ হইয়া যায়। যেরূপ স্রোতস্বিনী নদীর প্রবাহ সকল স্থানে সমান ভাবে থাকিলেও নদী গর্ভের উচ্চতা নিম্নতা অনুসারে সকল স্থানের গভীরতা সমান থাকে না, সেইরূপ 'ধর্ম্মত্ব'রূপে ধর্ম্ম সকল যুগে সমান ভাবে থাকিলেও নিকৃষ্ট কালোৎপন্ন জীবের অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের ন্যূনতা হেতু উহাদের চিত্তে ধর্ম্মের গভীরতার হ্রাস হইয়া থাকে। পরন্তু স্বতঃ পূর্ণ নিত্য ধর্ম্ম সকল যুগে সমান ভাবেই রহিয়াছে জীবের কর্ম্ম সমষ্টি দ্বারাই যুগধর্ম্ম এবং কাল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে যুগে যেরূপ প্রারব্ধ সম্পন্ন জীবের উৎপত্তি হয়, সেই যুগে সেই প্রকার জীবেরই ভোগোপযোগী সংস্কার কালকে আশ্রয় করিয়া শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই হেতু ইহা নিশ্চয় যে, যেরূপ এক গ্রহদশা ভোগের সময় অন্য গ্রহের অন্তর্দশা হইতে পারে, সেইরূপ একযুগে অন্য যুগের অন্তর্দশাও হইতে পারে।

প্রকৃতি প্রবাহের অনুকূল চেষ্টা ধর্ম্ম এবং তদ্বিরুদ্ধ গতি অধর্ম্ম পদবাচ্য হওয়ায়, অবিদ্যা গ্রসিত, স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন মানবের গতি সাধারণতঃ অধর্ম্মের দিকেই হইয়া থাকে। এবং এই হেতু সত্যযুগে যদিও মানবহৃদয়ে ধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি ক্রমশঃ অন্যান্য যুগে সে গাম্ভীর্য্য লুপ্ত হইয়া, মানবগতি তমঃ প্রধান অধর্ম্মের দিকে হওয়াই স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্যই সত্ত্বপ্রধান সত্যযুগ প্রথমে এবং তমঃ প্রধান কলিযুগ শেষে হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতি সদা পরিণামিনী হওয়ায় ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, তমোগুণের যেখানে পূর্ণাবস্থা, সেখানে রজঃ ও সত্ত্বগুণের বিকাশও প্রারম্ভ হইবে। যেমন সমুদ্র তরঙ্গ যেরূপ বেগে আসিয়া তীরে

আঘাত করে, সেইরূপ বেগেই পুনরায় সমুদ্রের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ জীব তমঃ প্রবাহ যত প্রবল ভাবে আসিয়া কাল সমুদ্রের তীরে আঘাত করে, ততই উহা পুনরায় সত্ব ভাব ধারণ করতঃ নব যুগের আবির্ভাব করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই যখন কলিযুগে ঘোর তমোগুণের পরাকাষ্ঠা হয়, তখনই পুনরায় সত্ব প্রধান সত্যযুগ আবির্ভূত হইয়া থাকে। পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির পরিণাম ক্রমানুসারে চতুর্যুগ এইরূপে সহস্র বার অতীত হইলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এক দিন হয়, এইরূপ চতুর্যুগ সহস্রে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া থাকে। এই এক এক ব্রাহ্ম অহোরাত্র বা এক এক কল্পে এক এক ব্রাহ্ম প্রলয় হইয়া থাকে। ইহাই শাস্ত্রে নৈমিত্তিক প্রলয় নামে উক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা দিবা ভাগে সৃষ্টি করিয়া রাত্রিতে নিদ্রিত হন। ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃ করণের চালক শক্তি নিদ্রিত হওয়াতে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায়। এবং সৃষ্টিতে জলপ্লাবন, বাত্যাদি আধিদৈবিক বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। পুনরায় দিবা ভাগে জাগরিত হইয়া ব্রহ্মা যখন দেখেন যে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় সৃষ্টি করেন। যথা গীতায়—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥

অর্থাৎ কারণরূপ অব্যক্ত হইতেই এই চরাচর প্রাণিগণে ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির উপক্রমে পুনরায় সেই অব্যক্তেই প্রলীন হইয়া থাকে। এইরূপ ৩৬৫ অহোরাত্রে এক ব্রাহ্ম সংবৎসর এবং একশত সংবৎসরে এক ব্রাহ্ম শতাব্দি হইয়া থাকে। শতবর্ষ আয়ু অতীত হইলে ব্রহ্মার লয় হইয়া যায় এবং ঐ সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রলয় অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। এই মহাপ্রলয়ও পুরাণাদি শাস্ত্রে অতি ভীষণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ সময় সমস্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে স্বকারণে লীন হইয়া যায়। ব্রহ্মা ব্রহ্মে, দেবতা ঋষি পিতৃগণ ব্রহ্মে, ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি মূল প্রকৃতিতে এবং সংস্কারসমূহ সূক্ষ্মরূপে মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়। শান্তা প্রকৃতি চঞ্চলা হইয়া সৃষ্টি লীলা বৈভব বিস্তার করিয়াছিলেন, আবার শান্ত হইয়া শান্তিময় ব্রহ্মে মিশিয়া যান। সচ্চিদানন্দ সাগরে প্রথমেও শান্তি, শেষেও শান্তি।

পঞ্চভূতাত্ম ভূতায় ভূতাদি নিধনায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ॥
সংভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি কৃত্বা চৈকার্ণবং জগৎ।
বালঃ স্বপিতি যশ্চৈকস্তস্মৈ মায়াত্মনে নমঃ॥
যস্মাৎ সর্ব্বাঃ প্রসূয়ন্তে সর্গ প্রলয় বিক্রিয়াঃ।
যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়ন্তেঃ তস্মৈ হেত্বাত্মনে নমঃ॥

নিগমাগম স্বরূপ।

প্রথম অধ্যায়।

বেদ।

অনাদি এবং অপৌরুষেয় বেদ সনাতন ধর্ম্মের মূল স্বরূপ। বেদ শব্দের ভাবার্থ জ্ঞান। বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন বেদ শব্দ জ্ঞান বাচক। জ্ঞান, নিত্য বস্তু; এ কারণ প্রলয় কালেও বেদ ওঙ্কারাশ্রয়ে নিত্য স্থিত থাকে (১)। বেদ মনুষ্য প্রণীত নহে, এ জন্য উহা অপৌরুষেয়। বেদে যে দেবতা, ঋষি এবং ছন্দ সমূহের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে শ্রুতি সমূহ দ্বারা যে সকল ভগবচ্ছক্তি উপাসিত হয়, ঐ সমস্ত শক্তিই উক্ত শ্রুতি সমূহের পৃথক পৃথক রূপে দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন এবং যে সমস্ত ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের সমাধিযুক্ত অন্তঃকরণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রুতির প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল অর্থাৎ যে যে আচার্য্যগণ দ্বারা ঐ সকল মন্ত্র প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারাই ঐ সমস্ত মন্ত্রের ঋষি বলিয়া উক্ত হন। এবং যে যে ছন্দ দ্বারা ঐ সমস্ত শ্রুতি কথিত হয়, উহারাই ঐ সমস্ত বেদ মন্ত্রের ছন্দ স্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। উল্লিখিত নিয়মানুসারেই বেদে প্রত্যেক মন্ত্রের সহিত ঋষি, দেবতা এবং ছন্দ কথনের বিধি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিধির প্রয়োজন এই যে, ছন্দ জ্ঞান দ্বারা মন্ত্র সমূহের আধিভৌতিক শক্তির জ্ঞান হইয়া থাকে। কারণ প্রত্যেক বৈদিক ছন্দই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তি বিশিষ্ট এবং ঐরূপ ছন্দানুসারে পৃথক পৃথক কার্য্য করিবার ব্যবস্থা বেদের ব্রাহ্মণভাগে বিস্তৃত পাওয়া যায়। দেবতা জ্ঞান দ্বারা উক্ত মন্ত্র সমূহের অধিদৈব শক্তির জ্ঞান এবং ঋষি জ্ঞান দ্বারা উক্ত মন্ত্রসমূহের অধ্যাত্মিক শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে।

সাধারণ সংস্কৃত ভাষার সহিত তুলনায় বেদভাষার অপূর্ব্বত্ব এবং বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এই বিচার দ্বারাই বৈদিক ভাষার অসামান্যত্ব ও ভাবের গুরুত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে। আর্য্যজাতিগত বিচারানুসারে সৃষ্টির আদিকাল হইতেই বেদসম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে (২)। এবং অধুনাতন বিচারশীল পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও একমত

(১) "অনাদিনিধনানিত্যাবাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥" ভগবান্ বেদব্যাসঃ।
"নৈব বেদাঃ প্রলীয়ন্তে মহা প্রলয়েঽপি" ইতি মেধাতিথিঃ।
"প্রলয়কালেঽপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিতঃ" ইতি কুল্লুকভট্ট।

(২) "যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥" ইতি স্মৃতিঃ

হইয়া স্বীকার করেন যে, সমস্ত পৃথিবী মধ্যে বেদাপেক্ষা প্রাচীন কোন গ্রন্থই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ফলতঃ অভ্রান্ত বৈদিক বিজ্ঞানের অনাদিত্ব এবং বৈদিক ভাষার প্রাচীনতমত্ব বিষয়ে জগতের সমস্ত বিদ্বান্ এবং ধীমান্ গণই এক বাক্য হইয়া থাকেন।

বেদে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উভয়েরই মহান্ বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মহামায়ার অনন্ত শক্তির লীলাক্ষেত্র স্বরূপ, অনন্তাকাশস্থিত অনন্ত গ্রহনক্ষত্রাদি লোক সুশোভিত এই সংসার যেরূপ অনন্ত, বেদ স্বরূপও সেই রূপই অনন্ত (১)। কেবল জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারাই জগতের অনন্ত সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জ্ঞান বিস্তার দ্বারা বিস্তৃত এই স্থূলজগতই অনন্ত; পুনঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধ যুক্ত অধ্যাত্মরাজ্য এই বহির্জগৎ অপেক্ষা আরও বিস্তৃত হওয়া সম্ভব। অতএব জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উভয়বিধ বর্ণনেরই আধার স্বরূপ এই বেদ রূপী শব্দব্রহ্ম কিরূপ অনন্তবিগ্রহধারী হইতে পারে, তাহা বিচারশীল পুরুষ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

বেদ অনন্ত হইলেও বর্ত্তমান কল্পে আবির্ভূত বেদের সংখ্যা পাওয়া গিয়া থাকে। যথাঃ— ঋগ্বেদের একবিংশতি শাখা, যজুর্বেদের নবোত্তর শত শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা এবং অথর্ব্ব বেদস্থ পঞ্চাশৎ শাখা (২)। কিন্তু ঘোর শোকের বিষয় এই যে বর্ত্তমান ক - প্রকাশিত বেদ একহাজার একশত অশীতি শাখা বিশিষ্ট হইলেও ভারতীয় বিবিধ বিপ্লব এবং ভারত বাসীর বর্ত্তমান অজ্ঞানতার ফলে আজকাল কেবল কেবলমাত্র পাঁচ সাতটি শাখাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সৃষ্টির এই কল্পে অপৌরুষেয় বেদের যতগুলি শাখা বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্রভাগ, ব্রাহ্মণভাগ এবং উপনিষদ্ ভাগ ও বেদাঙ্গ সূত্র এবং প্রতিশাখা ভেদসমূহের উপর বিচার করিলে এতৎকল্প প্রকাশিত মহান্ বেদ বিস্তার সম্যগ্রূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

সর্ব্বজীব হিতকারী বেদ, জ্ঞান সম্বন্ধীয় অনন্ত বিষয় পূর্ণ হইলেও, উহাতে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গূঢ় রহস্যসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকন্তু বেদভাষা অতিশয় সারগর্ভ, সংক্ষিপ্ত, গম্ভীর এবং বৈজ্ঞানিক ভাবযুক্ত হওয়াতে সাধারণ বুদ্ধির গোচর নহে। এই হেতু আধুনিক অল্পদর্শী বিদ্বানগণ বিবিধ বেদার্থ বোধ বিষয়ে বিচলিত বুদ্ধি হওয়ায় মতভেদ, নানা সন্দেহ এবং প্রমাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। পরন্তু যথার্থ পক্ষে শব্দব্রহ্মরূপী বেদ ব্রহ্মেরই মূর্ত্তিমান স্বরূপ। যেরূপ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ত্রিগুণ ভিন্নতানুসারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপী ত্রিদেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া থাকেন, সেই রূপই

(১) "অনন্তা বৈ বেদা" ইতি শ্রুতিঃ।

(২) ঋগ্বেদস্য তু শাখাঃ স্যুরেকবিংশতি সংখ্যকাঃ।
নবাধিকশতং শাখা যজুষো মারুতাত্মজ॥
সহস্র সংখ্যয়া জাতাঃ শাখাঃ সাম্নঃ পরন্তপ।
অথর্ব্বস্য তু শাখাঃ স্যুঃ পঞ্চাশদ্ভেদতো হরেঃ॥" ইতি শ্রুতিঃ।

অপৌরুষেয় বেদ, কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান প্রকাশার্থ ব্রাহ্মণ, সংহিতা এবং উপনিষদ্ রূপী ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করত সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনে নিরত হইয়া আছেন।

বেদ তিন ভাগে বিভক্ত। যথাঃ—মন্ত্র-ভাগ, ব্রাহ্মণ-ভাগ এবং আরণ্যক ভাগ। আরণ্যক ভাগকেই উপনিষদ বলা হইয়া থাকে। যেরূপ সমস্ত শরীর মধ্যে মস্তকই উত্তমাঙ্গ, সেইরূপ বেদের মধ্যে উপনিষদই উত্তমাঙ্গ স্বীকৃত হইয়াছে। উপনিষদ, নিবৃত্তিমার্গগামী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসাশ্রমধারিগণের নিমিত্ত সংগৃহীত। প্রাচীন কালে অনেক তপোবন ছিল এবং বানপ্রস্থআশ্রমধারিগণ ঐ সকল তপোবনে বাস করিতেন এবং সন্ন্যাসিগণও ঐ সকল স্থানে বিচরণ করিতেন। এজন্য উপনিষদ, 'আরণ্যক' এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। পরম পবিত্র উপনিষদ সমূহ মুক্তিপদ প্রাপ্তির পক্ষে প্রধান অবলম্বন। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ, উপাসনা এবং কর্ম্মকাণ্ডের নিমিত্ত অবলম্বনীয়। যদাপি সব বেদ একই, তথাপি কর্ম্মাধিকার ভেদানুসারে ইহা এরূপ ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদের এই চার নামও তত্তৎ নামোক্ত চার প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রুতি বিভাগানুসারে বিহিত হইয়াছে। বাস্তবতঃ এই তিন বিভাগ এবং চার নাম যুক্ত বেদ একই। ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্ব শ্রেণীর অনুসারে বেদের যত গুলি শাখা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের প্রত্যেক শাখারই পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রভাগ, ব্রাহ্মণভাগ এবং আরণ্যকভাগ ছিল। পরন্তু বর্ত্তমান কল্পে বেদের যত অংশ প্রকটিত হইয়াছিল তাহার সহস্রাংশও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নানা বিপ্লব এবং দুর্ঘটনার নিমিত্ত বেদের প্রধান অংশ সমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও যে সমস্ত অংশ গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও আর্য্য জাতির এই বিপত্তি কালে বিশেষ কল্যাণপ্রদ ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রুতিসমূহের অসাধারণ এবং অলৌকিক মহত্ব এই যে, যেরূপ শ্রীভগবানের ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং বিরাট্ নামক ভাবত্রয়, স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বেদ্য, (১) সেই প্রকার কার্য্য ব্রহ্ম রূপ এই সংসার এবং ইহার প্রত্যেক অঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডের প্রত্যেক বিভাগই তিন ভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ ব্রহ্মে যখন অধ্যাত্মাধিদৈবাধিভূতরূপ ত্রিভাব বর্ত্তমান, তখন কার্য্যব্রহ্মেরও প্রত্যেক

(১) স্বরূপতটস্থ বেদ্যং সচ্চিদানন্দমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তৎ ত্রিভাববৎ।
তস্মাদোং তৎসদিতি নির্দ্দেশঃ। ব্রহ্মণোঽধিদৈবাধিভূতরূপং তটস্থ বেদ্যম্।
স্বরূপেন তদধ্যাত্মরূপমিতি ভক্তি দর্শনে।

অঙ্গে অবশ্যই তিন ভাব থাকিবে। এই অভ্রান্ত ভগবন্নিয়মানুসারেই জীবের ত্রিবিধ শুদ্ধি বিধানার্থ সম্পূর্ণ বেদ কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান নামক তিন কাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। এবং প্রত্যেক শ্রুতিও স্বতন্ত্র রূপে মানবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক শুদ্ধি করণার্থ ত্রিভাবমূলক শক্তি ধারণ করিয়া থাকে। (১) পরন্তু কঠিনতা এই যে, যেরূপ ব্রহ্মের সত্তা সর্ব্বব্যাপক হইলেও যোগযুক্ত বুদ্ধি ভিন্ন চেতন সত্তার উপলব্ধি বিষয়ে সক্ষম হয় না, সেই রূপ শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের অন্তঃকরণ সাধনাধি দ্বারা নির্ম্মল না হইলে, প্রত্যেক শ্রুতির এই ত্রিবিধ অর্থ হৃদ্‌গত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গে ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ বেদার্থাববোধ শক্তি প্রাপ্ত করিতে হইবে। ষড়ঙ্গের মধ্যে কোন অঙ্গের জ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতা থাকিলে বেদার্থ বোধ বিষয় শক্তির অপূর্ণত্ব থাকিয়া যাইবে। এই সমস্ত অঙ্গসম্বন্ধীয় জ্ঞানপ্রাপ্ত্যনন্তর বৈদিক সপ্তদর্শনের বিশেষ জ্ঞান লাভ করা চাই। অন্যদেশীয় দর্শনের ন্যায় বৈদিক সপ্তদর্শন কাল্পনিক ভূমির উপর স্থাপিত নহে। ইহারা সপ্ত জ্ঞান ভূমি প্রাপনার্থ সপ্ত অধিকার অনুসারে যথাক্রম বিহিত হইয়াছে। এইরূপে ষড়ঙ্গ এবং সপ্তদর্শন রহস্য যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কর্ম্ম, উপাসনা এবং যোগাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইলে পর, তবে পূর্ণ জ্ঞানের আধার বেদের স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। অন্যথা অনন্ত, অপার, অতল স্পর্শ বেদ বারিধি উত্তীর্ণ হওয়া ত দূরে থাকুক, তদ্গর্ভে প্রবেশ লাভই সুদূর পরাহত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষড়ঙ্গ।

বেদার্থ অতি দুর্জ্ঞেয়। যেরূপ সমাধিস্থ পুরুষই ব্র হ্মরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সেইরূপ সমাধি শুদ্ধচিত্ত দ্বারাই শব্দ ব্রহ্মরূপী

---

(১) "ত্রয়োঽর্থাঃ সর্ব্ব বেদেষু—" ইতি মধ্ব ঋগ্‌ভাষ্যে।

যথা দুগ্ধঞ্চ তক্রঞ্চ শর্করাভিঃ সুমিশ্রিতম্।
কল্পিতং দেবভোগায় পরমান্নং সুধোপমম্॥
তথা ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ শ্রুতিভেদঃ সুধাত্মকঃ।
দদাতে ব্রাহ্মণানাং নিত্যং ব্রহ্মানন্দং পরাৎপরম্॥ ইতি বিজ্ঞানভাষ্যে।

বেদের যথার্থ অর্থ অনুভূত হইতে পারে। পরন্তু যোগের এই উচ্চপদবীপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ অতি বিরল। (১) বেদবাক্যই যখন জ্ঞান এবং বিজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য একমাত্র লৌকিক উপায়, তখন লৌকিক রূপেই বেদ বুঝিবার যুক্তি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে হিতকারী হইতে পারে। পরন্তু যেহেতু বেদ অলৌকিক জ্ঞান ভাণ্ডারের আধার স্বরূপ, এ কারণ লৌকিক পুরুষার্থ দ্বারা অলৌকিক বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত বুদ্ধি লাভ করিতে হইলে কিছু অসাধারণ যত্নের আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ যেরূপ সাধারণ ব্যাকরণ এবং কাব্য কোষাদির জ্ঞান দ্বারা পণ্ডিতগণ অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন, কেবল এইরূপ সাধারণ যোগ্যতা দ্বারা বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্তি হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। ষড়ঙ্গের পূর্ণ জ্ঞান ব্যতীত জিজ্ঞাসুগণ কখনই বেদার্থাববোধ শক্তি লাভ করিতে পারেন না। যে প্রকার কোন ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে হইলে উহার আকৃতি, চেষ্টা, গুণ এবং চরিত্র আদি প্রথমেই জানা আবশ্যক অন্যথা পরীক্ষা ঠিক হইতে পারে না, সেইরূপ বেদ পাঠ দ্বারা বৈদিক তাৎপর্য্যের অবগতির নিমিত্ত যোগ্যবুদ্ধির সম্পাদন শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ নামক ষড়ঙ্গের পূর্ণ অভ্যাস দ্বারাই হইয়া থাকে। এই বেদরূপী মহৎপুরুষের ছন্দ শাস্ত্র চরণ স্বরূপ, কল্পশাস্ত্র অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় গ্রন্থ সমূহ ইঁহার হস্ত স্বরূপ, জ্যোতিঃশাস্ত্র ইঁহার চক্ষু স্বরূপ, নিরুক্ত শাস্ত্র ইঁহার কর্ণ, শিক্ষাশাস্ত্র নাসিকা এবং ব্যাকরণ ইঁহার মুখ স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে (২)।

শিক্ষা শাস্ত্রে বেদপাঠ রীতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিকজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত পাঠই প্রথম স্থানীয় এ কারণ শিক্ষা শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রথম আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে। শব্দের সহিত শাব্দিক ভাবের এবং বাচকের সহিত বাক্যের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ-সমস্ত দর্শনশাস্ত্র সিদ্ধ। পরন্তু পূর্ণরূপে উচ্চারণ দ্বারাই শব্দের শক্তি পূর্ণরূপে প্রকটিত হইতে পারে। ফলতঃ অলৌকিক শক্তি পূর্ণ বেদবাক্য সমূহ স্ব স্ব বৈজ্ঞানিক শক্তিযুক্ত যথাবৎ ধ্বনির সহিত উচ্চারিত হইলেই

(১) মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ইতি গীতোপনিষৎ

(২) ছন্দঃ পাদৌতু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্॥ ইতি পাণিনী।

তবে পূর্ণফল প্রদান করিতে পারে। বেদ শব্দময় ব্রহ্ম। এবং শব্দবিজ্ঞানের যথাযৎ ক্রমানুসারে বেদ পাঠ এবং গান করিবার পদ্ধতি শিক্ষা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শব্দ, বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক ভেদে দ্বিধা বিভক্ত। একারণ বেদপঠনের কেবল হ্রস্বাদিভেদভিন্ন বর্ণাত্মক শিক্ষা অংশ সাধারণ শিক্ষাশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এবং ষড়্জাদি ভেদভিন্ন ধ্বন্যাত্মক প্রকরণ গান্ধর্ব্ব উপবেদ প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। এই হ্রস্বাদি বর্ণাত্মক এবং ষড়্জাদি গীতোপযোগী ধ্বন্যাত্মক বিভাগই শব্দব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশক। স্বরেরই এইরূপ হ্রস্বাদি তিন সাধারণ এবং ষড়্জাদি অসাধারণ ভেদ হইয়া থাকে। সাধারণ এবং অসাধারণ ভেদহেতু উহাদের দ্বারা সাধারণ এবং অসাধারণ শক্তিরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। মন্ত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধ হেতু সামবেদ মহিমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপগীত হইয়া থাকে।

সাধারণ বৈদিক শিক্ষায় কেবল হ্রস্বাদি তিন স্বরের ভেদ, পঠন পদ্ধতি এবং হস্তচালনাদি সং: ক্রিয়া কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। এবং সামবেদ সম্বন্ধীয় সঙ্গীতশিক্ষায় উক্তত্রিবিধ স্বর হইতে আরও সপ্তস্বরোৎপত্তি প্রদর্শনকরতঃ উহাদেরই সহায়তায় মূর্চ্ছনাদি অসাধারণ সূক্ষ্মশক্তির উদ্ভাবন দ্বারা শব্দবিজ্ঞানের অলৌকিকতা আরও বিশেষ রূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজকাল যেরূপ সঙ্গীত শাস্ত্র কেবল লৌকিক আনন্দ সম্বন্ধীয় শিল্প মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে; পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ দ্বারা আবিষ্কৃত গান্ধর্ব্ব উপবেদ এরূপ সাধারণ শাস্ত্র নহে। আর্য্যজাতির সঙ্গীত বিদ্যা এক উচ্চ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র এবং এই অলৌকিক বিদ্যার সহায়তাতেই বেদমন্ত্র সমূহ হইতে অলৌকিক শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ নারদাদি মহর্ষিগণ রচিত শিক্ষা গ্রন্থ পাঠ দ্বারা সম্যগ্রূপে বিদিত হইতে পারে যে কি রূপে হ্রস্বাদি তিন স্বরের বিস্তার দ্বারা সপ্তস্বর, একবিংশতি মূর্চ্ছনা এবং দ্বাবিংশতি শ্রুতি ও তদনন্তর ইহাদের বিস্তার দ্বারা অনেক রাগ রাগিনীর সৃষ্টি হইয়াছে (১) এবং এই সমস্ত সুরবিভাগ দ্বারা মনুষ্যের অন্তঃকরণের উপর কি রূপ প্রভাব পড়া সম্ভব।

(১) শ্রুতিভ্যস্তু স্বরাষড়্জর্ষভ গান্ধার মধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চাথ নিষাদ ইতি সপ্ত তে॥
তেষাং সংজ্ঞাঃ সরিগমপধনীত্যপরা মতাঃ।
দীপ্তায়তা চ করুণা মৃদুর্মধ্যেতি জাতয়ঃ।
শ্রুতীনাং পঞ্চ তাসাঞ্চ স্বরেষ্বেবং ব্যবস্থিতা।
তে মন্দ্র মধ্যতারাখ্য স্থানভেদা ত্রিধা মতাঃ॥
ত এব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ প্রতিপাদিতাঃ॥ ইতি সঙ্গীত রত্নাকরে।

সমষ্টি ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড তাদাত্ম্য সম্বন্ধ যুক্ত হওয়ায় এই মনুষ্য শরীরও একটি ব্রহ্মাণ্ড এবং এই হেতু সৃষ্টি প্রকরণের যে সমস্ত নিয়ম ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান, এই মানব দেহেও তৎ সমুদয় যথাযথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত সৃষ্টি নিয়মানুসারেই শব্দসৃষ্টি ত্রিগুণ প্রথমতঃ স্থূল অবস্থায় হ্রস্বাদি ত্রিভেদ যুক্ত এবং দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্মাবস্থায় সৃষ্টির স্বাভাবিক সপ্ত ভেদানুসার সপ্তভেদ যুক্ত হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার ভেদানুসারেই শিক্ষা শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে।

মানব শরীরে স্বর-সম্বন্ধীয় সৃষ্টি হইবার সময় উপরোক্ত সৃষ্টি নিয়মানুসারেই আত্মা বুদ্ধির সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করত মনকে কথনের নিমিত্ত প্রেরণা করে; তখন মন দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, কায়াগ্নি বায়ুকে উদ্বোধিত করে এবং তৎ পশ্চাৎ বায়ু বক্ষদেশে বিচরণ করত গম্ভীর শব্দ উৎপন্ন করিয়া থাকে (১) অর্থাৎ প্রথমতঃ আত্মার প্রেরণায় বুদ্ধি, মন, প্রাণশক্তি এবং প্রাণবায়ু প্রেরিত হইয়া তদনন্তর শব্দোৎপত্তির সময় উহা শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থান স্পর্শ করত প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রত্যেক স্বরের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব এই আত্ম শক্তির পূর্ণ প্রকাশ, যখন ইহা যথাবৎ শব্দের আশ্রয়ে ধ্বনিত হইবে, তখনই হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ যে অধ্যাত্ম ভাবের যেরূপ অধিভূত স্বর, তাহা এতদুভয়ান্তর্গত অধিদৈব শক্তির কার্য্যকারিত্ব দ্বারাই যথার্থরূপে প্রকটিত হইতে পারে। অপিচ যদি পূর্ব্ব ক্রমানুসারে কার্য্যকারিণী অধিদৈব শক্তি সকল স্থানে ঠিক স্থায়ী না হইতে পারে এবং বায়ুকে শব্দরূপে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই নির্ব্বল হইয়া যায়, তাহা হইলে সে স্বর দ্বারা যেরূপ শক্তি প্রকটিত হওয়া সম্ভব তাহা হইতে পারিবে না। এই হেতু বেদমন্ত্ররূপ শব্দব্রহ্মকে স্বকীয় যথার্থ শক্তি যুক্ত ভাবে স্থির রাখিবার জন্য শিক্ষা শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। এ সময় সাধারণ শিক্ষা শাস্ত্রের অল্প গ্রন্থই পাওয়া গিয়া থাকে। এবং অতি বিস্তৃত সাম শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রায় সমস্তই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কল্পশাস্ত্রে মন্ত্রসম্বন্ধীয় ক্রিয়াসিদ্ধাংশ বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ যথাবৎ ধ্বনির সহিত উচ্চারিত না হইলে শব্দব্রহ্মরূপী বেদমন্ত্র পূর্ণ ফলপ্রদ হইতে পারে না, সেইরূপ সমস্ত বৈদিক ক্রিয়া যথার্থ বৈদিক কর্ম্ম বিজ্ঞানানুকূল যুক্তি দ্বারা সাধিত না হইলে কদাপি পূর্ণ ফলবতী হওয়া সম্ভব নহে। উক্ত বেদাঙ্গে অগ্নি, সোম আদি নানা যাগ, উপনয়নাদি বিবিধ সংস্কার এবং ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদি আশ্রম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াসমূহের বহিরাঙ্গ সাধন বিধি পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ সংসার কর্ম্মময়। এ জন্য বেদে কর্ম্মাধিকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়াতে কল্পশাস্ত্রও

(১) আত্মাবুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনোযুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥
মারুতস্তূরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্॥ ইতি মহর্ষি পাণিনীয় শিক্ষায়াম্।

অতিশয় বিস্তৃত। যত গুলি শাখায় বেদ বিভক্ত, তত গুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কল্প-শাস্ত্র আছে। এই শাস্ত্র সূত্রবদ্ধ হওয়াতে "কল্পসূত্র নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সংসারেও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে যে, মুখ দ্বারা যেরূপ ভাবদ্যোতক শব্দ উচ্চারিত হয়, তদনুরূপই বহিলক্ষণ প্রকাশ করিলে পর, শব্দশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ বহির্জগৎ, শব্দব্রহ্ম এবং স্বরূপব্রহ্ম, কার্য্যব্রহ্ম এবং কারণব্রহ্ম, পরস্পর তাদাত্ম্য সম্বন্ধযুক্ত হওয়াতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা নির্ণীত কর্ম্মকাণ্ড প্রক্রিয়াসমূহ বেদোক্ত অধ্যাত্মলক্ষ্য সাধনার্থে যে পরম আবশ্যকীয় হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। একসহস্র একশত অশীতি শাখা যুক্ত বেদসমূহ স্ব স্ব শাখানুসারে বিহিত কল্পসূত্র সমুদয়ের সহায়তায় স্বকীয় বিধি নির্দ্দিষ্ট, কর্ম্মসমূহ নিয়ম বদ্ধ করত অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স ফল প্রদান করে, ইহাই কল্পশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ভাগত্রয়ের শতাংশও পাওয়া যায় না, সেইরূপ অতি বিস্তৃত কল্পসূত্র সমূহেরও শতাংশ অবশিষ্ট নাই।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গক্রম বিদ্যার্থি-গণের শিক্ষা প্রদান বিধি অনুসারেই বিহিত হইয়াছে। পরন্তু বাস্তবিক শিক্ষার সহিত ছন্দের, ব্যাকরণের সহিত নিরুক্তের এবং কল্পের সহিত জ্যোতিষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এবং এই ছয় অঙ্গের মধ্যে ক্রিয়াসিদ্ধাংশের বিচারে শিক্ষা ও ঔপপত্তিক অংশের বিচারে ব্যাকরণ প্রথম আবশ্যকীয়। এই সমস্ত অঙ্গই বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা পূর্ণ। ব্যাকরণ শাস্ত্র শব্দানুশাসনের দ্বার স্বরূপ। যে প্রকার অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত যোগশাস্ত্রই দ্বারভূত এবং এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি "অথ যোগানুশাসনম্" বলিয়া যোগদর্শন প্রারম্ভ করি-য়াছেন, ঐ প্রকার শব্দব্রহ্মরূপী স্থূল রাজ্যে যাবৎ পদার্থ গ্রহণার্থ ব্যাকরণই বেদের দ্বার স্বরূপ এবং এই হেতুই ভগবান্ পতঞ্জলি "অথ শব্দানুশাসনম্" বলিয়া এই শাস্ত্র প্রারম্ভ করিয়াছেন। যেরূপ শাব্দিক সৃষ্টি হইবার সময় ভাব হইতে বৃত্তি এবং বৃত্তি হইতে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং অন্তর্জগৎ হইতে বহির্জগতে শব্দাবির্ভাব কালে তদুৎপাদিকা শক্তি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী নাম্নী চতুর্ভেদ ভিন্না পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ শাব্দিক সৃষ্টির লয় সময়ে অর্থাৎ যখন শব্দ বহির্রাজ্য হইতে অন্তর্রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন শব্দ হইতে অর্থ এবং অর্থ হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষা স্বনামানুরূপ সংস্কৃত এবং সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হওয়ায় সকল প্রকারে নিয়ম বদ্ধ। এই হেতু সংস্কৃত ভাষার নিমিত্ত ব্যাকরণের

আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ব্যাকরণ সাহায্যে শব্দ, শুদ্ধভাবে লিখিত এবং পঠিত হইলে তদর্থ-বোধও হইবে এবং অর্থ-বোধ হওয়াতে, অতিন্দ্রিয়ের ভাব সমূহের অববোধন বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের আর এক বিশেষ মহিমা, এই যে, ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের ন্যায় মনুষ্যকে বৈদিক এবং লৌকিক উভয়বিধ কার্য্যে পূর্ণ-সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। এই শাস্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি ইহার কতিপয় আর্ষগ্রন্থ এখনও উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ব্যাকরণ শাস্ত্র দ্বারা প্রথম শব্দার্থ বোধ এবং তদনন্তর নিরুক্ত শাস্ত্রোক্ত বিজ্ঞান দ্বারা বেদের ভাবার্থ বোধ বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিরুক্ত শাস্ত্রেরও 'নিঘণ্টু' নামক এক অন্তর্বিভাগ আছে। নিঘণ্টু-শাস্ত্র কেবল বৈদিক শব্দ জ্ঞান বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। এই শাস্ত্রকে বেদের কোষও বলিতে পারা যায়। বৈদিক বর্ণন বিচার অনুসারে বেদে ভাষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং সৃষ্টির ত্রিবিধ পরিণামানুসারে বেদে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ভাবেরও সমাবেশ দেখা যায়। নিরুক্ত শাস্ত্রের সুষ্ঠু জ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত ভাষা এবং ভাবের বিস্তৃত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। নিরুক্ত শাস্ত্রের সার বিজ্ঞান রহস্য এই যে, যে প্রকার ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দ নিত্য মানা হয় ঐরূপ নিরুক্ত শাস্ত্রে ভাব নিত্য মানা হয়। যেরূপ ব্যাকরণ-শাস্ত্র বিজ্ঞান দ্বারা ওঙ্কার রূপে বেদের নিত্যতা সিদ্ধ হয়, এরূপ উচ্চতর নিরুক্ত বিজ্ঞান দ্বারা ভাবময় অধ্যাত্ম স্বরূপের নিত্যতা সিদ্ধি হইতে জ্ঞানময় বেদের নিত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। স্থূল বহির্জগৎ হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যাত্মপদ-পর্য্যন্ত সমস্তই ভাবময়। সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্ত এই তিন অবস্থায় একমাত্র ভাবময় চেতন সত্তাই সমানভাবে স্থিত; এজন্য ভাব হইতেই দৃশ্যমান সৃষ্টির উৎপত্তি সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। ফলতঃ সৃষ্টির সর্ব্বত্র ভাবপ্রাধান্য হেতু শব্দের দ্বারা ভাবরাজ্যের যথার্থ ভূমিতে উপনীত করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। প্রাচীন কালে নিরুক্ত শাস্ত্রের অত্যন্ত বিস্তার ছিল। অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থরত্ন পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। পরন্তু বিবিধ কারণ বশতঃ অধুনা উক্ত গ্রন্থরাশির নাম সংগ্রহ পর্য্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্ব্বিংশতিমত নামক যে এক অসাধারণ গ্রন্থের কিয়দংশ কোন কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে নিরুক্ত শাস্ত্রের অলৌকিকতা ও অসাধারণ বিস্তৃতি বিষয়ে কিছু কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। আজ কাল ষড়ঙ্গ নিরুক্ত নামক এই শাস্ত্রের

যে সামান্য অংশ গ্রন্থাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা প্রাচীন নিরুক্ত শাস্ত্রের কঙ্কালাবশেষ মাত্র।

প্রথমতঃ বেদ লঘুগুরু বিচার যুক্ত হওয়ায় নিরুক্ত শাস্ত্রের পূর্ণ সহায়তা ব্যতীত ইহার ভাবাববোধ হওয়া অসম্ভব। ভাষের অবলম্বন ব্যতীত যে সমস্ত বিদ্বানগণ দার্শনিক সূত্র সমূহের অর্থ বোধ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ কথিত দর্শন শাস্ত্রসমূহে এই বিচার কিরূপ বিস্তৃত ভাবে করা হইয়াছে। বেদ সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের আকর স্বরূপ। অতএব ইহাতে যে লাঘব গৌরব বিচারের পরাকাষ্ঠা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রুতিসমূহে এই লাঘব গৌরব বিচার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত ত্রিভাবাত্মক বিচার এবং পুনঃ সপ্তদর্শন কথিত সপ্ত বিজ্ঞান বিচার (১)। এই ত্রিবিধ ভাবই ক্রমশঃ জীবের ত্রিবিধ দুঃখ প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। এবং এই সপ্ত বিজ্ঞানময় সপ্ত দার্শনিক ভূমিই সাধকের মুক্তি-পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত সপ্ত নিয়মবদ্ধ সোপান স্বরূপ। এতদতিরিক্ত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের ভিন্নতা অনুসারে উত্তম, মধ্যম এবং নিম্ন অধিকার রহস্য ভেদও শ্রুতিসমূহে অবশ্য বর্ণিত আছে। কারণ বেদই ত্রিগুণাত্মক বিশ্বান্তর্গত শব্দব্রহ্ম স্বরূপ এবং বহিরন্তর ভেদে দ্বিবিধ যাগও বেদোক্ত কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান কাণ্ডে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া থাকে (২)। ফলতঃ বৈদিক লাঘব গৌরব বিচার বিষয়ে ভাবুকগণ যতই চিন্তা করিবেন, ততই, বেদের অনন্ত ভাবের অলৌকিকতা দৃষ্টিগোচর হইবে। এই বৈদিক অনন্ত ভাব সমূহের প্রকাশের নিমিত্ত নিরুক্ত শাস্ত্র প্রধান অবলম্বনীয়

ষড়ঙ্গের মধ্যে ছন্দ শাস্ত্রের কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। যেরূপ শিক্ষাশাস্ত্র স্বরের আশ্রয়ে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ডের সহায়তা করিয়া থাকে, ঐরূপ ছন্দ শাস্ত্রও ছন্দ বিজ্ঞানের সাহায্যে অলৌকিক শক্তিসমূহের আবিষ্কার করত বৈদিক জ্ঞান বিস্তার এবং বৈদিক কর্ম্ম সকলে সিদ্ধি প্রাপ্তির বিষয়ে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। সিদ্ধ সাধক রূপে ধ্বনির সহিত অক্ষরের যেরূপ সম্বন্ধ, শিক্ষা শাস্ত্রের সহিত ছন্দ শাস্ত্রের ঐরূপই সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। যদ্যপি স্বর-

(১) "যে তে পাশাবরুণসপ্তসপ্তত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিশন্তারুশন্তঃ।
সিবন্তু সর্ব্বেঽনৃতং বদন্তঃ যঃ সত্য বাদ্যতিতং সৃজন্ত॥" ইতি যজুঃ শ্রুতিঃ।

(২) সর্ব্বে বেদা অন্তর্যাগ পরা বহির্যাগপরা শ্চেতি মন্ত্রঋগ্ভাষ্যে।

সংযুক্ত ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক উভয়বিধ ভাব দ্বারাই সংযুক্ত হইয়া থাকে. তথাপি অন্তর্বিভাগরূপে অসংযুক্ত সমস্ত ধ্বনিতে ছন্দস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। মুখোচ্চারিত সমস্ত শব্দ যেরূপ স্বরময় হইয়া থাকে, ঐরূপ ছন্দময়ও অবশ্যই হইয়া থাকে। ফলতঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বরবিভাগ বিচার দ্বারা যেরূপ মানবান্তঃকরণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তি প্রকটিত হয়, ঐরূপ পৃথক পৃথক ছন্দের বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া জনিত বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া জনিত বিশেষ বিশেষ শক্তি দ্বারা জীবের মনে আরও কিছু বিশেষ শক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ফলতঃ ছন্দসমূহের মধ্যেও বিশেষ শক্তি নিহিত থাকায় ছন্দজ্ঞান প্রকাশের নিমিত্ত পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যে প্রকার শিক্ষাশাস্ত্র দ্বারা স্বরাদি অথবা ষড়্‌জাদি স্বর, শ্রুতি, মূর্চ্ছনা এবং রাগ, রাগিণীসমূহ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে আপন আপন প্রাকৃতিক শক্তি অনুসারে শান্ত করুণাদি রসের আবির্ভাব করিয়া থাকে, সেই প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছন্দসমূহও স্ব স্ব প্রাকৃতিক শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপন্ন করত বৈদিককৃত্যসমূহে কিছু বৈলক্ষণ্য সাধনই করিয়া থাকে এবং এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ ব্যবহৃত হয় (১)। নিম্নলিখিত শ্রুত্যুক্ত দার্শনিক সপ্ত প্রাকৃতিক পরিণামের মূল ভূত সপ্ত ছন্দের উপর বিচার করিলে বৈদিক ছন্দসমূহের বিজ্ঞানমূলকতা বিষয়ে প্রমাণ মিলিতে পারে। সাধকের লক্ষ্য, ইহলৌকিক ভোগ অথবা পারলৌকিক স্বর্গ হউক কিম্বা পূর্ণানন্দপ্রদ মুক্তিই হউক, ইহা নিশ্চয় যে ছন্দবিজ্ঞান ময় বৈদিক মন্ত্র সমূহকে উক্ত বিজ্ঞানানুসার ক্রিয়া কলাপে প্রযুক্ত করিলে সাফল্য লাভ বিষয়ে সুবিধা হইবে। বৈদিক অনুষ্ঠানাদিতে ছন্দের বিচার অধিক থাকায় ছন্দের আরও বৈলক্ষণ্য এই যে, ইহা অদৃষ্ট ফলোৎপাদক বেদ মন্ত্রের শক্তি বর্দ্ধক হইয়া থাকে। প্রকৃতির বিস্তার অনন্ত হওয়ায় ছন্দও অনন্ত। এই হেতু ছন্দশাস্ত্র বেত্তা মহর্ষিগণ জীবের কল্যাণের নিমিত্ত প্রধান প্রধান ছন্দ সমূহকে নিয়ম বদ্ধ করত শাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদিক ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অধুনা ইহার সামান্য অংশই পাওয়া যায়। এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইহার কিছু কিছু বিষয়ও মিলিয়া থাকে।

(১) "ত্রিষ্টুভৌজবতঃ সোমস্তস্য, গায়ত্র্যো নিষ্টকৃতঃ সংযাজ্যো, কুর্বীত তেজস্কামো ব্রহ্মবর্চ্চস্কামঃ, তেজোবৈ ব্রহ্মবর্চসং গায়ত্রী, তেজস্বী ব্রহ্মবর্চসী ভবতি য এবং বিদ্বান্ গায়ত্র্যৌ কুরুতে, উষ্ণিহাবায়ুষ্কামঃ কুর্বীত, অনুষ্টুভৌ স্বর্গকামঃ কুর্বীত, দ্বয়োর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃষষ্টি রক্ষরাণি ত্রয় ইম ঊর্দ্ধ্বা এক বিংশালোকা একবিংশত্যৈকবিংশত্যৈবেমাল্লোকাংরোহতি স্বর্গ এব লোকে চতুঃষষ্টিতমেম প্রতিতিষ্ঠতি"। ইতি শ্রুতিঃ।

সমষ্টী এবং ব্যষ্টীরূপে ব্রহ্মাণ্ডরূপী এই সংসার এবং পিণ্ডরূপী প্রত্যেক মনুষ্য দেহ একই সম্বন্ধ যুক্ত। এ কারণ আর্য্য শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, বহির্ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল দেবশক্তি, ভূত সমূহ, গ্রহনক্ষত্রাদি বর্ত্তমান আছে, ঐ সকলের কেন্দ্রও এই ক্ষুদ্র পিণ্ডে বর্ত্তমান (১)। ফলতঃ মনুষ্য অনন্ত আকাশ ব্যাপী সৌর জগতের এক ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। এবং সৌর জগতের সহিত এইরূপ একত্ব সম্বন্ধ থাকায়, সৌর জগতের প্রভাব দ্বারা মনুষ্য শরীরে তদনুসার পরিবর্ত্তন হওয়া যুক্তি সিদ্ধ। প্রকৃতির অন্তর্ রাজ্যব্যাপিনী মূলশক্তি যেরূপ চেতন ও জড় নামক দুই ভাগে বিভক্ত, সেইরূপ প্রকৃতির বহির্ রাজ্যস্থ শক্তিও সম এবং বিষমরূপে দ্বিধা বিভক্ত। এই দুই প্রকার তাড়িত শক্তি দ্বারা দুই প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য হইয়া থাকে অর্থাৎ এক শক্তি দ্বারা আকর্ষণ এবং দ্বিতীয় শক্তি দ্বারা বিক্ষেপণরূপ চেষ্টা হইয়া থাকে। জ্যোতিষ বিজ্ঞানের রহস্য এই যে, যে প্রকার অন্তঃকরণস্থিত উক্ত দ্বিবিধ শক্তি, উহাদের আকর্ষণ এবং বিক্ষেপণ ও তৎ সহায়ক মানসিক প্রবৃত্তি দ্বারা মানবের আন্তরিক বৃত্তিসমূহে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, ঐ প্রকার সমষ্টী ব্রহ্মাণ্ডস্থিত শক্তিসমূহ দ্বারাও এই বহির্জগতে সৃষ্টী, স্থিতি প্রলয়াত্মক নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অপিচ মনুষ্য অন্তঃকরণের ন্যায় এই শক্তি গ্রহ, সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রাদিতেও বিদ্যমান আছে। এবং এই শক্তির প্রভাব যেরূপ ঐ সমস্ত গ্রহাদির উপর পড়িয়া থাকে, সেইরূপ যতদূর পর্য্যন্ত ঐ সকল গ্রহাদির শক্তি পৌছিতে পারে, তদন্তর্গত অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্রাদি এবং তত্রস্থিত জীবগণের উপরও উল্লিখিত শক্তির প্রভাব পড়ে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ গণিত এবং অপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ যুক্তি এবং বিজ্ঞানানুমত ইহাতে সন্দেহ নাই (২)।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এই বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হইয়াছিল এবং পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের মধ্যে অনেকেই এই দিব্য শাস্ত্রের আচার্য্য শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, ইহা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের দ্বারা প্রণীত বহুসংখ্যক জ্যোতিষ সংহিতা এখনও পাওয়

(১) দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্য তীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠ দেবতাঃ॥
সৃষ্টি-সংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভোবায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্টা সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥ ইতি শিবসংহিতায়াম্।

(২) গণিতং ফলিতঞ্চৈব জ্যোতিষস্থ দ্বিধামতমিতি সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ

গিয়া থাকে (১) এবং অন্যান্য বেদাঙ্গ সমূহের মধ্যে, এই শাস্ত্রও যে অতি বিস্তৃত এবং পরমাবশ্যকীয় ইহা ঐ পূজ্যাচরণ মহর্ষিগণ ষড়ঙ্গ বর্ণন সময়ে বলিয়া গিয়াছেন (২)। সৃষ্টির মূল কারণরূপী কারণ ব্রহ্ম বিশ্বকর্ত্তা সৃষ্টির অতীত হইলেও কার্য্য ব্রহ্মরূপী এই প্রাকৃতিক ব্রহ্মাণ্ড দেশকাল পরিচ্ছিন্ন। অপিচ কর্ম্মের সহিত কালের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকায়, কর্ম্ম যে কালের অধীন, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ কাল জ্ঞানের সহিত বিহিত কর্ম্মেই পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হওয়া সম্ভব। জ্যোতিষ শাস্ত্রের পূর্ব্বাঙ্গ গণিতজ্যোতিষ কালের স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকে এবং উহার উত্তরাঙ্গ স্বরূপ ফলিতজ্যোতিষ দ্বারা কালান্তর্গত রহস্য সমূহ প্রকাশিত হয়। এই হেতু জ্যোতিষ শাস্ত্রের সহিত বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। কারণ, কর্ম্ম যখন কালের অধীন, তখন জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে শুভফলপ্রসূ হইবে। আজ কাল এই জ্যোতিঃশাস্ত্রের ঘোর অবনতি আর্য্য জাতির সদাচার এবং কর্ম্মকাণ্ডহানির প্রধান কারণ। গণিত জ্যোতিষ দ্বারা বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় গ্রহনক্ষত্র সমূহের পরিবর্ত্তন এবং কাল বিভাগ নির্ণীত হইয়া থাকে। ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতির সহায়তায় এই জগৎ এবং তৎ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সৃষ্টি ও মনুষ্যের আন্তরিক পরিবর্ত্তন সমূহের নির্ণয় হইয়া থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই দুই অঙ্গই মনুষ্যগণের নিমিত্ত পরম হিতকারী। জ্যোতিষ গ্রন্থ সমূহে যে এই শাস্ত্রের সর্ব্বোপরি মহিমা, আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে, বিচারশীল পুরুষগণ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা অত্যুক্তি নহে। প্রথমতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রধান প্রধান বপু আর্ষ গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যদ্যপি অন্য বেদাঙ্গ অপেক্ষা ইহার গ্রন্থ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরন্তু প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মধ্যে অনেকই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই শাস্ত্রের সংস্কার বহুদিন হইতে হয় নাই। এই শাস্ত্রের অধিক সম্বন্ধ আধিভৌতিক সৃষ্টির সহিত থাকায় প্রকৃতির স্বাভাবিক ত্রিগুণাত্মক চেষ্টানুসারে গ্রহাদির গতিতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেক শতাব্দীতে গ্রহনক্ষত্রাদির গতি বিষয়ে পৃথকতা হইয়া থাকে। এই ত্রুটি দ্বিবিধ উপায় দ্বারা

(১) সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠাত্রি পরাশরাঃ।
কশ্যপোনারদো গর্গোমরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
লোমশঃ পৈলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো গুরুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রবর্ত্তকাঃ॥ ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(২) যথা শিখাময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং জ্যোতিষং মূৰ্দ্ধনি স্থিতম্॥
বেদাহি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ কালানু পূর্ব্বাবিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
তস্মাদিদং কালবিধান শাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদসবেদ যজ্ঞান্॥

ইতি ষড়ঙ্গ জ্যোতিষে।

পরিশুদ্ধ হইতে পারে। প্রথম যোগদৃষ্টি দ্বারা—যাহার বর্ণনা যোগদর্শনে তৃতীয় পাদে আছে। দ্বিতীয় উপায় এই যে লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা যন্ত্রালয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দৃক্ গণিত সাহায্যে সংস্কার হইতে পারে। যোগ সহায়তা গ্রহণের রীতি বর্ত্তমান সময়ে লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। আদি কালে আর্য্য জাতির মধ্যে যে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ কি? কারণ ইহা এক বেদাঙ্গ এবং পরম্পরারূপে এই শাস্ত্রের জ্ঞান ভারতবর্ষ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে এবং উদ্যমশীল পাশ্চাত্য জাতি এ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। জ্যোতিষ যন্ত্রালয় নির্ম্মাণ এবং দৃক্‌গণিত সাহায্যে গণিত জ্যোতিষের সংস্কার বিষয়ে পাশ্চাত্যজাতীয়গণ বিশেষ উন্নতি দেখাইয়াছে। এবং উঁহাদের গণনাও প্রত্যক্ষ ফল পদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আর্য্য জাতির মধ্যে অনেকানেক বিপ্লব এবং দুর্দৈব হওয়ায় কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত গণিত জ্যোতিষ সারণীর সংস্কার হয় নাই। এ জন্য ভারতবর্ষে জ্যোতিষ যন্ত্রালয় নির্ম্মাণ করত স্বীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ এবং পাশ্চাত্য নবীন দৃক্ গণিত বিধির সহায়তা দ্বারা এই শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে যত্ন বিধান করিলে সাফল্য লাভ হইবে।

সত্যানুসন্ধান।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন মানসে, আমার প্রাগ্ পরিগৃহীত চিন্তা আরও কথঞ্চিৎ অগ্র গমন পূর্ব্বক, বর্ত্তমান সন্দেহ সমুদ্রের একটা অবধি অনুসন্ধানে অধিকতর ব্যাকুল; সুতরাং আমিও তৎকর্ণধারত্ব স্বীকরণে বাধ্য হইয়া, অকূল সমুদ্রে এই জীর্ণ ও ক্ষুদ্র নৌকা ভাসাইলাম; ভগবতী ভরসা, তৎপাদরূপ ধ্রুব তারায় দৃষ্টি অচঞ্চলা রাখিতে পারিলে কৃতার্থ হইব, অন্যথা "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" এই বাক্যে চিত্ত বিনোদন পূর্ব্বক ডুবিব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে, জাতি ও বর্ণভেদরূপ অধর্ম্ম জনিত অনৈক্যই, প্রাচ্য জগতের বা ভারতের এতাদৃশী অবনতির কারণ, এবং তদ্বৈপরীত্য অর্থাৎ জাতি ও বর্ণ ভেদ রূপ অধর্ম্মাভাব জনিত একতাই, প্রতীচ্য জগৎ বা বিলাতের এবম্বিধ উন্নতির, প্রত্যক্ষ লব্ধ অবিসম্বাদিত হেতু। আমি কিন্তু এরূপ প্রত্যক্ষ মাত্রকেই অবিসম্বাদিত হেতু রূপে বিশ্বাস করিতে, ইতি পূর্ব্বেই আমার সন্দিগ্ধ চিত্ততার অনেক কারণ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি; এবং এখনও বলিতেছি, আমার মত বহুসংখ্যক ব্যক্তি কিন্তু প্রবল পিপাসাতুর হইয়া, ঈদৃশ

প্রত্যক্ষের পশ্চাদ্ গমন পূর্ব্বক, পরিণামে বারম্বার উত্তপ্ত বালুকারাশি সমাচ্ছন্ন সাহারায় পূর্ণ দিশাহারা এবং প্রভূত বিড়ম্বিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। অতএব এরূপ প্রত্যক্ষ মাত্রেরই মোহে, সহসা মুগ্ধ হইবার প্রবৃত্তি, আর আমি পরামর্শ সঙ্গত বলিয়া, বিবেচনা করিতে অভিলাষী নহি। সত্যের অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয় কোথায় কিসে কি হইয়াছে। অন্যথা বিপদ পদে পদে, ভ্রান্তি প্রতিমুহূর্ত্তে, হাহাকার জীবনব্যাপী ও জগৎব্যাপী।

পাঠকগণ বাতুল বলিতে চান্ বলিবেন, আমার সন্দিগ্ধ চিত্তঙ্গা কিন্তু প্রতীচ্য জগতের, পূর্ব্ব কথিতবৎ জাতি ও বর্ণভেদরূপ অধর্ম্মাভাব, তজ্জনিত একতা এবং তজ্জনিত উন্নতির কথায় স্বীকার করিতে নির্ব্বিবাদে প্রস্তুত নহেই; পরন্তু এই শব্দত্রয়ের অর্থবোধ পর্য্যন্ত, প্রতীচ্যগণ অদ্যাবধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়েও সম্পূর্ণ সন্দেহ বিহীনা নহে। যাহা হউক প্রতীচ্যগণের বোধাবোধের বিচার, আমাদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি না। আমরা দেখিতে চাই এই মাত্র যে, ভারতের বর্ত্তমানে অবনতি হইয়াছে কি না? যদি অবনতি স্বীকার করি, তাহা হইলে তাহার কারণ অনৈক্য এবং তৎকারণ জাতিভেদ ও বর্ণভেদ কি না? আর তাহা হইলে এবম্বিধ অবনতির কারণ যে জাতি ও বর্ণভেদ, তাহার অধঃস্থ স্থিরীকরণ পূর্ব্বক, তদুন্মূলনে সমস্ত ধর্ম্ম সমাজের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক কি না? সঙ্গে সঙ্গে অনুসাঙ্গিক ভাবে যদি অন্যান্য জগতের কথা উঠে, পাঠকগণ তাহা গৌণ বলিয়াই বিবেচনা করিবেন আমাদের মুখ্য লক্ষ্য ভারত মাত্রেই; কিন্তু ভারতের লক্ষ্য শুধু ভারত নহে, এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এখন ভারতের বিষয় ভাবা যাক্. ভারত অধঃপতিত হইয়াছে কি না? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, পূর্ব্বকথিত জাতি ও বর্ণভেদাভাব রূপ ধর্ম্ম, একতা ও উন্নতি এই গুণত্রয়ের অতুল গৌরবে পূর্ণ গৌরবান্বিত প্রাচীন ভারতের তুলনায় বর্ত্তমানে ভারত সম্পূর্ণ অধঃপতিত। বস্তুতঃ বর্ত্তমান ভারত, জাতি ও বর্ণভেদরূপ অধর্ম্ম বৃশ্চিকের ক্রূর দংশনে, আপাদমস্তক অনৈক্য বিষাক্ত হইয়া, প্রতিদিন দ্রুতপদ বিক্ষেপে, চিরাবনতিরূপ মহামৃত্যুর পথে অবিশ্রান্ত ধাবমান। হিমাদ্রি-শিখর বিচ্যুত, পতনশীল প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডকে, পতন হইতে রক্ষা করা, যেমন সেই গোবর্দ্ধন-ধারী ব্যতীত অন্যের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া অনুমিত। উন্নতির উচ্চ-চূড়া-বিচ্যুত, পতনশীল এই ভারত রত্নখণ্ডকেও, পতন হইতে রক্ষা করা তেমনই, সেই গোবর্দ্ধন ধারীর কৃপা ব্যতীত অপরের পক্ষে শক্তিবহির্ভূত ব্যাপার। যাহা হউক প্রবন্ধ অধিকতর পল্লবিত করিতে অভিলাষী নহি। স্থূল কথা জাতি ও বর্ণভেদ রূপ অধর্ম্মকীট, যে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিতগণের অদম্য অহংকার, যে

ভারতে উত্তরোত্তর বেগবান্. সে ভারতে আমরা আর জাতি ও বর্ণভেদাভাব রূপ ধর্ম্মশীল পুরুষগণের অবস্থিতি, অধিক দিন আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি না। কর্ম্মভূমি ভারত, অচিরে পাশব-ভোগভূমি রূপে পরিণত হইবে, বা হইয়াছে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করি। অমেধ্য পদার্থ পরিপূর্ণ নর্দ্দমা হইতে, উদ্ভিদাদি যে প্রকার জন্মিয়াই জন্মস্থানের অমেধ্য উপাদানে পরিপুষ্ট হইয়া জন্মে. জাতি ও বর্ণভেদে সমাচ্ছন্ন ভারতে, মানবগণও তেমনই যেন বর্ত্তমানে, জন্মিতেই জাতি ও বর্ণহিংসা উপাদান আহরণ পূর্ব্বক, আপনাদের শরীর ও মন গঠিত করিয়া লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং ভারতে আর জাতি ও বর্ণভেদ বুদ্ধির শিথিলতা সম্পাদনের কথা দূরে থাক্, বরঞ্চ ইহার দৃঢ়তাই সম্পাদিত হইতে চলিয়াছে। কেননা যাহা যাঁহাদের স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, তাহার শিথিলতা সম্পাদন স্বয়ং ভগবানের পুনরাবির্ভাব সাপেক্ষ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু এখনও সময় সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হয় নাই, জাতি ও বর্ণ ভেদ ত্যাগে দৃঢ় প্রযত্ন প্রয়োগে, এখনও সুফল ফলা বিচিত্র নহে; কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয়. যাহাতে ভারতে জাতি ও বর্ণভেদনৃত্য বৃদ্ধি পায়, সেই তালে তাল বাজাইবার লোক, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে প্রচুর পরিদৃষ্ট হইতেছে ব্যতীত, এই তাণ্ডব নৃত্যের বারণ কল্পে যত্নবান্ ব্যক্তি, অতি অল্পই দেখা যাইতেছে। ইহাতে কেহ এমন মনে করিবেন না যে, আমি বলিতেছি জাতি ও বর্ণভেদের অনিষ্টকারিতা ও অধর্ম্মত্ব কেহ বুঝিতে পারে না; বরঞ্চ তেমন পাষণ্ড আজ কাল জগতে অতি বিরল, যে নাকি জাতি ও বর্ণভেদের অনিষ্টকারিতা ও অধর্ম্মত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক, বক্তৃতা দিতে অসমর্থ। অপর পক্ষে তেমন পাষণ্ডের অসম্ভাব, উক্ত বক্তাগণের মধ্যেও অতি অল্প নহে যে, তাই বলিয়া জাতি ও বর্ণভেদ আচরণে, সমগ্র পৃথিবীকেও তাহারা, অনন্ত অধঃপতনাম্বুধির অতল জলে ডুবাইয়া দিতে পরাঙ্মুখ। ফলকথা জাতি ও বর্ণভেদের বিপক্ষে বক্তার সংখ্যা, জগতে পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত, কিন্তু জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগের পক্ষে কর্ত্তার সংখ্যা মুষ্টেমেয় মাত্র। যদি বক্তাগণের শতাংশের এক অংশকেও, বক্তৃতার অনুরূপ, জাতি ও বর্ণভেদরূপী অধর্ম্ম পরিত্যাগে, ঈষদনুরক্তও দেখিতে পাইতাম; তাহা হইলে অতি অল্প দিনেই, ভারত পুনশ্চ মর্ত্ত্যত্ব পরিহার পূর্ব্বক, দেব নিবাস স্বর্গ ধামে পরিণত হইত। পুনশ্চ দেবগণ স্বর্গধাম পরিত্যাগ করত, ভারতে জন্ম লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেন; দেবগণের সন্মানার্হ, এমন কি স্বয়ং বৈকুণ্ঠ পতিরও অতি আদরের লীলাভূমি এই ভারতকে, আজ এ রূপে পাশ্চাত্য জাতিরও, এত ঘৃণার্হ দেখিতে হইত না। দেখিতে হইত না, আজ ভারতবাসীগণ সভ্যতায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানার্জ্জনে, সমাজ সংস্করণে, ধর্ম্মে, আচারে, বিহারে, গতিবিষয়ে. ভারতেতর বাসীগণের শিষ্যতা প্রার্থী, প্রতি কার্য্যে তাঁহাদের উপদেশ ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুবর্ত্তী। বরঞ্চ তৎপরিবর্ত্তে ইহাই দেখিতে পাইতাম যে, সমস্ত সভ্য জগতের সভ্যতা ও জ্ঞানাভিমান, ভারতের সভ্যতা ও জ্ঞানের সম্মুখে, অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। ভারতকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠাপন পূর্ব্বক, তাঁহাদের উপদেশ ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশে, সমস্ত সভ্য জগৎ নিজ নিজ সমাজ সংস্করণে সমুৎসুক। কিন্তু সকল আশা দুরাশা। ভারতে, জাতি ও বর্ণভেদ উপলক্ষ করিয়া অনৈক্য পূর্ণ বদ্ধমূল, অতএব কেহ কাহারও বাধ্য নয়। তাই সকল আশা দুরাশা।

আমার এবম্বিধ মন্তব্যে নবীন ঋষিগণের অনেকই কিন্তু, নিতান্ত অধীর হইয়া বলিবেন, এ লোকটার বুঝি কোন রূপ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়া থাকিবে, নতুবা আমরা ভারতে, জাতি ও বর্ণভেদ দূরীকরণের উদ্দেশ্য লইয়াই ত ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজের সংস্থাপনা করিলাম, এবং তাহাতে ও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হওয়াতে, সম্প্রতি আরও কোনও না কোন, সমাজ বিশেষের সংস্থাপনে কত না প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছি। জাতিচ্যুত ও সমাজচ্যুত পর্য্যন্ত হইলাম তথাপি বাতুলটা বলিতেছে, আমাদের মধ্যে জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগীর সংখ্যা অতি অল্প, আমরা কেবল বক্তৃতাই দেই। এই যে আমরা কত জাতির কত উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্তও অবাধে গলাধঃকরণ করিতেছি, কত মুসলমানকেও ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিতেছি, কত জাতির কন্যা বিবাহ করিতেছি, কত জাতিকে কন্যাদান করিতেছি এবং আরও কত কি করিবার নিমিত্ত, কত কল্পনা জল্পনা করিতেছি, পাগলটা বোধ হয়, তাহার কোন ও খোঁজ খবরই রাখে না। এত করা স্বত্বেও বলিতেছে, আমরা বস্তুতঃ জাতি ও বর্ণভেদ জাত অধর্ম্ম পরিত্যাগে যত্নবান্ নহি। তবে যে আমরা আশানুরূপ কৃত কার্য্য হইতে পারিতেছি না, তাহার কারণ ঐ প্রাচীন ঋষি 'সোহহং' গণ। কেন না তাঁহাদের প্রতি, এদেশের যাহাদের ভক্তি অচলা ও অটল', তাহারা ঐ' সোহহং'গণের স্বকপোলকল্পিত, জাতি ও বর্ণভেদের উপদেশে পরিপুষ্ট শাস্ত্রগুলির প্রতি, নিজেদের দীর্ঘকাল সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, সুতরাং জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগের পথে, নিয়ত প্রবল পরিপন্থীরূপে তাহারা দণ্ডায়মান; অন্যথা এতদিনে আমরা ভারতের জাতি ও বর্ণভেদের, সমূলে উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক, ভারতকে পাশ্চাত্য জগতের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে পারিতাম।

আমি কিন্তু ভারতকে, পাশ্চাত্য জগতের সমকক্ষ করিয়া তুলিবার আর কিছু বাকি আছে কি না, তাহা অনুভব করিতে অসমর্থ, এবং যদি বা কিছু এখনও বাকি থাকে, আর তাহাও পরিপূর্ণ করা হয়, তাহা হইলেও ভারতের গৌরব পরিরক্ষিত হইল বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। কেন না, জাতি ও বর্ণভেদ জনিত দ্বেষ পরিত্যাগে, যে ভারত পাশ্চাত্যগণের গুরু পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে ভারত যদি পাশ্চাত্য শিষ্যতায়, পাশ্চাত্যপদ মাত্র লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহার উন্নতি সাধনের পরিবর্ত্তে, প্রচুর অবনতি সাধন করাই হইল মনে করি। পূর্ব্বে এক বার বলিয়াছি, জাতি ও বর্ণভেদজাত অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলে, ভারত অচিরে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ ধামে পরিণত হয়, এমন স্থলে যদি নবীন ঋষিগণ, আপনারা ভারতকে পাশ্চাত্যগণের সমকক্ষ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে চান, তবে কেন না বলিব আপনারা ভারতের পক্ষে, জাতি ও বর্ণভেদজ অধর্ম্মত্যাগে

যথোচিত চেষ্টাবান নহেন। অতএব মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম, আর্য্য ও স্বদেশী, আসুন আমরা সকলে যথোচিত জাতি ও বর্ণভেদজাত অধর্ম্ম বুদ্ধির বিনাশ সাধন পূর্ব্বক, জগতের পশুত্ব দূরীকরণে সচেষ্ট হই। পশুত্ব প্রাপ্ত জীবগণকে, জাতি ও বর্ণভেদাভাব রূপ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদের মানবত্ব সংসাধন পূর্ব্বক, আমাদের মনু-সন্তানত্বের পরিচয় দেই যদি ইহাতে পাশ্চাৎপদ হন তাহা হইলে, মস্তিষ্ক বিকৃতিই বলুন আর বাতুলতাই বলুন, মুক্ত কণ্ঠে মুখের উপর বারম্বার বলিব, আপনারা কেবল জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগের বক্তৃতা দানেই পটু, জাতি ও বর্ণভেদজাত অধর্ম্ম পরিত্যাগ আপনাদের অন্তরের লক্ষ্যই নহে।

পাঠকগণ, আমি লিখিতেছি আর এখান হইতেই শুনিতে পাইতেছি, আপনারা পড়িতেছেন আর বলিতেছেন, আমি মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজকে আহ্বান করিতেছি কেন? তাঁহাদের মধ্যে ত জাতি ও বর্ণভেদ নাই, তাঁহাদের ইহাতে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইবারও ত কোন সম্ভাবনা নাই; বরঞ্চ অনাহুত ভাবে তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে আমাদের জাত ও বর্ণভেদ নষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ সচেষ্ট। তবে প্রাচীন ঋষিগণে অটল ও অচল ভক্তি বিশিষ্ট আমরাই, আমাদের জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগের পথে পরিপন্থী হইয়া, আমাদের ও সমগ্র ভারতের, অশেষ দুর্গতি সাধন করিতেছি। আমি বলি, যে জাতিভেদে ও বর্ণভেদে সমস্ত ভারত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, সেই জাতি ও বর্ণভেদের পক্ষপাতী হইয়া, আমরা আপন পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতে ক্ষান্ত হইব না কেন? আর প্রাচীন ঋষিগণের উপরই বা আমরা, এই দুরপবাদ দিতেছি কেন, যে তাঁহারা নিতান্ত ইতর লোকের মত এবং নিতান্ত মূর্খের মত, শাস্ত্রে আমাদিগকে অশেষ অনর্থকর জাতি ও বর্ণভেদের উপদেশ দিয়া, আমাদিগের রসাতলে যাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। আমার বিশ্বাস প্রাচীন ঋষিগণ, কখনই জগতের অনিষ্টকর জাতি ও বর্ণভেদ জাত অধর্ম্ম প্রচারে, কৃত প্রযত্ন হইতে পারেন না। শুধু বিশ্বাসই বা বলি কেন? বেদ হইতে শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, প্রাচীন ঋষিগণের কেহই, জাতি ও বর্ণ ভেদের উপদেশ দেন নাই। বেদ বলিয়াছেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি"। স্মৃতি বলিয়াছেন—"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"। পুরাণ ইতিহাস বলিয়াছেন —"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টংহি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং" শূদ্রে চৈতদ্ভবেদ্ লক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চ নবিদ্যতে নচ শূদ্রো ভবেৎ ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নচ"। তন্ত্র বলিয়াছেন,—"জাতিভেদং বর্ণভেদং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জয়েৎ"। এবং শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"সর্ব্বত্র ত্যজ ভেদ জ্ঞানং"। জিজ্ঞাসা করি, এগুলি কি জাতি ও বর্ণভেদের উপদেশ? যদি তাহা না হয়, সবে দেখিতেছি, প্রাচীন ও নবীন ঋষিগণের, অথবা আমি ও সোঽহংগণের, জাতি ও বর্ণভেদ সম্বন্ধে ঠিক এক মত। উভয়েই সমস্বরে বলিতেছেন, হে জগৎবাসীগণ তোমরা জাতি ও বর্ণভেদে, জগৎ কে আর রসাতলে নিও না, এখনও ক্ষান্ত হও, অন্যথা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি যাহারা জাতি ও বর্ণভেদের পক্ষপাতী, তাহারা যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন, এবং এই সমস্ত জগতেরই মহাশত্রু, তাহাতে আর

কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং মুসলমানাদি সমস্তকেই আহ্বান করিতেছিলাম যে, সকলের সমবেত শক্তিতে যদি, জগতের শত্রুদলকে নিরস্ত করিয়া ভারতকে ভারত করিতে পারি। কিন্তু চিত্তে ঘোর সন্দেহ, যদি নবীন ও প্রাচীন ঋষিগণের জাতি ও বর্ণভেদ পরিত্যাগে এক মত, তবে উভয় পক্ষাবলম্বীগণের কার্যে বিরুদ্ধ ভাব লক্ষিত হয় কেন? পরস্পর এত বিরোধ কেন? নিদ্রার আবির্ভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, অতএব চিত্তের সন্দেহ চিত্তে রাখিয়াই, অধিকতর অনুসন্ধানের আশায়, এই অকূল সমুদ্রে, সেই ক্ষুদ্র ও জীর্ণ নৌকার উপর, চিন্তাদেবীর কোলে শুইয়া পড়িলাম। পাঠকগণকে সানুনয় অনুরোধ, পুনর্জ্জাগরণ পর্য্যন্ত অচঞ্চল থাকুন।

শ্রীঅবনিধর ভট্টাচার্য্য

পোঃ তাজপুর গ্রাম ভাটপাড়া, জিঃ শ্রীহট্ট।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য।

(৬ ষ্ঠ সর্গ)

এ কথা শুনিয়া দূত হইয়া কুপিত।
ফিরে আসি শুম্ভে কহে করি বিস্তারিত।
দূতের এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবন।
ধুম্রলোচনেরে কহে সক্রোধ বচন॥
হে ধুম্রলোচন শীঘ্র স্বসৈন্য যাইয়া।
কেশে ধরি আন তারে বিহ্বল করিয়া॥
উঠে যদি কেহ তারে করিবারে ত্রাণ।
গন্ধর্ব্ব অমর যক্ষ বধ তার প্রাণ॥
আজ্ঞা পেয়ে দ্রুত যায় দৈত্য সেনাপতি।
সৈন্য ষাটি সহস্র লইয়া শীঘ্র গতি॥
যাইয়া দেখিল দেবী পর্ব্বত উপরে।
সম্বোধি তাঁহারে দৈত্য বলে উচ্চৈস্বরে
প্রীতিতে যদ্যপি নাহি যাও শুম্ভ পাশে।
বলেতে লইয়া যাব আকর্ষিয়া কেশে॥
দেবী বলিলেন রাজা তোমারে পাঠান।
বলবান সৈন্য সঙ্গে তুমি বলবান॥
আমারে করিয়া বল লয়ে যাবে তুমি।
তাহাতে তোমারে আর কি কহিব আমি।
অসুর এ বানি শুনি ধায় ক্রোধ ভরে।
দেবী তারে ভস্ম করি ফেলেন হুঙ্কারে॥
অনন্তর ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্য সৈন্য গণ।
দেবী প্রতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র করয় বর্ষণ॥
জটারে ফুলায়ে সিংহ মহানাদ করি।
দেবীর বাহন পড়ে সৈন্যের উপরি॥

হস্তদ্বারা কাহারে বা কামড়ে মুখেতে।
মারে মহাসুরে কত অধর আঘাতে॥
নখাঘাতে মাংস তুলি কাহারে মারিল।
তলাঘাতে কারো শির ছিড়িয়া ফেলিল॥
ছিন্ন বাহু কাহার বা ছিন্ন হয় শির।
কোষ্ঠ হতে কারো সিংহ পিয়িল রুধির।
এই রূপে ক্ষণ মধ্যে দেবীর বাহন।
কুপিত হইয়া ক্ষয় করে সৈন্য গণ॥
দেবীকৃত হত ধূম্রলোচন সুরারি।
সৈন্যগণে বধ তার করেছে কেশরী॥

শুনিয়া স্ফুরিতাধর দৈত্যেন্দ্র কুপিল।
যুদ্ধহেতু চণ্ড মুণ্ড প্রতি আজ্ঞা দিল॥
হে চণ্ড হে মুণ্ড যাও ঝটিতি করিয়া।
শীঘ্র আন তাঁহে তারে তথায় যাইয়া॥
বাঁধিকেশে ধরি যদি নিতান্ত নারিবে।
সর্ব্ব অস্ত্র দিয়া তারে প্রাণেতে বধিবে॥
বধিয়া সিংহেরে আর দুষ্টারে মারিয়া।
শীঘ্র আন কেশে ধরি অথবা বান্ধিয়া॥
দেবীর মাহাত্ম্যে মন্বন্তরে সে সাবর্ণি।
মরিল নিশুম্ভ আর শুম্ভের সেনানী॥

৭ম সর্গ।

আজ্ঞা পেয়ে চণ্ড মুণ্ড চলিল সত্বরে।
চতুরঙ্গ বল সহ অস্ত্র উচ্চ করে॥
মৃদু হাসিছেন দেবী দেখিল সুরারি।
কাঞ্চন গিরির শৃঙ্গে পর্ব্বত উপরি॥
ক্রোধে অস্ত্র লয়ে যায় তাঁহারে দেখিয়া।
তাঁর অতি মুখে সবে চলিল ধাইয়া॥
কোপ করিলেন দেবী প্রতি অরিগণ।
কোপে তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ হইল বদন॥
ভ্রুকুটি কুটিল সেই ললাট হইতে।
করাল বদনা কালী জন্মে অসি হাতে॥
নর মালা গলে তাঁর লৌহদণ্ড ধরা।
শুষ্ক মাংস ভয়ঙ্করা দ্বীপিচর্ম্ম পরা॥
লোল ভয়ানক জিহ্বা বিস্তার বদনা।
নাদেতে পুরিত দিক্ আরক্ত নয়না॥
বেগেতে আক্রমি বধে অসুর সকল।
ভক্ষণ করিল কত অসুরের বল॥

মাহুতাস্ত্র ধারি ঘণ্টা সহ একবারে।
যুদ্ধ হস্তি মুখে ফেলে এক হস্তে ধরে॥
মুখে ফেলে যুদ্ধ অশ্ব পদাতি সহিত।
সারথি সহিত সব বড় বড় রথ॥
মুখে ফেলে সেই সব চিবান দশনে।
অতি ভয়ানক নাদ উঠিল চর্ব্বণে॥
কেশেধরি কারে কারে গ্রীবাধরি মারে।
বক্ষেতে মর্দ্দিত করে পদাঘাতে কারে॥
অসুর সকল যত মারে অস্ত্রগণ।
মুখে লয়ে ক্রোধে তাহা করেন চর্ব্বণ॥
বলবান মহাকায় যতেক সুরারি।
মর্দ্দিত করেন কারে পৃথিবী উপরি॥
কোন কোন অসুরেরে ধরি দেবী খান।
অপর দেবারিগণে তাড়াইয়া যান॥
অসিতে কাহারে কারে খট্টাঙ্গে তাড়িত।
দন্ত অগ্র-ভাগে কারে করিলেন হত॥

দেখিয়া এরূপে হত অসুর সকলি।
ধেয়ে যায় চণ্ড যথা ভয়ঙ্করা কালী ॥
ভীম অস্ত্র ফেলি চণ্ড ভীম নয়নারে।
আচ্ছাদিল মুণ্ড মারি সহস্র তোমরে ॥
তাহাদের অস্ত্র যায় কালীর বদনে।
বহু অর্কগণ যেন প্রবেশিল ঘনে ॥
কোপেতে ভৈরবনাদে ভৈরবী হাসিলা।
বিস্তার বদনা কালী দশন উজ্জ্বলা ॥
উঠাইয়া মহা অসি হুঙ্কার করিয়া।
চণ্ডকে মারিতে দেবী চলেন ধাইয়া ॥
ধাইয়া তাহার কেশ ধরেন ভৈরবী।
অসি দিয়া শির কাটি ফেলিলেন ভূবি ॥
চণ্ডেরে নিহত দেখি মুণ্ড কোপে ধায়।
কালী খড়্গাঘাতে তারে ফেলেন ধরায় ॥
অবশেষ সেনা দেখে চণ্ড মুণ্ড হত।
চারি দিকে পলাইল হয়ে মহা ভীত ॥
চণ্ডমুণ্ড শির কালী লইয়া সত্বরে।
বলেন চণ্ডিকা প্রতি অট্ট হাস্য করে ॥
দিলাম তোমারে চণ্ড মুণ্ড পশু আমি।
যুদ্ধ যজ্ঞে নিশুম্ভ শুম্ভেরে বধ তুমি ॥
চণ্ড মুণ্ড শির দেবী করিয়া দর্শন।
বলেন কালীর প্রতি ললিত বচন ॥
আসিয়াছ তুমি লয়ে চণ্ড মুণ্ড শিরে।
চামুণ্ডা বলিয়া লোক গাইবে তোমারে ॥
সাবর্ণির মন্বন্তরে মার্কণ্ড পুরাণে।
দেবীর মাহাত্ম্য চণ্ড মুণ্ড মরে প্রাণে ॥

বোম্বাই প্রান্তে সঞ্চার কার্য্যালয়

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সঞ্চার কার্য্যালয়ে শ্রী১০৮ স্বামী জ্ঞানানন্দ জী মহারাজের কর্তৃত্বাধীনে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভত্তৎ স্থানের অধিকারীবৃন্দকে ধর্ম্মোৎসাহিত করিয়া ধর্ম্ম সভাটি স্থাপনা করিতেছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি বরোদা হইয়া সঞ্চার কার্য্যালয় বোম্বাই এ পৌঁছিয়াছেন। যদিও এই প্রথম মহামণ্ডলের কার্য্য বোম্বাই এ প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, তথাপিও এই প্রথম বারেই কার্য্যে আশাতীত সফলতা হইয়াছে। বোম্বাইএর ন্যায় বৃহৎ সহরের ভিন্ন ভিন্ন মহল্লা ভিন্ন ভিন্ন সভা করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যানের বন্দোবস্ত করা বোম্বাই প্রান্তের জন সমাজের প্রশংসারই কারণ। আজ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সভায় নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীমান্ ডাক্তার সর ভাল চন্দ্র কৃষ্ণ ভাটবড়েকর সাহেব (নাইট)
" সেঠ ত্রিভুবন দাস মঙ্গল দাস নাথুভাই সাহেব জে পি
" " মনোমোহন দাস রাম জী ওহরা সাহেব জে পি
" " দ্বারকা দাস ধরমসী সাহেব জে পি সেরিফ বোম্বাই
" পণ্ডিত মাণিক লাল অমৃত লাল দবে সদ্ধর্ম্মভাস্কর।
" শেঠ মোতী লাল যমনা দাস সরাফ সাহেব জে পি
" " রণছোড় দাস বৃন্দাবন দাস পটবারী দেওয়ান সাহব পালনপুর
" " রণছোড় দাস ঠাকরসী সাহেব।
" " ক্ষেমজী উদ্ধবজী সাহেব।
" " জগমোহন দাস বৃন্দাবন দাস ভাই সেঠ সাহেব জে পি
" " ঠাকুর গিরধার দাস জেঠা ভাই সাহেব জে পি
" পণ্ডিত বিশ্বরাম প্রভুরাম বৈদ্য বি, এ, সাহেব
" সেঠ সর বিট্‌ঠল দাস দামোদর থাকারসে সাহেব কেটি জে পি
" রাজা বাহাদুর ভগবন্ত সিংহ, যুবরাজ ওর্চ্ছা রাজ্য।

এই সকল সভায় শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি মহারাজা বাহাদুর দ্বারভাঙ্গার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও প্রসিদ্ধ সুবক্তা শ্রীমান্ পণ্ডিত গোপী নাথ জী শ্রীমহা-মণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীমান্ গণেশ দত্তজী শাস্ত্রী বাজপেয়ী মহাশয় ও শ্রীমান্ ব্যাকরণাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি সুবক্তাগণ বক্তৃতা করেণ। তাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম, মূর্ত্তি পূজা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য, পুরাণ মণ্ডন, ভগবতাবতার, শ্রীকৃষ্ণ চরিত এবং উপাসনা আদি সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ ধর্ম্ম বিষয়ে সুললীত অথচ অকাট্য যুক্তি ও বেদ শাস্ত্রাদির প্রমাণ যুক্ত ব্যাখ্যান সমূহ প্রদান করেন। ইহার ফলে বোম্বাই এ যেরূপ ধর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে বোম্বাই প্রান্তে মহামণ্ডলের একটী প্রান্তীয় কার্য্যালয় স্থাপনার আবশ্যকতা ঐ প্রান্তের জন সাধারণে সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই জন্য মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর প্রান্তের জন্য "মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর ধর্ম্মমণ্ডল" নাম দিয়া একটি মণ্ডলের স্থাপনা করা হইয়াছে, ও তাহার কার্য্যালয় বোম্বাই সহরে স্থাপনা করা হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ শ্রীমান্ ডাক্তার সার ভাল চন্দ্র কৃষ্ণ ভাটবড়েকর নাইট উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

আহম্মদাবাদের রাজনগর মিলের এজেন্ট শ্রীমান্ সেঠ মঙ্গল দাস গিরধর ভাই মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তিতে পাঁচ বৎসর একজন উপদেশক রাখিবার জন্য মোট ৬০০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন, ৫ বৎসর কাজ ভালরূপে চলিলে এই উপদেশকের বেতন তিনি বরাবরই দিবেন তাঁহার এরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি যে খুবই প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ

দাসজী শ্রীমহামণ্ডলের শারদা মণ্ডলের পুস্তকালয়ের জন্য ২,১০০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক দিতে সম্মত হইয়াছেন। আরও দুই জন মহাত্মা আপনাপন নাম গুপ্ত রাখিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রণেতার সাহায্য জন্য একটী স্থায়ী কোষস্থাপন্য করিবার জন্য ৫,০০০৲ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর প্রান্তের সাধারণ সভ্যগণের জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রীভারত ধর্ম্ম ও গুজরাটী ভাষায় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম নামে দুই খানি সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। উহা উক্ত প্রান্তের সাধারণ সভ্যগণকে বিনা মূল্যেই দেওয়া হইবে।

আজ পর্যান্ত বোম্বাই প্রান্তে প্রায় ২০০০ সাধারণ সভ্য সংগৃহীত হইয়াছেন।

বোম্বাই এর সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী গণের আগ্রহাতিশয্যে সঙ্কার কার্য্যালয় এখনও বোম্বাই এই রহিয়াছে ও হয় ত আরও কিছু দিন থাকিবেও।

রতলামের মহারাজা বাহাদুরের দান পত্রের অনুবাদ।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সঙ্কার কার্য্যালয়ের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রতলামের মহারাজ সার সজ্জন সিংহ কে সি এস্ আই মহোদয় যে দান পত্র শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলকে দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

অনেক বিরুদাবলী বিরাজমান হিজ হাইনেস শ্রীমান্ মহারাজা সজ্জন সিংহ জী বাহাদুর রতলাম রাজ্যাধিপতির আজ্ঞানুসারে শ্রীভারধর্ম্ম মহামণ্ডলকে নিম্ন লিখিত দান পত্র দেওয়া যাইতেছে। শ্রীদরবার শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন। এবং সহর্ষ হইয়া উহার সংরক্ষক পদ স্বীকার করিতেছেন, যাহার প্রমাণরূপ এই দান পত্র লিখিবার আজ্ঞা দিতেছেন। এই রাজ্যে ধর্ম্ম ও বিদ্যার উন্নতির জন্য যে যে উত্তম কার্য্য করিতে শ্রীদরবার বিচার করিয়াছেন, তাহা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মেম্বরগণের বিদিতার্থ নিম্নে লিখা যাইতেছে:—

(ক) শ্রীদরবার রাজ্যের সমস্ত স্কুল, পাঠশালা ও সেণ্ট্রেল কলেজে ধর্ম্ম

শিক্ষা দিবার আজ্ঞা দিতেছেন। ধর্ম্মশিক্ষার উপযোগী পুস্তক শ্রীমহামণ্ডল হইতে আনান হইবে।

(খ) এখানকার ক্ষত্রিয় বালকগণের সদাচার ও সুশিক্ষার অভিপ্রায়ে স্বতন্ত্র ভাবে একটি বোর্ডিং হাউস্ খুলিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

(গ) রতলাম সেণ্ট্রেল কলেজে সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপনার আজ্ঞা দিয়াছেন ও শ্রীদরবারের আজ্ঞায় শ্রীমহামণ্ডলের শাখা সভা স্বরূপ এক ধর্ম্ম সভা স্থাপিত করা হইয়াছে।

সভার চাঁদ হইতে অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য ব্যতীত একজন স্থায়ী ধর্ম্মবক্তা নিযুক্ত রাখা হইবে, যিনি এই প্রান্তের প্রজাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ভারতবর্ষ ব্যাপী ধর্ম্মকার্য্য দেখিয়া শ্রীদরবার অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উহার সাক্ষাৎরূপ সহায়তা কল্পে নিম্নলিখিতরূপ মঞ্জুরী দিলেন—

(ক) শ্রীমহামণ্ডল কাশী বিদ্যাপীঠ সংস্কার কল্পে যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তদনুযায়ী ৺ কাশীধামে ছাত্র নিবাস ও মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে পর উহার সাহায্য জন্য এই রাজকোষ হইতে শ্রীমহামণ্ডলের প্রধান সভাপতি শ্রীমান্ দ্বারভাঙ্গা নরেশের নিকট এক কালীন দানরূপে ২০০০৲ টাকা প্রেরিত হইবে।

(খ) কাশী মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে পর তথাকার ছাত্রবৃত্তি স্বরূপে মাসে ২৫৲ টাকা সাহায্য নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। তবে ঐ বৃত্তিতে অন্যান্য স্থানের ছাত্রগণের অগ্রে রতলামের বিদ্যার্থিগণের দাওয়া থাকিবে। ঐ ছাত্রবৃত্তির নাম "সজ্জন বৃত্তি" হইবে।

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, এই বিরাট ধর্ম্ম সভার উত্তরোত্তর উন্নতি হউক। ও ভারতবর্ষের রাজা, প্রজা সকলে দেহ, মন ও ধন দ্বারা এই ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়ক হউন। ইতি শুভম্ আশ্বিন কৃষ্ণৈকাদশী রবিবার তাং ২০।৯।০৮ ইং।

সই ব্রজমোহন নাথজ্যোতিষী
সেক্রেটরী হিজ হাইনেস দি রাজা সাহেব
রতলাম।

মহামণ্ডলের সভ্যগণের প্রতি নিবেদন।

সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা ছাপাখানার গোলমাল ইত্যাদি নানা কারণে ধর্ম্ম প্রচারকের পৌষ মাস হইতে বাহির করিতে অনেক বিলম্ব পড়িয়া গিয়াছে। এই সকল বাকী অংশ শীঘ্র বাহির করিবার জন্য এক্ষণে ধর্ম্ম প্রচারক দুইটী প্রেসে ছাপা হইতেছে। আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত পাঁচ সংখ্যাই যন্ত্রস্থ আছে। যাহাতে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির এই পাঁচ সংখ্যা মধ্যে বাহির হইয়া যায় তাহার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

দান প্রাপ্তি।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ কৃপা পূর্ব্বক সন ১৯০৮ নবেম্বর মাসে শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাহায্য কল্পে নিম্ন লিখিত রূপ সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রতিনিধি মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

হিজ্ হাইনেস্ মান্যবর শ্রীমান্ মহারাজা সর্ রমেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে সি আই ই মিথিলাধিপতি প্রধান সভাপতি শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল — ৩০০৲

সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

এ এল্ এ আর অরুণাচেলম্ চেটিয়রজী মহাশয় জমীদার দেবকোট মান্দ্রাজ — ৩০৲

শ্রীমান্ বাবু গোবর্দ্ধন দাসজী মহাশয় কোঠীবাল ছাপরা মাঃ শ্রীকান্হাইয়া লাল উপদেশক — ২১৲

বিশেষসহায়তা খাতে।

হিজ্ হাইনেস্ শ্রীমান্ মান্যবর মহারাজা হোলকর বাহাদুর ইন্দোর পুত্র জন্মোৎসব উপলক্ষে — ৫০০৲

নারায়ণ কোম্পানী হইতে ৮ বৃত্তির অংশ — ১৩০৲

সাধারণ মেম্বরী খাতে — ৭২৸৵০

—০—

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যালয় কাশী।

মাস নবেম্বর সন্ ১৯০৮ ইং।

জমা	
রোকড় বাকী খাতে	১১৯॥৶৫
মোট জমা	১৮০৭/১০
প্রতিনিধি সহায়তা খাতে	৩০০৲
সহায়ক সহায়তা খাতে	৫১৲
বিশেষ সহায়তা খাতে	৬৩০৲
সাধারণ মেম্বরী খাতে	৭২৸৶০
মুৎফরিক আমদানি খাতে	/১০
ফেরত ডাক টিকিট খাতে	॥/০
হিসাব তলব খাতে	৭৫২॥/০
	১৮০৭/১০
	১৯২৬৷৶১৫
বেনারস ব্যাঙ্কে	২৪৶৫
প্রধান কার্য্যালয়ে নগদ	৩৬৪৸/১৫
	৩৮৯/০

খরচ	
ডাক টিকিট খরচ খাতে	১৭॥/৫
ধর্ম্ম প্রচারক খাতে	২৫৲
মহামণ্ডল সমাচার খাতে	২৩৶১০
বৃত্তি খাতে	১৫৬৲
৺দেবসেবা খাতে	৯॥/০
সারদা মণ্ডল খাতে	৩৫৲
শাখা সভা সহায়তা খাতে	৩৫৲
মহারাষ্ট্র গুর্জ্জর প্রান্তীয় কার্য্যালয় বোম্বাই খাতে	৪৫৲
ষ্টেসনরী খাতে	৸৶০
ছাপাই বিভাগ খাতে	১০৲
সঞ্চার কার্য্যালয় খাতে	১৬২৶০
মুৎফরিক খরচ খাতে	৯৷৶১০
হিসাব তলব খাতে	১০০৮॥/১০
	১৫৩৭॥৶১৫
রোকড় বাকী	৩৮৯/০
	১৯২৬৷৶১৫

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

(স্বাঃ) শ্রীকাশী প্রসাদ ত্রিপাঠী
মুনিম।

শ্রীহরিঃ।

উনত্রিংশ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ফাল্গুন ১৩১৫ সাল।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের

মাসিক পত্র।

প্রবন্ধ সূচী।

—o—

৺ কাশীধাম।

কাশী যন্ত্রালয়ে এল ত্রিপাঠী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের

শাস্ত্র প্রকাশ এবং ছাপাই বিভাগ দ্বারা

প্রকাশিত।

ইং মার্চ্চ ১৯০৯।

মহামণ্ডলের সভ্য মাত্রকেই বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

শ্রীহরিঃ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলোখিত পত্রিকা
ধর্ম্ম প্রচারকোত্তীয়াৎ স্বধর্ম্ম প্রতিপালক॥

কলের্গতাব্দাঃ ৫০০৯।

২৯শ ভাগ } ফাল্গুন। { সন্ ১৩১৫ সাল।
৫ম সংখ্যা। } { ইং ১৯০৯ খৃঃ।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীস্তোত্র।

নমস্তে সর্ব্বভূতানাং জননীমব্জসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থিতাং॥ ১॥

পদ্মালয়াং পদ্মকরাং পদ্মপত্রনিভেক্ষণাম্।
বন্দে পদ্মমুখীংদেবীং পদ্মনাভপ্রিয়ামহম্॥ ২॥

ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং স্বধা স্বাহা সুধা ত্বং লোকপাবনী।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভাভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী॥ ৩॥

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে!
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী॥ ৪॥

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীবার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জ্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্॥ ৫॥

কা ত্বন্যা ত্বামৃতেদেবি সর্ব্বযজ্ঞময়ংবপুঃ।
অধ্যাস্তেদেবদেবস্য যোগচিন্ত্যাং গদাভৃতঃ॥ ৬॥

ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্ ।
বিনষ্টপ্রায়মভবত্ত্বয়েদানীং সমেধিতম্ ॥ ৭ ॥

দারাঃ পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যং ধনাদিকম্ ।
ভবত্যেতন্মহাভাগে নিত্যংত্বদ্বীক্ষণান্নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্ ।
দেবি ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্লভম্ ॥ ৯ ॥

ত্বং মাতা সর্ব্বভূতানাং দেবদেবোহরিঃ পিতা ।
ত্বয়ৈতদ্বিষ্ণুনা চাম্ব ! জগদ্‌ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥১০॥

মা নঃ কোশং তথা গোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্ ।
মা শরীরং কলত্রং চ ত্যজেথাঃ সর্ব্বপাবনি ॥১১॥

মা পুত্রান্মা সুহৃদ্বর্গান্মা পশূন্মা বিভূষণম্ ।
ত্যজেথা মমদেবস্যবিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলাশ্রয়ে ॥১২॥

সত্বেন সত্যশৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ ।
ত্যজন্তেতে নরাঃ সদ্যঃ সংত্যক্তা যে ত্বয়ামলে ॥১৩॥

ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ ।
ধনৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি ॥১৪॥

স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্ ।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি ! বীক্ষিতঃ ॥১৫॥

সদ্যোবৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলাগুণাঃ ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রী যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে ! ॥১৬॥

ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ ।
প্রসীদ দেবি ! পদ্মাক্ষি ! মাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥১৭॥

নিগমাগম স্বরূপ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সপ্তদশন।

যেরূপ শিল্পোন্নতিই বাহ্য জগৎ সম্বন্ধীয় উন্নতি সমূহের প্রথম সোপান স্বরূপ সেই প্রকার অন্তর্জগতে উন্নতির শ্রেষ্ঠ কক্ষায় আরোহণের নিমিত্ত দার্শনিক উন্নতিই প্রথম সোপানরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। শিল্পকলাদির অভ্যুদয়ে রাজসিক বুদ্ধির বিকাশ এবং দার্শনিক উন্নতি দ্বারা সাত্বিকবুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে—এরূপ বলিতে পারা যায়। জগতে জ্ঞানপথে অগ্রসর জাতির মধ্যে দার্শনিক বুদ্ধির বিকাশ স্বতঃসিদ্ধ। প্রাচীন আরব, মিসর, রোমক আদি জাতি এবং আধুনিক ইউরোপীয় এবং আমেরিকান্ জাতির মধ্যেও এই জ্ঞান পরিমাণানুসারে দার্শনিক জ্যোতির যথা সম্ভব বিকাশ হইয়াছে। পরন্তু আর্য্যজাতির মধ্যে যে দার্শনিক জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সহিত উক্ত জাতি সমূহের দার্শনিক জ্ঞানোদয়ের তুলনাই হইতে পারেনা। প্রাচীন আর্য্যজাতির এবং আধুনিক অন্য জাতি সমূহের দর্শনশাস্ত্র-বেত্তা মাত্রই সাধারণ বিচারদ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে আধুনিক অন্য জাতি দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে বৃদ্ধ-গুরু ভারতের সম্মুখে এখনও পর্য্যন্ত বালক বিদ্যার্থীবৎ শিক্ষা করিতে পারে জগতে দুই শক্তি প্রতীত হইয়া থাকে—একজড়, দ্বিতীয় চেতন; এক শারীরিক-শক্তি, দ্বিতীয় জীবনী শক্তি; এক প্রকৃতি শক্তি, দ্বিতীয় পুরুষ শক্তি; যাহার মধ্যে জড়শক্তি স্থূল এবং চেতন শক্তি অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়; জড়শক্তির রাজ্য জগৎ সৃষ্টি বিস্তার মধ্যে, চেতন ভাব-রাজ্য তদতীত; জড়শক্তি সাধারণরূপে অনুভব যোগ্য, কিন্তু চেতন ভাব জড়রাজ্যের শেষ সীমায় কেবল অনুমান যোগ্য। ইদানীন্তন অন্যজাতি সমূহের মধ্যে প্রকাশিত দর্শনশাস্ত্র এখন পর্য্যন্ত কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধীয় বিষয়েরই তত্ত্বাবধারণ করিতেছে এবং যদ্যপি এই সমস্ত শাস্ত্র জড়রাজ্যের অনেক বিষয় অন্বেষণ করিয়াছে, তথাপি চেতন রাজ্যের দিকে এখনও দূর হইতেও নিরীক্ষণ করিতে পারে নাই এবং ঐ সমস্ত দর্শনশাস্ত্রবেত্তাগণের তাঁহাদের বহুযত্নলব্ধ জড়তত্ত্ব ভিন্ন তদতীত চেতন ভাব যে আর কিছু আছে এ জ্ঞানও নাই। যখন ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, নবীন ঐ সকল দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ গণ প্রকৃতিকেই একমাত্র দ্রষ্টব্য মনে করিয়া, প্রকৃতিরাজ্যেই ভ্রমণ করিতেছে এবং পুরুষের সামান্য জ্ঞান ও উহাদের নাই, জীবভাব, পুরুষভাব, ঈশ্বরভাব, ব্রহ্মভাব ইত্যাদি চেতন জগৎ সম্বন্ধীয়ভাব রাশি যখন যথার্থরূপে উহাদের অনুমানও হয় না এবং এখন পর্য্যন্ত উক্ত দর্শনশাস্ত্রবেত্তাগণ জড়মায়া-রাজ্যেই আত্মহারা হইয়া রহিয়াছে, তখন ইহা কিরূপে বিশ্বাস না করা যায় যে দার্শনিক জ্ঞানরাজ্যে উহারা এখনও বালকবৎ অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় বিচাররূপ মহাসাগরের এক তীরে এই বিস্তৃত সংসার এবং অন্য তীরে ব্রহ্মসদ্ভাবরূপ নির্ব্বাণপদ—এই বিচার ভূমির একদিকে সংসাররূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়,

অন্য দিকে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মপদ। আধুনিক দার্শনিকগণ যদিও প্রথমতঃ ইহতে কিছু অগ্রসর হইয়াছেন, পরন্তু বিস্তৃত মহাজ্ঞান সমুদ্রে স্বল্পগতির পরেই নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনোদ্দেশ্যে পশ্চাৎ দর্শন করিতেছে, এবং স্বকীয় জ্ঞানশক্তির অসম্পূর্ণতা হেতু এই বিচার করিতেছে যে উক্ত মহাসমুদ্রের চারিদিকে দৃশ্য বিষয় সংসারই আছে। একমাত্র সংসাররূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বিৎ দার্শনিক সমূহ এই রূপে মহাজ্ঞান সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ভ্রমণ করত চেতন সংস্পর্শশূন্য জড় প্রকৃতি সেই অনুসন্ধিতব্য একমাত্র বস্তু মনে করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে আর্য্যজাতির মধ্যে যেরূপ দার্শনিক জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, আধুনিক অন্য জাতির মধ্যে ঐ প্রকারে হয় নাই। আর্য্য জাতির অন্তর্দৃষ্টি লাভের উপায় এই যে প্রথমতঃ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া থাকেন এবং তৎপশ্চাৎ বিষয়বৈরাগ্য সম্পন্ন ও নিবৃত্তিসেবী হইয়া যোগসাধনে তৎপর হয়েন। এই নিমিত্ত উক্ত যোগিজনের সমাবিস্থ বুদ্ধি দ্বারা প্রকটিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহ অবশ্যই অভ্রান্ত হইয়া থাকে। নব্য জাতি সকলের মধ্যে উল্লিখিত রীতির নামমাত্রও নাই। ইহারা কেবল সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা অনুসন্ধান করত বহির্জগত হইতে অন্তর্জগতে প্রবেশের জন্য যত্ন করিয়া থাকে। এ কারণ উক্ত জাতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের দ্বারা অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রকাশ হওয়া কদাপি সম্ভব নহে।

সনাতন ধর্ম্ম বিজ্ঞানানুসারে জীবের অধঃপতিত দশা যেরূপ সপ্ত অজ্ঞানভূমিতে বিভক্ত হইয়া থাকে, ঐ প্রকার সাধকের ক্রমোন্নতি অবস্থারও সপ্তজ্ঞান ভূমি নামক সপ্ত বিভাগ করা হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি সপ্ত ক্রমবিশিষ্ট (১) এবং এই ক্রমানুসারেই পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ বৈদিক দর্শনশাস্ত্র সমূহকেও কেবল সাত শ্রেণিতেই বিভক্ত করিয়াছেন। পুনঃ এই সপ্তদর্শন ত্রিভাবানুসারে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথাঃ—ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন পদার্থ সম্বন্ধীয়; এইরূপ সাঙ্খ্য ও যোগদর্শন সাঙ্খ্য প্রবচন সম্বন্ধীয়। এবং বেদের কাণ্ডত্রয়ানুসারে কর্ম্মমীমাংসা, ভক্তি মীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা এ তিন মীমাংসা সম্বন্ধীয় দর্শনশাস্ত্র। এই সপ্তদর্শন সিদ্ধান্তের আচার্য্য অনেক মহর্ষি ছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত দর্শন গ্রন্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের রচয়িতাগণের নাম যথাঃ—গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলি, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি, কপিল, ভরদ্বাজ, জৈমিনি, অঙ্গিরা, শাণ্ডিল্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ ইত্যাদি। এই সপ্তদর্শনের অতিরিক্ত আর কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত আর্য্যগণ স্বীকার করেন না। আর যাহা কিছু দর্শন, দেখা বা শুনা যায়, তাহা অন্তর্ভাবরূপে এই সপ্তদর্শনেরই অন্তর্গত। এই সপ্তদর্শনের মধ্যে প্রথম অধিকার পদার্থবাদের। পদার্থবাদ সম্বন্ধীয় ন্যায়দর্শন ষোড়শ পদার্থ মানিয়া থাকে এবং এই মতে উক্ত ষোড়শ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ হইয়া থাকে (২)। ন্যায়দর্শনের এক বিশেষ শক্তি এই যে উক্ত বাদের সহায়তায়

(১) সপ্তানাং জ্ঞানভূমীনাং সাধকস্যাখিলস্য বৈ।
ভেদাদ্বিরোধ ইত্যেবং দর্শনেষু প্রতীয়তে ॥
ইতি ভগবান্ বেদব্যাসঃ।

(২) প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি ন্যায়দর্শনে মহর্ষিগৌতমঃ

জিজ্ঞাসুগণকে যথার্থ জ্ঞানানুসন্ধানের যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। বৈশেষিকদর্শন ছয় পদার্থ মানিয়া থাকে (১)। এই দর্শনের বিলক্ষণতা এই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়বিষয়ে ইহা অধিক সহায়ক হইয়া থাকে। এই দুই দর্শনই পরমাণুকে নিত্য এবং সৃষ্টিকার্য্য বিষয়ে ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ মানিয়া থাকে। বাস্তবতঃ পদার্থবাদ সম্বন্ধীয় এই উভয়বিধ দর্শন ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়, সত্যপ্রতিষ্ঠা এবং অন্য দর্শন সমূহের রহস্য প্রকাশ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। নব্যন্যায় নামক পদার্থবাদ সম্বন্ধীয় দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক অভিনব অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়, তত্ত্বনির্ণয় এবং অন্য দর্শনরাজ্যে প্রবেশ বিষয়ে সহায়ক না হইলেও, নবীন ন্যায়, জল্পবিতণ্ডাখণ্ডন, বাদপুষ্টি (২) সভাজয় এবং জগতে বাক্যবিভূতি প্রকটন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে, প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থ সমূহকে মুখ্য এবং নবীন গ্রন্থ সমূহকে গৌণ রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে কেবল নব্যন্যায় শিক্ষা প্রণালীই প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু উহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে হিতকর নহে এবং এই বিচার্য্য বিষয় অবলম্বন করিয়াই পদার্থবাদ সম্বন্ধীয় দর্শন সমূহের অধ্যাপনবিধি সংস্কৃত হওয়া উচিত।

সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই সৃষ্টির কারণ এবং উভয়ই নিত্য। এই দর্শন চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব মানিয়া থাকে। যথাঃ—মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহং তত্ত্ব, মন, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়। পুরুষ, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। এবং নিঃসঙ্গ, অপরিণামী ও জ্ঞানময় কিন্তু প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, পরিণামিনী এবং সঙ্গশীলা। এই দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন পুরুষ প্রকৃতিকে চিনিতে পারে, তখনই জীব, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। সাঙ্খ্যমতে পুরুষ অসংখ্য। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পুরুষ মুক্ত হয় এবং ঐ মুক্ত জীবের অংশের প্রকৃতি মূল প্রকৃতিতে মিলিয়া যায়। ইহাকেই প্রকৃতির মুক্তি অথবা পুরুষের মুক্তি, উভয়ই বলা যাইতে পারে। এই দর্শনের এক বিশেষত্ব এই যে পূর্ণ ভাবে বেদানুগামী হইলেও ইহার জ্ঞানভূমি অনুসারে ঈশ্বরের সত্তা সিদ্ধ হয় না। একারণ কেহ কেহ এই দর্শনকে নিরীশ্বর সাঙ্খ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাঙ্খ্য বলিয়া থাকেন। এবং সাঙ্খ্যদর্শনের এই বিলক্ষণতা প্রযুক্তই ভ্রমাক্রান্ত হইয়া বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মাবলম্বী দার্শনিকগণ নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। পরন্তু বাস্তবতঃ সাঙ্খ্যদর্শন নাস্তিক নহে; সাঙ্খ্যবিজ্ঞানোক্ত মুক্তি, জীবশরীরে কূটস্থ দশায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত এই ভূমিতে সর্ব্বব্যাপক চেতন-

(১) ধর্ম্মবিশেষ প্রসূতাদ্দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সমিতি। বৈশেষিকদর্শনে মহর্ষিকণাদঃ।

(২) যথোক্তোপপন্নচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভোজল্পঃ। সপ্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা। তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ।

ইতি ন্যায়দর্শনে।

স্তানুভব হইতে পারেনা। এবং এই নিমিত্তই স্বীয় দার্শনিক বিজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ সাঙ্খ্য এরূপ বলিয়াছে। পরন্তু বাস্তবিক উহা ঈশ্বরের খণ্ডন করে নাই। জ্ঞান ভূমিতে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত এই দর্শন পরম সহায়ক। ইহার অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি এতৎ সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় কতিপয় গ্রন্থ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগদর্শনের রীতি সকল দর্শন হইতে বিলক্ষণ। ইহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যোগানুশাসনের নির্ণায়ক, সমস্ত দর্শনের মতের সহিত অবিরোধী, সর্ব্বদর্শনমান্য এবং মীমাংসাত্রয়োক্ত ত্রিবিধ পুরুষার্থের মূলভিত্তি স্বরূপ। এই দর্শনের সর্ব্বোপেক্ষা বিশেষত্ব এই যে, ইহা দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট নামক কেবল দুই প্রকার কর্ম্ম মানিয়া থাকে। অন্যান্যদর্শন অধিক কর্ম্ম স্বীকার করিলেও যোগদর্শনের এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত যে পুরুষার্থ দ্বারা যোগী আপনার দৃষ্ট কর্ম্মকে অদৃষ্ট এবং অদৃষ্টকর্ম্মকে দৃষ্টরূপে পরিণত করিতে পারে। যোগ দর্শনের বিজ্ঞানাংশ, সাঙ্খ্য এবং বেদান্ত দর্শন বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া থাকে এবং ক্রিয়াসিদ্ধাংশে উভয় দর্শনেরই সহায়ক। যোগবিজ্ঞান অনুসারে চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা স্ব-স্বরূপের বিকাশ এবং তদ্দ্বারা মুক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। সাধন এবং বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। এই সাধনের প্রধানতঃ অষ্ট অঙ্গ মানা হইয়াছে, যথাঃ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এই সাধারণ ক্রমের অতিরিক্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা সমাধি প্রাপ্তির আরও অনেক উপায় বর্ণিত আছে, যাহাদের মধ্যে উক্ত দর্শনের ঈশ্বর প্রণিধান মানা হইয়াছে। এই দর্শনে সিদ্ধিপ্রাপ্তির নিমিত্তও বিবিধ উপায় বর্ণিত আছে। ইহা অসাধারণ বিভূতি পূর্ণ। এবং অন্তর্মুখীন বৃত্তিব্যতীত কেহ এই দর্শন যথার্থভাবে পড়িতে অথবা পড়াইতে পারেনা। প্রাচীনকালে এই দর্শন শাস্ত্রের অনেক সূত্রকার ছিলেন এবং এখনও শ্রীভগবান্-ব্যাসদেবকৃত ভাষ্যের সহিত মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগ সূত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে।

দর্শনশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কর্ম্ম মীমাংসা দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। কারণ প্রথমতঃ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অন্য দুই কাণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ, দ্বিতীয়তঃ এই সৃষ্টি ক্রিয়া কর্ম্মমূলক এবং তৃতীয়তঃ কর্ম্মের বৈচিত্র অনন্ত। অধুনা কর্ম্মমীমাংসার কেবল মহর্ষি জৈমিনিকৃত এক গ্রন্থ পাওয়া গিয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থে প্রধানতঃ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরই বিষয় অধিক বর্ণিত আছে। প্রাচীন কালে এই দর্শন সিদ্ধান্তের অনেক গ্রন্থ ছিল। কর্ম্মবিজ্ঞান, সংস্কার বিজ্ঞান, কর্ম্মভেদ, সৃষ্টিবিজ্ঞান, কর্ম্মযোগ বিজ্ঞান, জীবন্মুক্ততত্ত্ব, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিজ্ঞান, লোকান্তরবিজ্ঞান, শারীরিকবিজ্ঞান, জন্মান্তরবাদ বিজ্ঞান, চন্দ্রগতি সূর্য্যগতি বিজ্ঞান, পাপপুণ্য বিজ্ঞান বিহিত কর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক কর্ম্মরহস্য পূর্ণ দার্শনিকতত্ত্ব এই দর্শনসিদ্ধান্তের অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ে উপলব্ধ গ্রন্থ সমূহ অসম্পূর্ণ হওয়ায় উহাতে সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্মের অনেক রহস্য এবং বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের অনেক ঔপপত্তিক অংশ উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং যাহাতে এই পরমাবশ্যকীয় দর্শনশাস্ত্রের লুপ্ত এবং অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের উদ্ধার হয় তন্নিমিত্ত অবশ্য যত্ন করা উচিত উপাসনা কাণ্ডের সহায়ক ভক্তি মীমাংসা অন্য দুই মীমাংসার পরম হিত কর। এই দর্শন সিদ্ধান্তে ভগবান্‌কে রসরূপ এবং ভক্তি দ্বারা মুক্তি মানা হইয়াছে। ভক্তিদর্শনে ভক্তির লক্ষণ, ভক্তিভেদ,

পরাভক্তি এবং ব্রহ্মসদ্ভাবের একতা, অধ্যাত্মাধিদৈবাধিভূতরহস্য, ঋষিদেবপিতৃগণের স্বরূপ ও নিত্যতা, ঈশ্বর, দেবতা ও ঋষির অবতার, ভগবদ্ভক্তির মহত্ব, অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত সৃষ্টির ভেদ, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ক্রম, উপাসনাবিধি, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমার্গ, ব্রহ্মপ্রকৃতির অভেদ, ঋষি দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তির উপায়, যজ্ঞ মহাযজ্ঞভেদ, ত্রিবিধ সমর্পণ, সপ্তবিধ ধ্যান, তিন কাণ্ড অনুসার মুক্তির ত্রিবিধ অনুভব ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিক রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। প্রাচীন সময়ে এই দর্শনের অনেক আচার্য্য ছিলেন। কিন্তু এ সময় ইহার একখানিও সিদ্ধান্তগ্রন্থ ঠিকভাবে পাওয়া যায়না। অতএব এরূপ যত্ন হওয়া উচিত যে এই দর্শনের লুপ্ত এবং অপ্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের অনুসন্ধান হয় এবং তিন মীমাংসা দর্শনই একত্রিত ভাবে পঠিত হয়। বেদান্তদর্শনের জ্ঞানভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহার নামই তাহা প্রকাশ করে। এই দর্শনের সিদ্ধান্ত মতে সৃষ্টি অনিত্য, মায়ার বৈভব মাত্র এবং সংসারের সমুদয় সোপাধিক ভাবই মিথ্যা। বেদান্ত ব্রহ্ম, সুবর্ণবলয় ন্যায়ানুসারে কার্য্য ব্রহ্মরূপী ব্রহ্মাণ্ডের উপাসান কারণরূপেস্বীকৃত হইয়াছে। যে প্রকার প্রস্তর স্তম্ভে খোদিত মূর্ত্তি সমূহ স্তম্ভ হইতে পৃথক নহে, ঐ রূপ বেদান্তদর্শনের মতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু নহে। পরন্তু মায়ার বৈভবে রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, শুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায় এবং মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মেই জগৎভ্রম হইয়া থাকে, বাস্তবিক এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপক, অবিকারী, স্বতঃপূর্ণ, সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নাই। এই উচ্চবিজ্ঞানই উপনিষদের সারভূত, সর্ব্বদর্শনের অন্তিম লক্ষ্য এবং জীবন্মুক্তি পদের অনুভূত ভাব। দর্শনশব্দের অর্থ নেত্র এবং এই শাস্ত্র, মুমুক্ষুগণের নিমিত্ত নেত্রস্বরূপ। এক দর্শন পাঠদ্বারা পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্তি হইতে পারেনা। তন্নিমিত্ত সপ্তদর্শন রহস্য বোধ সর্ব্বথা আবশ্যকীয়। এ সময় প্রথমতঃ সমস্ত দর্শনগ্রন্থ পাওয়াই যায়না এবং দ্বিতীয়তঃ যাহা পাওয়া যায় তাহাও সমান আবশ্যকতার সহিত যথা নিয়ম এবং যথাক্রম পড়ান হয়না, এ জন্য বৈদিকবিজ্ঞান বোধ বিষয়ে অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। এবং দার্শনিক জ্ঞান যথার্থরূপেনা হওয়াতে পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রের রহস্যও ঠিক অনুভব হয় না। এই হেতু ষড়ঙ্গ এবং সপ্তদর্শনের বিধি পূর্ব্বক প্রচার একান্ত কর্ত্তব্য। স্থূলদর্শী কোন কোন লোক এরূপ মনে করেন যে এই সমস্ত দর্শনের মধ্যে পরস্পর ঘোর মতভেদ আছে। পরন্তু বাস্তবিক এরূপ নহে। সমস্ত দর্শনেরই লক্ষ্য এক। কেবল জ্ঞানভূমির তারতম্যানুসারেই এরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে (১)।

---

(১) নানেহক্ষ্যংস্ত্রিকণাদবাক্ কপিলবাক্ তং শব্দবাচ্যো তদো-
বাচ্যো শণ্ডিলজাদিবাক্ ফনিবচস্তাৎপর্য্যবদ্বিগ্রহে।
মীমাংসামতিশোধিকর্ম্মনিচয়ে বেদান্ত শাস্ত্রোক্তয়
শুদ্ধং লক্ষ্যবিনির্ণয়েহনভিমতে কা বা বিরোধে ক্ষতিঃ॥

ইতি মধুসূদন সংহিতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

উপবেদ।

কৃপাবারিধি শ্রীভগবান জীবসমূহের অলৌকিক কল্যাণ বিধানের জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের যোগযুক্ত অন্তঃকরণে যেরূপ অপৌরুষেয় বেদরাশির আবির্ভাব করিয়াছেন, সেইরূপ মনুষ্যগণকে লৌকিক রাজ্যে সহায়তা প্রদান করিবার নিমিত্ত মহর্ষিগণ পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধীয় এবং শিল্প ও কলাসম্বন্ধীয় বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্রের নাম উপবেদ। উপবেদ চার ভাগে বিভক্ত যথ:—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং স্থাপত্যবেদ *। যে প্রকার লৌকিক পুরুষার্থযুক্ত যোগ ও সাধন যুক্ত উপাসনা এবং বৈদিক কর্ম্ম সমূহ, এইরূপ যাবতীয় লৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়প্রদ ক্রিয়াকলাপ পরম্পরারূপে নিঃশ্রেয়সলাভের সহায়ক হইয়া থাকে এবং যে প্রকার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এ তিনই পরম্পরারূপে অন্তিমফল মোক্ষপ্রাপ্তির ও জীবের লৌকিক উন্নতিই উহার আধাত্ম্য সমৃদ্ধির হেতুভূত হয়, সেই প্রকার উপবেদ সমূহও মনুষ্যের ক্রমোন্নতির সহায়ক হইয়া থাকে এবং পরম্পরা রূপে এইরূপ সহায়তা প্রদান করে বলিয়া পৌরুষেয় হইলেও উহারা উপবেদ শব্দবাচ্য হইয়া থাকে।

শরীরই সকল প্রকার সাধনের মূল। শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে ঐহলৌকিক পারলৌকিক কোন প্রকার উন্নতিই মনুষ্য করিতে পারেনা। এই নিমিত্তও শারীরিক মঙ্গলের সহায়ক চিকিৎসা শাস্ত্ররূপী আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টিবিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান, রোগোৎপত্তিবিজ্ঞান, রোগপরীক্ষাবিজ্ঞান, কাষ্ঠাদিকচিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নচিকিৎসাবিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিক রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যজাতির সমস্ত শাস্ত্রই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অবস্থিত। অধুনাতন পাশ্চাত্য উন্নত জাতিদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত পদার্থবিদ্যাসমূহ ক্রমশঃ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণ লৌকিক বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করত ঐ সকল বিদ্যার প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালে পদার্থবিদ্যা (Science) সম্বন্ধীয় যাহা কিছু উন্নতি হইয়া ছিল, তাহার কারণ যোগিরাজ মহর্ষিগণ। এই হেতু সেই সময়ের নিমিত্ত আবশ্যকীয় যাহা কিছু তাঁহারা যোগযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা দেখিয়া ছিলেন, সে সমস্তই অভ্রান্ত। প্রাচীন পদার্থ বিদ্যা দার্শনিক সিদ্ধান্ত দ্বারাও সিদ্ধ ছিল। দৃষ্টান্তরূপ বুঝিতে পারা যায় যে যেরূপ সৃষ্টির স্বাভাবিক সপ্তভেদ দর্শন সিদ্ধ যথা:— সপ্ত উচ্চ লোক, সপ্ত অধোলোক, সপ্তব্যাহৃতি, সপ্তরঙ্গ, সপ্তস্বর, সপ্তজ্ঞানভূমি, ইত্যাদি ঐ প্রকার আয়ুর্ব্বেদানুসারেও শরীরে সপ্তধাতু মানা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি ত্রিগুণাত্মক হওয়াতে যেরূপ ত্রিবিধজ্ঞান, ত্রিবিধকর্ম্ম, ত্রিবিধভাব, ত্রিবিধঅধিকার প্রভৃতি সৃষ্টির

---

* আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
স্থাপত্যবেদমপরমুপবেদশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥

সমুদয় বিভাগই ত্রিগুণাত্মক ভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐরূপ আয়ুর্ব্বেদ অনুসারেও সমস্ত শারীরিক বিজ্ঞান, বাত, পিত্ত এবং কফ এই তিনের উপরই স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তযুক্ত এবং তদুক্ত ঔষধি সমূহ ভারতীয় প্রকৃতির অনুকূল হওয়ায় আর্য্যজাতির নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতকর। পুরাকালে মহর্ষিগণ এই শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, পরন্তু উহার দশমাংশও এখন পাওয়া যায়না। কিন্তু এই শাস্ত্র কিছু প্রত্যক্ষ ফল প্রদ বলিয়া অন্যান্য উপবেদ অপেক্ষা ইহার অধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। উন্নতশীল পাশ্চাত্যজাতি, আর্য্য-জাতির এই লোক হিতকর বিদ্যা, প্রাচীন গ্রীকজাতির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তৎপশ্চাৎ উহারা অস্ত্র চিকিৎসা ও রসায়ন চিকিৎসা বিষয়ে অনেক উন্নতি করিয়াছে। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার পুনঃ প্রচার কালে পাশ্চাত্য জাতির উক্ত আবিষ্কার সমূহ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধনুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, মন্ত্রবিজ্ঞান, লক্ষ্যসিদ্ধি, শস্ত্রবিজ্ঞান, যুদ্ধ-বিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বিষয় বর্ণিত ছিল। যে প্রকার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শারীরিক স্বাস্থ্য এবং বল প্রদান করিয়া থাকে এবং শরীরের সুস্থতা মুক্তিপদ প্রাপ্তিরও সহায়ক হয়, ঐ প্রকার ধনুর্ব্বেদশাস্ত্র স্বধর্ম্মরক্ষা, জাতিগত জীবনরক্ষা, শান্তিরক্ষা, স্বদেশরক্ষাদির প্রধান সহায়ক এবং আধিভৌতিক মুক্তি অর্থাৎ জাতিগত স্বাধীনতারূপী মুক্তি পদ প্রাপ্তির একমাত্র অবলম্বন। মনুষ্যগণের নিমিত্ত মহর্ষিরা কেবল দুই প্রকারের মৃত্যু বিধান করিয়াছেন। যথা—যোগ দ্বারা উত্তম মৃত্যু এবং ধর্ম্মযুদ্ধে কীর্ত্তিকর মৃত্যু। এই দুই প্রকার মৃত্যুই মুক্তিদায়ক (১)। এতদ্ব্যতীত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া যে মৃত্যু উহা আর্য্যজনোচিত নহে। যোগমৃত্যু এবং যুদ্ধমৃত্যু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমনকি স্ত্রীদিগের নিমিত্তও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। এ স্থলে যুদ্ধবিদ্যা দ্বারা কেবল ধর্ম্মযুদ্ধই লক্ষিত হইয়াছে, কারণ অধর্ম্মযুদ্ধ সর্ব্বথা নিন্দনীয় এবং অহিতকর। এই শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ প্রাচীন সময়ে প্রচলিত ছিল। পরন্তু এখন ইহার একখানিও সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায়না। যদ্যপি বর্ত্তমান দেশানুসারে পাশ্চাত্যজাতি সমূহ বিবিধ যুদ্ধপোত এবং জলযানাদির আবিষ্কার করিয়াছে এবং আধুনিক কলা কৌশল সম্পন্ন উক্ত জাতি বিভিন্ন প্রকার শতঘ্নী এবং নালাস্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং বিমানাদি নির্ম্মাণ বিধিও প্রকাশিত প্রায় হইয়াছে, তথাপি যেরূপ লৌকিক এবং দিব্য অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান নির্ম্মাণবিধি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন আর্য্যগণ যে প্রকার ব্যূহরচনার প্রণালী অবগত ছিলেন, ওরূপ উন্নতি এ সময় হওয়া কঠিন আর্য্যজাতির যুদ্ধবিদ্যা কিছু বিলক্ষণই ছিল। বীরতার পরাকাষ্ঠা, সরল নীতির পূজা এবং সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা, এগুলি আর্য্যযুদ্ধবিদ্যার অনুমোদিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র, ভীষ্ম, অর্জ্জুন আদি বীরগণের সময়ের ত কথাই নাই, গত দুই শতাব্দী পূর্ব্বেই মিবারাধিপতির বীরাগ্রগণ্য বংশধরগণ যেরূপ ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ত্যাগ এবং শৌর্য্যাদি গুণাবলীর

(১) দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ।
পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখোহতঃ।
শ্রীযোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পরিচয় দিয়াছেন তাহার উদাহরণ ও জগতে দুর্লভ। শ্রীমহাভারতাদি গ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত ত অনেক পাওয়া যায়। পরন্তু বর্ত্তমান সময়েও উক্ত রাজবংশে এরূপ অনেক ব্যক্তি যোদ্ধা জন্মিয়াছিলেন যে তাঁহারা দিবাভাগে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেন এবং যুদ্ধাবসানে রাত্রিতে পরস্পরের শিবিরে গমন করত পরস্পরের সেবা ও চিকিৎসা করিতেন। ধনুর্ব্বেদ লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে ক্ষাত্রতেজের নাশ হইয়া গিয়াছে এবং ব্রহ্ম তেজও সহায়বিহীন হওয়াতে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ধনুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহের যেরূপ চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না, গান্ধর্ব্ববেদের সেরূপ দশা নহে। গান্ধর্ব্ববেদ সম্বন্ধীয় লৌকিক গ্রন্থ অনেকগুলি পাওয়া যায় এবং এ বিষয়ের আর্ষগ্রন্থও দুচারখানি ছিন্ন ভিন্ন দশায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। যেরূপ শরীরের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ গান্ধর্ব্ব বেদেরও মনের সহিত সম্বন্ধ। সঙ্গীতের সহায়তায় মন সুস্থ এবং বলশালী হয়। "বেদের মধ্যে আমি সামবেদ (১)" এই বলিয়া শ্রীভগবান যে সামবেদের প্রাধান্য বর্ণন করিয়াছেন, গান্ধর্ব্ব বেদের সহায়তাই তাহার কারণ। সামবেদের ন্যায় লোকমুগ্ধকর অন্য বেদ নহে এবং এই নিমিত্তই অন্য বেদ সমূহ অপেক্ষা ইহার বিস্তার সহস্রগুণ অধিক হইয়াছিল। উপাসনা কাণ্ড সম্বন্ধীয় শাস্ত্র সমূহদ্বারা সঙ্গীতের সর্ব্বোচ্চ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে (২)। প্রাচীনকালের স্বর্গীয় গান্ধর্ব্ববেদপ্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ছিল যথাঃ—দেশী বিদ্যা ও মার্গীবিদ্যা। ইহার মধ্যে দেশীবিদ্যা লোকরঞ্জনকর এবং মার্গীবিদ্যা বেদগানের উপযোগী। বর্ত্তমান সময়ে মার্গীবিদ্যার চিহ্ন পর্য্যন্তও পৃথিবীতে নাই। অধুনাতন সামগানবিধি যথার্থ নহে। অধিকন্তু উহা দ্বারা সাধারণ সামমহিমাই ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়। পুরাকালে ষোড়শ সহস্র রাগরাগিণী এবং তিন শত ষট্ত্রিংশৎ তাল ব্যবহৃত হইত। পরন্তু অধুনা ব্যবহার যোগ্য পঞ্চাশত শুদ্ধ রাগরাগিণী এবং দশ তালও প্রাপ্ত হওয়া যায়না। প্রাচীনকালে লোক রঞ্জনকর দেশীবিদ্যা, ত্রয়ীবিদ্যা নামেও অভিহিত হইত। কারণ দেশীবিদ্যা তিনভাগে বিভক্ত যথাঃ—গীত, বাদ্য ও নৃত্য। আধুনিক গায়কনৃত্যই প্রাচীন নৃত্যবিদ্যার শুষ্ককঙ্কাল রূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং এতদ্বিষয়ক একখানি আর্ষগ্রন্থও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়না। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারাই সঙ্গীতশাস্ত্রের বর্ত্তমান ঘোর অবনতি অনুমিত হইতে পারে। সঙ্গীতশাস্ত্র শব্দময় সৃষ্টির নির্ণায়ক। যে প্রকার মূল প্রকৃতি হইতে এই ভৌতিকসৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐরূপ সঙ্গীতাচার্য্যগণের মতে প্রণব হইতে প্রথম সপ্তস্বর এবং তৎপশ্চাৎ সপ্তভাবময় সৃষ্টির আবির্ভাব হয়। প্রণবের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলিয়া সঙ্গীতের সাহায্যে অন্তঃকরণের উন্নতি এবং ঈশ্বর সাক্ষাৎকার গান্ধর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ। এ সময় এই শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে, উহার বিশেষ উন্নতি সাধন দ্বারা নিশ্চয়ই আর্য্যজাতির মানসিক উন্নতি বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্তি হইবে। আর্য্যজাতির বর্ত্তমান অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এ বিদ্যা ও অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দিগের হস্তে ইহার

(১) বেদানাং সামবেদোঽস্মি। ইতি গীতোপনিষৎ।

(২) পূজাৎ কোটিগুণং স্তোত্রং, স্তোত্রাৎ কোটি গুণোজপঃ।
জপাৎ কোটিগুণং গানং, গানাৎ পরতরং নহি॥

ক্রিয়া সিদ্ধাংশ চলিয়া গিয়াছে এবং দুঃখের বিষয় এই যে বিবাহাদি উৎসবে জাতীয় বাদ্যের ও স্বদেশীয় গীতের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় গীত বাদ্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকলের সংস্কার করত জাতীয় সঙ্গীতের পুনরভ্যুত্থান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্থাপত্যবেদে নানাপ্রকার শিল্প, কলা, কারুকার্য্য এবং পদার্থ বিদ্যার বর্ণন ছিল এবং শাস্ত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে এই বেদ অত্যন্ত বিস্তৃত ও চতুঃষষ্টি ভাগে বিভক্ত ছিল। যে প্রকার দার্শনিক উন্নতিই মানবের অন্তর্জগত সম্বন্ধীয় উন্নতির পরিচায়ক, ঐ প্রকার শিল্পকলাদির উন্নতির দ্বারাই মনুষ্যের বাহ্য উন্নতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতি অট্টালিকা, সেতু ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ এবং প্রস্তর সম্বন্ধীয় কারুকার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ঐ সমস্ত শিল্পকলার ধ্বংশাবশেষ দেখিলে এখন কিছু কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন শিল্প নৈপুণ্যের এখনও অনেক এরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ চকিত হইয়া ঐ সকলকে অমানুষিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে পশুবিদ্যা, প্রস্তর বিদ্যা, লৌহাদি কঠিন ধাতু এবং স্বর্ণাদি কোমল ধাতুর উপযোগী বিদ্যা, বনস্পতি বিজ্ঞান, বিবিধ যাননির্ম্মাণ বিদ্যা, ভূমি অন্তর্গত পদার্থ এবং জল নিরাকরণ বিদ্যা, নানাবিধ নানা বস্ত্র, ভূষণ এবং রত্ন সম্বন্ধীয় শিল্পবিদ্যা, আকাশতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব এবং অগ্নিতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি অনেক লোকোপকারী শিল্প এবং পদার্থবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন এবং প্রাচীন পুস্তকসমূহে বিস্তর পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পোন্নতিই উন্নত পাশ্চাত্য জাতির জয়পথ আবিষ্কারের হেতুভূত ইহাতে সন্দেহ নাই।

এর উপবেদ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষা দ্বারা এই চারি উপবেদ ভাণ্ডার যথাসম্ভব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ধার্ম্মিক বিদ্বানগণের যত্ন লওয়া উচিত। এ সময় পৃথিবীস্থ সমস্তজাতির মধ্যে যেখানে যাহা উপযোগী বিষয় পাওয়া যায়, স্বদেশীয় ভাষায় তৎসমূহের সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

ঐ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র কি বৈচিত্রময়! একদিকে যেমন ঋষিগণ সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া শ্বাপদসঙ্কুল বিজনঅরণ্যে সমাসীন হইয়া সেই পরমপুরুষের ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, অপর দিকেও সেই রূপ মানবগণ বিষয় মরীচিকাদর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া কত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, একদিকে যেমন জিতেন্দ্রিয় সত্যসন্ধমহাত্মগণের পবিত্র স্পর্শে এই পাপ পঙ্কিল ধরিত্রীবক্ষ শীতল হইয়াছে, অপরদিকেও সেই রূপ কত দুর্ব্বৃত্ত পাপাচরণ রূপ জ্বলন্ত অনল রাশিতে বিদগ্ধ হইয়াছে; কোথায় ও কেহ পুণ্য কর্ম্ম করিয়া অনন্ত সুখ ভোগ করিতেছে, কোথায় ও কেহ পাপ বিভীষিকার ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া অনুতাপের দুর্ব্বিসহ তুষানলদহনে দগ্ধ হইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ খেলিতেছে কেহ নাচিতেছে; কোথায়ও প্রদীপ্ত মহাপুরুষগণ মাতৃভূমির তরে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়া কাল নভোমণ্ডলে বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতেছে; কেহ বা পত্নীর অঞ্চলধারণ করিয়া নির্ভয়ে নির্ব্বিবাদে কাল যাপন করিতেছে; কাহারও প্রাণে আশা থাকিলে ও তাহাপূরাইতে পারিতেছেনা, কাহারও প্রাণে শক্তি থাকা সত্বেও আশার সঞ্চার হয়না সংসারের এবম্বিধ বিচিত্রতা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া আমরা যদি চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাই যে একমাত্র সংযম ও সম্ভোগ এই দুইই ইহার মূলীভূত কারণ। সংযমে সুখ এবং সম্ভোগে দুঃখ ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন প্রথা। সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধকরাকে সংযম বলে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা প্রথমেই সংসারজালে আবদ্ধ হইনা। আমাদের শরীরের যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে মায়াও আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় করে। সেই মায়ার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা আত্মজ্ঞান হারাই। সুতরাং অতি প্রবল অদম্য ইন্দ্রিয় নিচয় স্বভাতঃই ভোগমার্গে পরিধাবিত হইতে চেষ্টা করে এবং পদেপদে বিপদগ্রস্ত হয়।

সংযম ও সম্ভোগ দুইটী শব্দ প্রায় বিপরীত অর্থবোধক এবং দুই এর মধ্যে প্রভেদ অনেক। সংযমী তাহার চিত্তবৃত্তি নিরোধকরিয়া ভবৎসল ভগবানের মোহনমূর্ত্তি দর্শনে কলুষনিচয় মুছিয়া ফেলে; সংসারের প্রহেলিকায় না ভুলিয়া ইন্দ্রিয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা নাপূর্ণ করিয়া বিপদে ধীর থাকিয়া, সম্পদে আকুল না হইয়া সংযমী পুরুষ যে বিমলানন্দ অনুভব করে, সম্ভোগতৎপর পুরুষ দুর্বিপাক বিষয় বিষাস্বাদন করিয়া, প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া বিপদে অস্থির এবং সম্পদে আকুল হইয়া দুশ্চিন্তার বৃশ্চিকদংশনে জর্জ্জরিত হইয়া কি সেই সুখ ভোগে সমর্থ হইবে? সংযমী পুরুষ যে হৃদয়ে পুণ্যময় পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার আরাধনায় নিরত থাকেন, সম্ভোগ তৎপর পুরুষ কি সেই হৃদয়ে

পাপ বিভীষিকার জলন্ত অনল প্রজ্বালিত করিয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে? সংযমী পুরুষ রাত্রিতে জাগে এবং দিনে ঘুমায়, অর্থাৎ সকল প্রাণী যখন মোহ নিদ্রায় আবৃত থাকিয়া চিন্ময় ভগবান্ কে বিস্মৃত হয়, তখন সে ভগবান্ কে কদাচ ভুলেনা।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥ ইতি ভগদ্গীতা

এবং প্রাণিগণ যখন এই প্রপঞ্চময় সংসার নাট্যকে সত্য বলিয়া মনেকরে, সংযমীপুরুষ তখন দিব্যজ্ঞান নেত্রে ইহাকে মায়াবৃত্ত বলিয়াই বিবেচনা করে। সংযমী পুরুষ সম্ভোগী হইতে পারে কিন্তু সম্ভোগী পুরুষ কদাচ সংযমী হইতে পারেনা। এই জন্যই পুতচরিত্র প্রাচীন ঋষিগণ অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নতুবা যখন যৌবন প্রমাথি ইন্দ্রিয় নিচয় মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক মানবগণকে পাপের দুরত্যয় গহ্বরে লইয়া যায়, যখন রমণীগণের বিলোল কটাক্ষ পাতে অত্যন্ত শিক্ষিত পুরুষের মন ও বিচলিত করিয়া তুলে, যখন অদম্য রিপুনিচয় প্রলয় কালীন ঘনঘটার ন্যায় মানবগণের হৃদয়-গগন আবৃত করিয়া গভীর নিনাদে আতঙ্ক-সঞ্চার করে, যখন লজ্জা, ভয়, শোক আসিয়া মানবকে জর্জ্জরিত করে যখন স্থৈর্য্য, ক্ষমা, শৌর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী যৌবনের পঙ্কিল প্রবাহে ভাসিয়া যায়, সেই গার্হস্থ্যাশ্রমে সেই ভয়ঙ্কর গার্হস্থ্যাশ্রমে সংযমী পুরুষ ভিন্ন কে অবিচলিত ভাবে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে? তাই শ্রেয়স্কাম প্রাচীন ঋষিগণ অগ্রে সংযমী এবং তৎপর ভোগী হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইলে মনঃসংযমের আবশ্যক। শারীরিক সংযম ভিন্ন মানসিক সংযম হইতে পারেনা। সুতরাং অগ্রে শারীরিক সংযমের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শারীরিক সংযম আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সকল সময়েই সাধিত হওয়া আবশ্যক। অনুতাপের বিষয় বর্ত্তমান সময় নব্য শিক্ষিতগণের অনেকেই রসনার বাসনা নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অস্বাস্থ্যকর কদর্য্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতেছেন। পরিশেষে রোগাক্রান্ত হইয়া এই ধরাধাম হইতে অকালেই অবসর গ্রহণ করিতেছেন সংযম শিক্ষার অভাবেই জাতি ধর্ম্ম ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। জাতি পুনর্গঠন করিতে হইলে সংযম শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে স্বধর্ম্মের প্রতি মতি রাখিতে হইবে। নতুবা বিদেশী শিক্ষার কৃত্রিম আলোকে স্বদেশীর স্বদেশিত্ব লোপ পাইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আর উপায় নাই। সত্যবটে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, কিন্তু এখানে ও সংযমের অভাবে অপকার ও যথেষ্ট হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ছুতা করিয়া অনেকেই একজাতিত্ব লাভ করিবার নাম লইয়া ঘৃণী সাহা-চণ্ডাল এমন কি মুসলমানের সঙ্গেও একপংক্তিতে আহার করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেননা। এই অসদাচারকে স্বদেশীর উপকারক বলিয়া কদাচ গ্রহণ করা যাইতে পারেনা, ইহাকে স্বদেশীর সংহারক বলিয়াই মনে করি। এক জাতিত্ব কি, একতা কাহাকে বলে, ইহার মর্ম্ম অনেকেই সম্যক্ বুঝিতে না

পারিয়া বিপরীত পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন। কেবল বিদেশী ভাব গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে শ্রেয়োলাভ কিছুতেই হইবেনা। আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। মূল ঠিক না রাখিয়া গাছে জল সিঞ্চন করিলে গাছ সমূলে বিনষ্ট হয়। আগে রোগ ঠিক করা, পরে ঔষধের ব্যবস্থা। রোগ ঠিক না করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলে সেই ঔষধ সেবনের ফল কি হইতে পারে? সেইরূপ সমাজ হইতে পাপ বিষ দূরীভূত না করিয়া সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে সমাজের ধ্বংসসাধন করা হয়না কি? সংযমের অভাববশতঃই সমাজ অধঃপথের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। সংযমের অভাবেই বালিকগণ কি নব্য শিক্ষিতগণ খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিতেছেন না। পরিণামে তাহারা কিম্ভূতকিমাকার জীব হইয়া দাঁড়াইবেন ইহাই দুঃখ। শাস্ত্রেই আছে—

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সীতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমাপ্নোতি আচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥ ইতি মনু।

সদাচার হইতেই আয়ুলাভ করিতে পারা যায়, অভিলষিত সন্তান পাওয়া যায়। এই সদাচার হইতেই অক্ষয় ধন লাভ হয়। অপিতু এই সদাচারই কুলক্ষণ বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব সংযমের অভাব বশতঃই পরমকল্যাণকর সদাচারের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া শিক্ষিতগণ খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিতে-ছেন না। তাহারা নিজেরাই আত্মবিনাশের পথ অবলম্বন করিতেছেন। পরমারাধ্যা গীতাতে আহারের সুব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে.

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারারাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময় প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ইতি গীতা।

অতএব যে আহারের দ্বারা, আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন করে, যে আহার রসযুক্ত, এবং স্নেহপ্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় আর যাহা হৃদ্য (উগ্ররসযুক্ত নহে) ঈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় অর্থাৎ সংযম লাভেচ্ছু পুরুষের উপভোগ্য।

যাবতীয় কার্য্য ও তাই। সংযমে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভোগে শক্তি হ্রাস হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সংযম আমাদিগকে সংসাররূপ অন্ধকূপ হইতে মোক্ষমার্গে লইয়া যায়, সম্ভোগ

আমাদিগকে সংসার জালে আবদ্ধ করে, বস্তুতঃ মানবের এক শরীরের পর অন্য শরীরের পরিগ্রহ বিষয়-সম্ভোগের জন্যই হইয়া থাকে। বিষয়তৃষ্ণা আছে বলিয়াই জীব কখনও বা কৃমি যোনিতে, কখন ও বা পশুযোনিতে, কখন ও বা পক্ষিযোনিতে কখনও বা কীট পতঙ্গের যোনিতে, কখন ও বা সুদুর্লভ মানবযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণালাভ করে। কিন্তু সংযমী পুরুষ ইন্দ্রিয় নিরোধ পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার সুতীক্ষ্ণ অসি ধারে ভোগবাসনা এক একটী করিয়া ছেদন করে ও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। যেমন একটী বৃক্ষকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিতে হইলে, উহার শিকড়-সমূহ সযত্নে উৎপাটন করিতে হয়, সেইরূপ বিষয়ভূমিতে মানববৃক্ষ বাসনাশিকড়সমূহে সম্বদ্ধ হইলে জ্ঞান অসিদ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে মূলচ্ছেদন করিয়া তবে উহাকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে হয়; তখন তাঁহাকে আর বিষয়ীর ন্যায় ঘোরাবর্ত্তে পড়িয়া চীৎকার করিতে হয়না, তখন তাঁহাকে আর দারাপুত্রপরিবারের জন্য অলীক ক্রন্দনে রত হইতে হয়না, তখন তাঁহার হৃদয় সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কারুণ্যচন্দ্রিকা লাভ করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তখন তিনি সমুদ্রতীরে বসিয়া প্রবল ঝটিকা সময়ে ও উত্তাল সাগরবক্ষে আলোড়িত মানবতরী আনন্দহৃদয়ে নিরীক্ষণ করেন। আহা! সম্ভোগীর নিকট সে সুখ, সে আনন্দ, সে প্রেম, সে স্ফূর্ত্তি কদাচ স্থান পায়না। অনেকে বলেন যে বিষয়ভোগ দূষণীয় নহে কারণ ভগবান্ মানবগণের উপভোগের জন্যই যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং উপভোগ করিতে আপত্তি কি? কিন্তু ভগবান্ পদার্থ সমূহ অনাসক্তভাবে উপভোগ করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক বস্তু নিচয়ের সম্যক্ উপভোগই আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য, এমত নহে। অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে জীব যাহা ইচ্ছা তাহা উপভোগ করিতে পারে। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

যোহি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ময়ি তৎপরঃ।
কর্ম্মভির্ন সবধ্যতে নলিনী দলমম্ভসা॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি॥

হে অর্জ্জুন যিনি সকল কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিয়া আমাকেই সর্ব্বদা ধ্যান করেন তিনি কর্ম্মেরদ্বারা বদ্ধ হন না, যেপ্রকার পদ্মপত্র জলপূর্ণ হইলেও তদ্দ্বারা সংলিপ্ত হয়না। ভোগ করিতে হইলে এইরূপ ভোগ করাই শ্রেয়ঃ।

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, স্নানে, ক্রীড়াদিতে সকল সময়েই ভগবানের মনোমোহন মূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া সকল কর্ম্মই তাঁহাকে অর্পণ করার ন্যায় ভোগমার্গে ইন্দ্রিয়াদির সদ্ব্যবহার আর কিছুই নাই। অনেকে বলিবেন যদি ভোগই না করিলাম তবে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন

কি? তবে ষড়্‌রিপুর আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে আমি বলিব যে তোমার চক্ষু কি ভগবানের চিত্ত বিমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেনা? তোমার নাসিকা কি ভগবানের পাদপদ্মের গন্ধে আমোদিত হইতে পারেনা? তোমার রসনা কি ভগবৎ প্রেমের রসাস্বাদনে সক্ষম নহে? তোমার ত্বক কি ভগবানের শ্যামাঙ্গ পরশনে চিদানন্দ অনুভব করিতে পারেনা? কামনা করিতে হয় ভগবানের জন্য কামনা কর। ক্রোধ করিতে হয় ভগবানের উপর ক্রোধ কর। লোভকরিতে হয়, ভগবানের জন্য লোভকর। মোহিত হইতে হয় ভগবানের রূপ রাশিতে মুগ্ধ হও। মত্ত হইতে হয় ভগবানের প্রেমরসে মত্ত হও। দেখিবে সংসারের লজ্জা, ভয়, শোক সকলি ভগবৎ প্রেমের গঙ্গা প্রবাহে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে; দেখিবে মায়াজাল বিস্তারিণী ভোগবাসনা জ্ঞানাস্ত্রে নিরস্ত হইবে; দেখিবে বিষয়াস্বাদন বিষভক্ষণের ন্যায়, ও ভগবানের প্রেমাস্বাদন অমৃত; দেখিবে তোমার মনতরী এক অভিনব আনন্দ হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া মহাসিন্ধুপানে চলিয়া যাইবে; দেখিবে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় নিচয় ও রিপু-সমূহ তোমারই আজ্ঞা শিরে বহন করিবে, তুমি যেপথে চালাইবে, সেই পথেই চলিবে। তখন তুমি পুত্রহীনা জননীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে আকুল হইয়া পড়িবেনা, তখন তুমি দুরাশার মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ হইবেনা; তখন তুমি পাপচিন্তারূপ পিশাচিকা দ্বারা স্পৃষ্ট হইবেনা; তখন জাগিবে ভক্তি, তখন থাকিবে প্রেমের অনন্ত বিস্ফূরণ, তখন থাকিবে হৃদয়োন্মাদক ভগবানের পবিত্র ছবি!

বস্তুতঃ গভীরগবেষণা তৎপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ ইন্দ্রিয় বৃত্তির অন্তর্মুখকরাকে সংযম ও তাহার বহির্মুখ করাকে সম্ভোগ বলিয়া থাকেন। জগতের প্রায় জীবই ইন্দ্রিয়বৃত্তি বহির্মুখ করিয়া থাকে। জন্মজন্মান্তরে বিষয় বাসনা ভোগসম্ভূত সংস্কার প্রণোদিত হইয়াই তাহার ভোগ মার্গে পরি-ধাবিত হয়। ইউরোপ বাসিগণ ভোগ মার্গে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের মুক্তির আশা সুদূর পরাহত। স্বীকার করি তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াবলে অনন্তব্যাপী বায়ু রাশির চাপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে অনবরত যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেনা কি? স্বীকার করি তাহারা বিজ্ঞানবর্ত্মে উড্ডীন হইয়া নভোমণ্ডল শোভী জ্যোতিষ্কমণ্ডলের, তারকা, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির গতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু তাহারাকি এই ক্ষুদ্র দেহ রূপ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির গতি নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন? স্বীকার করি তাহারা বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বহির্জ্জগতের পরম শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের কি শ্রেয়ঃ সাধন করিলেন? বস্তুতঃ এই দেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। জগতে যাহা আছে, ইহার মধ্যেও তাহা আছে, সেই সকল বর্ণনা করিয়া এ দীন প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি ও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করিনা। যাঁহারা সংযমী তাঁহারা মুক্তিলাভ করেনই যোগাসনে বসিয়া ধ্যান স্তিমিত নেত্রে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু নিচয় নিজ দেহ মধ্যে নিহিত দেখেন ও বিমলানন্দ উপভোগ করেন। প্রাচীন ঋষিগণ ও ইচ্ছা করিলে বহির্জ্জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেন পারিতেন; তাহারও রেলগাড়ী ষ্টীমার, প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণের ক্ষমতা রাখিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি বহির্মুখ অর্থাৎ ভোগ-

বাসনা—ব্যাকুল করিতে অভিলাষী ছিলেন না এবং জন সাধারণের ইন্দ্রিয় বৃত্তিও যাহাতে তদ্রূপ না হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে উহা যে প্রকার নির্ব্বাপিত না হইয়া দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জলিত হয়, কাম ও সেই প্রকার উপভোগ দ্বারা নিবৃত্ত না হইয়া বর্দ্ধিত হওত জীবজগতের সংহার সাধন করে। তাঁহারা বলিয়াছেন:—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

এবং ইহাও তাহারা জানিতেন যে সেই কামভাব প্রবল হইলে; জগৎ স্বর্গও অপবর্গ হারাইয়া আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হয়, সুখের আশায় দুঃখ ভোগ করে, স্বর্গের আশায় নরকযন্ত্রণা গ্রস্ত হয়; মুক্তির আশায় অধিকতর বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল ভোগ সাধন বিস্তারে তাহারা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং যাহাতে জীবগণ সংযমের পথে যথা শক্তি অগ্রসর হইয়া বিষয়--মদে অপ্রমত্ত থাকে তাহারই চেষ্টা পাইয়াছেন। তাই আমরাও বলিতেছি আর বিষয়মদে মত্ত থাকিওনা; আর পাপ লিপ্ত হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইওনা, আর অমৃত বলিয়া বিষ ভক্ষণ করিওনা, স্বর্ণ বলিয়া তপ্ত অঙ্গার স্পর্শ করিওনা, রজ্জু বলিয়া সর্প ধরিওনা, স্পর্শমণি বলিয়া পাথর কিনিওনা। এখন হইতে সংযমের প্রতি আস্থাবান্ হইয়া খাদ্যাখাদ্য বিচারে প্রবৃত্ত হও। খাদ্যাখাদ্য বিচার না মানিলে সত্ত্বগুণের অভাব হেতু সংযম লাভের আশা সুদূরপরাহত হইবে। খাদ্যাখাদ্য বিচার না মানিলে ভারতের জাতীয়ত্ব কর্ম্মনাশার গভীরজলে বিলীন হইয়া যাইবে। ইদানীন্তন কালের স্বদেশী ভাবকে সুপরিস্ফুট করিতে হইলেও সংযত হইতে হইবে। যিনি না হইবেন, তিনি কি কখন জাতীয় ভাব সংগঠন দ্বারা ধর্ম্মের সহিত চির সৌহার্দ্দসংস্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন? ধর্ম্মই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মই মানবগণের একমাত্র পরমবন্ধু। কেননা:—

একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

মৃত্যুর পরও ধর্ম্ম অনুগামী হইয়া থাকেন,। অপরাপর সমস্তই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই অশেষ গবেষণা-তৎপর শ্রেয়স্কাম প্রাচীন ঋষিগণ মানবগণকে কি বাল্য, কি যৌবন কি বার্দ্ধক্য, সকল সময়েই স্বধর্ম্মাচারণে মতি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। কেননা—

ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো-
নচাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।

সদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেহভিবর্ত্ততে ॥

মরণের নির্দ্ধারিত কাল নাই। কোন্ সময় কাল আসিয়া মানব গণের কেশাকর্ষণ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, কাজেই মানবগণের ধর্ম্মসাধনের কোন অবধারিত কাল নাই, যখন মানবগণ কালের করাল গ্রাসে নিয়ত পতিত হইতেছে, তখন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান সকল সময়ই সম্পাদিত হওয়া উচিত। এই সকল বিবেচনা করিয়াই আর্য্য ঋষিগণ বাল্য কাল হইতেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি রাখিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সংযম অভ্যাসই ধর্ম্মলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। অতএব এখন হইতেই বালক গণকে এই সংযমলাভে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। কেবল পাশ্চাত্য রীতি নীতির বশবর্ত্তী হইয়া "স্বদেশীয়" স্রোতে মগ্ন থাকিলে প্রকৃত স্বদেশিত্ব কিছুই সিদ্ধ হইবেনা। প্রকৃত স্বদেশিত্ব সাধন করিতে হইলে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতেই হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত হুজুক পূর্ণ বৃথা আড়ম্বরের সহিত "স্বদেশী" চালাইলে স্বদেশী ভাব বজায় রাখিতে কদাচ সমর্থ হইবে কি? সুনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সৎপথ অবলম্বন করিয়া কুরীতিও কুসংস্কার নিচয় মন হইতে দূরীভূত করিয়া স্বদেশ সেবায় ব্রতী হইলে স্বদেশের সুফল ফলিতে কাল বিলম্ব হইবেনা। স্বদেশীয় সেবাই প্রকৃত ধর্ম্মসেবা, কিন্তু তাহা যদি ধর্ম্মসঙ্গত না হইয়া কেবল বিদ্বেষ বশেই চালিত হয়, তবে টিঁকিবে কেন? সুতরাং প্রকৃত স্বদেশী হইতে হইলে, প্রথমেই সংযম শিক্ষার প্রতি মনঃ সংযোগ করিতে হইবে। সংযম শিক্ষা প্রচলিত হইলে, সেই শিক্ষার গুণে বালকগণের বিপর্য্যস্ত মতিগতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া, সৎপথের দিকে আকৃষ্ট হইবে। তখন জাগিবে ভক্তি, তখন থাকিবে প্রেমের অনন্ত বিস্ফুরণ, তখন জাগিবে হৃদয়ে ভগবানের পবিত্রছবি। অতএব আর ভোগমার্গে ধাবিত হইয়া সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ না করিয়া, আর ঐহিক সুখে মত্ত হইয়া, জগতের সার সর্ব্বস্ব ধনকে ভুলিয়া থাকিওনা। আমরাও একদিন পরম শান্তিদাতা পরমেশ্বরের শান্তি-ক্রোড়ে ছিলাম, আমরাও একদিন বিষয়-তৃষ্ণা কেমন তাহা জানিতামনা। পাপ কি তাহা বুঝিতাম না, সংযম কি তাহা চিনিয়াও চিনিতাম না। কিন্তু আজি পাপের কোন দুরত্যয় গহ্বরে পড়িয়া আছি। কোথায় বা সেই বিশ্বপাতার শান্তিময় ক্রোড় কোথায় বা এই সংসারের পাপক্লিষ্ট বিভীষিকা। ভোগমার্গে ধাবিত হইয়া কত যন্ত্রণা কত ক্লেশ সহ্য করিতেছি, কীটযোনি হইতে পতঙ্গযোনি, পতঙ্গযোনি হইতে পশুযোনি পক্ষিযোনি, এইরূপ কত শত যোনি পরিভ্রমণ করিয়াও, বিষয় বাসনা অতৃপ্ত থাকায় পুনঃপুন মানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আরও কত যোনি ভ্রমণ করিব কে জানে! আরও কত জন্ম এই প্রকার অশেষ যন্ত্রণা ভাগী হইতে হইবে কে জানে? আর কত বার পিতা মাতার করুণ উচ্ছ্বাস, পুত্র জনের আকুল ক্রন্দন, বন্ধু জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখ অকাতরে সহ্য করিতে হইবে কে জানে? তাই বলি ভোগবাসনা সংযত কর, সংযমশীল হও। ধর্ম্মকে আর হেলায় পদ দলিত করিওনা, পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় প্রভৃতি কেহই পরলোকে সহায় হইবেনা, একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই পরলোকে সাহায্যকারী হইয়া থাকেন। কেননা—

না মুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতাচ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং নজ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

তাই ভাই মনের আবেগে বলিতেছি, সময় থাকিতে দিন থাকিতে ধর্ম্ম সেবায়, সংযমসেবায় মনোযোগী হও। কেবল পার্থিব সুখের প্রতি মুগ্ধ হইয়া জগতের নিত্য সারসর্ব্বস্ব ধনকে হেলায় পদদলিত করিলে ইহকালে নানাযন্ত্রণা এবং পরকালে অশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। তোমার মধ্যে কে আছে তাহা চিনিয়া লও। ভগবানের শান্তি নিকেতনে স্থান পাইবার জন্য যত্নশীল হও। তাহা হইলেই মনের আনন্দে চিরদিন আনন্দসাগরের গভীরজলে নিলীন রহিয়া শান্তিদায়িনী পরমানন্দদায়িনী মা জগদম্বার শান্তি ক্রোড়ে অবস্থান করিতে পারিবে। চল ভাই, ভগবানের সেই নিত্য প্রেমরাজ্যে যাই, যেখানে সংযমিগণ সংযত হইয়া ভগবানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে ও নামকীর্ত্তনে নিরত, যেখানে লজ্জা, ভয় শোক দুঃখ ভগবানের পুণ্য প্রবাহে ভাসিয়া যায়, যেখানে অত্যাচার অবিচার নাই, যেখানে পুণ্যাত্মা ভক্তি তুলিকার কর্ম্মরাগে পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, যেখানে রাজা প্রজা, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ সকলেই নিজ নিজ গুণানুসারে অভেদে সেহাসন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেখানে ভগবান স্বয়ং আশাসবাণী দ্বারা করুণস্বরে ভক্তহৃদয় কাননে বংশীধ্বনি করিয়া পবিত্র ভাবে আহ্বান করেন। আমরা তাঁহারই সন্তান, তাঁহারই প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারই প্রেমে ঢলিয়া পড়ি—আমরা তাঁহারই।

শ্রীআশুতোষ সেনগুপ্ত।

সুখই দুঃখ।

শান্তিই আনন্দের কারণ, অশান্তি দুঃখ-প্রসবিনী। প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় ত্রিগুণে স্পন্দন-রাহিত্য হেতু ব্রহ্মানন্দপদ অপরিণামিনী শান্তির আধার। যেখানে সাম্য, সেখানেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ যেখানে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ সেখানেই পরমানন্দের চির অধিকার। এজন্যই নির্ব্বিকার, নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, পূর্ণজ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দই আনন্দ কন্দ। তাঁহার এই আনন্দসত্তা জগৎ ব্যাপিনী। রবিশশী এই সত্তা প্রভাবেই জগৎ হাসাইতেছেন। বসুমতী এই আনন্দ প্রভাবেই দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। গুণ বৈষম্য সৃষ্টির কারণ হওয়ায়, ত্রিগুণ বিকাশের তারতম্যানুসারে সৃষ্টি অবস্থায় আনন্দেরও তারতম্য হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধগামিনী প্রকৃতি জড় হইতে চৈতন্যের দিকে যত অগ্রসর হন, ততই আনন্দের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। এজন্যই জড়রাজ্যের জীব অপেক্ষা চেতন রাজ্যের জীব—মানবে

আনন্দের বিকাশ অধিক। তাহার প্রমাণ আনন্দ-লক্ষণ হাস্য, মনুষ্যেই প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু আনন্দের ব্যাপকসত্তা স্থলবিন্দুর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মাণ্ডে যে আনন্দের সত্তা পিণ্ডেও সেই আনন্দ-সত্তা। এজন্যই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পারস্পরিক প্রেম স্বভাবসিদ্ধ। পশুর মধ্যে যেরূপ আনন্দ সত্তা বিদ্যমান পশু সেই ভাবেই জগৎ ভাল বাসে। মানবের মধ্যে যেরূপ আনন্দের বিকাশ মানব সেই ভাবেই জগদানন্দ উপলব্ধি করে, সেই ভাবেই জগৎ তাহার নিকট আনন্দ আকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্মের এই পূর্ণানন্দসত্তা জগৎব্যাপিনী হওয়াতেই চৈতন্যাভিমুখিনী প্রকৃতিলীলায় অঙ্গস্বরূপ সমস্ত জীবেই স্বাভাবিকী সুখেচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ এই পরম সুখের জন্য লালায়িত। ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া উন্নত পশু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের প্রাকৃতিক চেষ্টার মূলে এই পরম সুখই নিহিত।

এই অনন্ত সুখ-প্রাপ্তির বাসনাতেই মনীষিগণ সংসারত্যাগী বনবাসী হইতেন। এই সুখেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই চেতন রাজ্যের জীব অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। অবিদ্যাবশে শান্তিময় সচ্চিদানন্দ সাগরে জীবরূপী তরঙ্গ উত্থিত হয়। অবিদ্যাই স্বতন্ত্র জীব কেন্দ্র স্থাপনের কারণ। সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের চাঞ্চল্যে সৃষ্টি বিস্তার হইয়া থাকে। যেখানে চাঞ্চল্য সেই খানেই পরিণাম। এইজন্য প্রকৃতি সদা পরিবর্ত্তনশালিনী। যেখানে পরিণাম সেখানেই অশান্তি, প্রকৃত সুখের অভাব। এই জন্য প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থায় প্রকৃত সুখের অভাব হইয়া থাকে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব প্রমাদবশে প্রকৃতি—চাঞ্চল্য-হেতু ক্ষণভঙ্গুর সুখকেই ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া সংসারে বদ্ধ হয়। প্রকৃতিপ্রবাহের অনুকূলগামী হওয়ায়, এই প্রমাদ জড়রাজ্যের জীবের কোন অনিষ্টকারক হইতে পারে না। কিন্তু কর্ম্মস্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট পাপ পুণ্যাধিকারী মানবের পক্ষে এরূপ প্রমাদ, ঘোর অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অহঙ্কারজনিত ভবরোগগ্রস্ত মানব পরিণামিনী প্রকৃতিতে সমস্ত সুখের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং দুঃখমূলকত্ব উপলব্ধি করিতে পারেনা। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যাঁহাদের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই শান্তিময় যোগিগণই সাংসারিক সমস্ত সুখকে দুঃখ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। তাহার কারণ প্রকৃতিগত তমাদিগুণবৃত্তিবিরোধ এবং সুখানুগামী পরিণাম, তাপ ও সংস্কার নামক ত্রিবিধ দুঃখ; যথা যোগদর্শনেঃ—

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"

অজ্ঞানান্ধ, বিষয়-বিলাসী জীবের সমস্ত কর্ম্মেরই মূলে রাগ, দ্বেষ এবং মোহনামক ত্রিবিধ-বৃত্তি বিদ্যমান থাকে। স্থিরসাগরে তরঙ্গের ন্যায় মানব হৃদয়ের চাঞ্চল্য এই তিন বৃত্তিদ্বারাই হইয়া থাকে।

"সুখানুশয়ী রাগঃ" পূর্ব্বভুক্ত সুখানুস্মরণপূর্ব্বক উহাতে যে আসক্তি তাহার নাম রাগ। "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" স্মৃতি রূপে চিত্তে নিহিত দুঃখ ভাবনা দ্বারা তৎপ্রদ বিষয়ে দুঃখভীতিহেতু যে তীব্র অনিচ্ছা উহাই দ্বেষ বৃত্তি নামে অভিহিত। তমসাবৃত অন্তঃকরণে রাগদ্বেষের অভাবে ভব সংস্কার জনিত মোহান্ধকর যে এক প্রকার বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে উহার নাম মোহবৃত্তি। মায়া মুগ্ধ জীব

এই তিনবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে। অতএব তৎ কৃত সমস্ত অনুষ্ঠান রাগজ, দ্বেষজ অথবা মোহজ কর্ম্ম নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কর্ম্ম বৈষয়িক সুখ অথবা দুঃখ-রূপী ফল প্রসব করিয়া থাকে। বৃত্তি সমূহ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের কারণ হওয়ায়, যে কর্ম্মভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় গণের শান্তি হয় তাহা সুখপ্রদ এবং যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দূর না হয়, তাহা দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু মনোবিকার সম্ভূত এইরূপ সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব ভাব প্রকৃতি পরিণামও বিষয় সুখের ক্ষণ-ভঙ্গুরত্ব হেতু দুঃখদায়কই হইয়া থাকে। এবিষয়ে দেহাত্মবাদিগণ বলিতে পারেন যখন ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য রাহিত্য সুখের কারণ তখন ইন্দ্রিয় সমূহ বিষয়ভোগ দ্বারা যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখনই ভোগজনিত অপার শান্তিসুখ লাভ হইবে। কিন্তু এরূপ হওয়া অসম্ভব। কারণ যদি প্রকৃতি পরিণামিনী না হইয়া একই ভাবাধার হইত, তাহা হইলে এরূপ শান্তির সম্ভাবনা থাকিত. কিন্তু প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং অস্থির হওয়ায় অবস্থা পরিবর্ত্তন স্বতঃসিদ্ধ। এবং এই পরিবর্ত্তনই ইন্দ্রিয়গণের পক্ষে ঘোর অশান্তি ও দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। কামিনীকাঞ্চনাসক্ত ভ্রমান্ধ জীব, ভোগ্য পদার্থ অপার সুখজনক মনে করিয়া সুখের বিনিময়ে অনন্ত দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়।

কামান্ধ মানবের ইন্দ্রিয় ভোগাবসানে ক্ষণকাল শান্ত ভাবধারণ করে তাহার কারণ তমোগুণ। কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরক্ষণই তমোগুণের পরিবর্ত্তনে রজোগুণের আবির্ভাব হওয়াতেই, ভোগাশা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে। ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত বহ্নি যেমন ক্ষণকাল প্রশান্ত হইয়া পুনঃ দ্বিগুণ শিখা বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ভোগাশা গুণ পরিণাম হেতু পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়া উঠে।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ॥

এইরূপ কাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তি যত ধনই প্রাপ্ত হউক না কেন, সুখী না হইয়া তৃষ্ণাবিষদহনে সতত দগ্ধ হইয়া থাকে।

"ইচ্ছতি শতী সহস্রং সহস্রী লক্ষায়তে কর্ত্তুম্।
লক্ষাধিপতিশ্চ রাজ্যং, রাজ্যোঽপি চক্রবর্ত্তিত্বং।
চক্রধরোঽপি সুরত্বং সুরপতিরূর্দ্ধগতিত্বম্ তত্রাপি ন
নিবর্ত্ততে তৃষ্ণা ॥

আশামরীচিকায় ভ্রমে সুখান্বেষী মানব তৃষ্ণাবশে এইরূপে অনন্ত দুঃখভোগ করিয়া থাকে। অজ্ঞান সম্ভূত এই তৃষ্ণা আত্মতত্ত্ব উদ্ভাসনপক্ষে অন্ধকার রজনী, রাগদ্বেষাদি পেচকবৃন্দ এই রজনী-

তেই জীব-গগনে বিহার করিয়া থাকে। এই তৃষ্ণার আগমনে মানবের অন্তরাকাশ হইতে বিবেক জ্যোতি একেবারে অন্তর্হিত হয়। সে বুঝিতে পারেনা যে সংসারে—

দুঃখস্যানন্তরং সুখং সুখস্যানন্তরং দুঃখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

সে বুঝিতে পারেনা যে সংসারে—

সর্ব্বেক্ষয়ান্তানিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগাঃ বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥

অনন্ত বহ্নি সুখাধার মনে করিয়া পতঙ্গ যেমন তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, কুরঙ্গী ব্যাধকৃত-বীণাধ্বনিতে উন্মাদিনী হইয়া যেমন ব্যাধবিদ্ধ হয়, তৃষ্ণাপিশাচীর কুহকে মুগ্ধ মানবও সেইরূপ সংসারবদ্ধ হইয়া অপার যাতনা ভোগকরে। সামান্য অসি পরদেহচ্ছেদনেই সমর্থ, কিন্তু তৃষ্ণারূপিণী অসি মলিনা, দীর্ঘা, ও আপাতশীতলা হইলেও, পরিণামে দুঃখকরী বলিয়া সতত স্বদেহকে কর্ত্তন করিয়া থাকে। সংসারে যে কিছু ভীষণ দুঃখ দেখাযায় সে সমুদয় এই তৃষ্ণালতারই ফল-মাত্র। এই তৃষ্ণারূপিণী আরণ্যকুক্কুরী মনুষ্যের মনোময় গর্ত্তে থাকিয়া, অদৃশ্য হইয়াই দেহ হইতে মাংস, অস্থিও রুধির ভক্ষণকরে। প্রাবৃট্ তরঙ্গিণীর ন্যায় এই তৃষ্ণা ক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মুহূর্ত্ত-মধ্যে আবার কিছুই থাকেনা এবং কখনও বা ভীষণ স্থানে প্রতিঘাত পাইয়া, ঘূর্ণায়মানা হইতে থাকে। তৃষ্ণা, সূত্রযন্ত্রে বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় স্বয়ং ঘূর্ণিত হয়, মানবকে ও ঘূর্ণিত করে, ও পরে অনন্ত দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করে। এই তৃষ্ণার কুহকে ভুলিয়াই সৌভরি মুনি আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। এই তৃষ্ণাপিশাচীই যযাতি নৃপতির সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী ভোগও দুঃখের কারণ করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়গণের ভোগজনিত সুখ প্রকৃতি চাঞ্চল্য হেতু নবীন ভোগ তৃষ্ণা উৎপন্ন করিয়া যেরূপে সুখকে ঘোর দুঃখের কারণ করিয়া ফেলে, বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্ব সেইরূপ অনন্ত দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। দৃশ্যমান চরাচর জগৎ সমস্তই স্বপ্নসমাগমসদৃশ অস্থিরা। অদ্য যাহা লতামণ্ডিত, পুষ্পগুচ্ছ-শোভিত, প্রমোদের নন্দনকাননরূপে প্রকাশমান, কল্য তাহা ঘোরশ্মশানপ্রতিম বিষাদপ্রেতের নৃত্যভূমি। চপলার চমক, দ্বিগুণ অন্ধকার বিস্তারের জন্য; বাত্যাবিকলিত দিবসের ক্ষণশান্তি, দ্বিগুণ ঝটিকাপ্রবাহের জন্য। বাল্যকালের নির্ম্মল আনন্দ যৌবনের পাপচিন্তার সূচনা করে। যৌবনের প্রমোদ বার্দ্ধক্যের ব্যাধি দুঃখরূপেই পরিণত হয়। জীবনের এক মুহূর্ত্তের সুখ দ্বিতীয় মুহূর্ত্তের দুঃখের কারণ। অবোধ মানব ক্ষণভঙ্গুর জগতে চিরস্থায়ী সুখের আশায় আসক্ত হয়, কিন্তু পরিণামে ঘোর দুঃখে পড়িয়া হাহাকার করিতে থাকে।

এই হেতু পরিণামিনী প্রকৃতিজাত সমস্ত সুখই, বিবেকিগণ দুঃখ বলিয়াই বোধ করিয়া থাকেন। আপাতমধুর রাজসিক সুখ তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ—যাহার পূর্ণতায় সুখদুঃখরূপীদ্বন্দ্বাতীত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হয়—সেই সুখই তাঁহাদের আদরণীয় হইয়া থাকে। বৈষয়িক সুখের নিত্যসহায় পরিণাম, তাপ এবং সংস্কার দুঃখ নামক ত্রিবিধ দুঃখও, মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন আধিলীলানিকেতন করিয়া তুলে। তীব্রবাসনাবশে চঞ্চল ইন্দ্রিয় দুর্ব্বাসনা পূরণার্থ ভোগরূপী ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, তদন্তে যে প্রতিক্রিয়াজনিত বিকলতা প্রাপ্ত হয়, উহাই পরিণাম দুঃখ। ভোগাবসানে এইরূপ বিকলতা ক্ষণস্থায়ী ভোগসুখকে দুঃখে পর্য্যবসিত করিয়া, থাকে। সুখাবস্থায় তুল্য সুখী ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষা, এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা, চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইয়া যে দুঃখের সৃষ্টি করে ইহার নাম তাপদুঃখ। অবিদ্যা এ সমস্ত চেষ্টার কারণ হওয়ায় তদ্বশে প্রমাদগ্রস্ত জীব সুখাবস্থাতেও, ঐ সকল চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া সুখোপলব্ধি করিতে পারে না। এবং নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে পলিতশরীর বৃদ্ধকে, বিষয় ভোগে অক্ষম হইলে ভোগাশার পূর্ণ বর্ত্তমানতা হেতু পূর্ব্বসুখস্মৃতি, যে কষ্ট দিয়া থাকে উহাই সংস্কারদুঃখ। যখন জরা মানবের সর্ব্বাঙ্গ জরজর করিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে তখন, গৃধ্র যেমন অতিদীর্ঘ, প্রাচীন বনস্পতি আশ্রয় করে সেইরূপ লোভ আসিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্ত্রীপুত্রাদির-উপহসিত, নির্গুণ, পরাক্রমহীন, কাতর, জীর্ণ, বৃদ্ধকে অবলম্ব করিয়া থাকে। ভোগস্পৃহা পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু উল্লাস সহকারে উপভোগ শক্তি না থাকায় পূর্ব্বসুখ স্মরণ করিয়া বৃদ্ধহৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। এইরূপ ক্ষণ স্থায়ী সুখের সহিত দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখের সম্বন্ধ, পরিণামিনী প্রকৃতিতে সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বের চিরসন্তান এবং তৎকর্ত্তৃক জীবনের উদ্দেশ্য সাফল্যের অসম্ভাবনা দেখিয়া, বিবেকিগণ বিষয় সুখকে দুঃখ ভাবিয়া, সতত ত্যাজ্য মনে করিয়া থাকেন। শৃঙ্খল সুবর্ণনির্ম্মিত হইলেও বন্ধনবিষয়ে কাঠিন্যশূন্য হয় না। বৈষয়িক সুখ আপাতমধুর হইলেও, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিবিষয়ে স্বল্প বিরোধী হয় না। বৈষম্যই জনমিলনের হেতুভূত সাম্য, শান্তি ও আনন্দের মূল॥

স্ফুরন্তি শীকরা যস্মাদানন্দস্যাম্বরে বনৌ।

সর্ব্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য॥

৮-ম অধ্যায়

হত হয় চণ্ড আর মুণ্ড সেনাপতি।
বহু সৈন্য ক্ষয় আর করেছেন সতী॥

শুনি কোপাবীষ্ট হয়ে অসুর রাজন।
আজ্ঞা দিল উঠ মম সব সৈন্যগণ॥

অদ্য উঠ ছেয়াশী প্রকার অস্ত্র লয়ে।
কম্বুরা চৌরাশী নিজ বলে বৃত হয়ে॥

উঠহ পঞ্চাশ কোটী কুল অসুরের।
বাহিরাও শত কোটী কুল ধৌম্রদের॥

কালকা দৌহৃদ মৌর্য্য কালকেয় জাতি।
আমার আজ্ঞায় যুদ্ধ চলহ ঝটীতি॥

এই আজ্ঞা দিলে শুম্ভ ভৈরব-শাসন।
অনেক সহস্র চলে মহা দৈত্যগণ॥

আসিতে দেখিয়া দেবী সৈন্য ভয়ঙ্করে।
ধনু শব্দে পূরালেন পৃথিবী অম্বরে॥

রণ মধ্যে সিংহনাদ করয় কেশরী।
ঘণ্টা শব্দে বৃদ্ধি তাহা করেন ঈশ্বরী॥

ধনু ঘণ্টা সিংহ শব্দে পূরে দিক গণে।
সর্ব্ব শব্দে জিনে কালী নিনাদি বদনে॥

সে চারি নিনাদ শুনি কোপে দৈত্যগণ।
চলে যথা দেবী কালী দেবীর বাহন॥

অনন্তর শুন ভূপ অসুর মারিতে।
শ্রেষ্ঠ দেবগণ সব লাগেন ভাবিতে॥

ব্রহ্মা চন্দ্র ইন্দ্র গুহ আর হরহরি।
দেহ হতে শক্তি সব দেন বার করি॥

দেবতাগণের সেই সকল শকতি।
অম্বিকার পাশে তারা চলে দ্রুত গতি॥

যে দেবের যেই রূপ ভূষণ বাহন।
সেই রূপে তাঁর শক্তি বধে দৈত্যগণ॥

অক্ষমালা কমণ্ডলু লয়ে হংস রথে।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শক্তি আইল যুদ্ধেতে॥

শিব শক্তি বৃষেচড়ি ত্রিশূল ধরিয়া।
অহি বালা হাতে চন্দ্র রেখায় ভূষিয়া॥

গুহ শক্তি হাতে শক্তি ময়ূর বাহনে।
আসিয়া কৌমারীরূপে বধে দৈত্য গণে॥

বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি গরুড় উপরে।
শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ খড়্গ লয়ে করে॥

যজ্ঞ রূপ বরাহ যখন হন হরি।
বারাহী তাঁহার শক্তি মারিতে সুরারী॥

নৃসিংহের শক্তি নারসিংহী রূপ ধরে।
আইল জটায় ক্ষেপি নক্ষত্র গণেরে॥

বজ্র হাতে আসে ঐন্দ্রী চড়ি গজ রাজে।
ইন্দ্র তুল্য সহস্র লোচন অঙ্গে সাজে॥

অনন্তর বৃত হয়ে দেব শক্তি গণে।
আসিলেন বিশ্বেশ্বরী যুদ্ধের কারণে॥

চণ্ডিকার প্রতি তিনি বলেন বচন।
শীঘ্র মার মম প্রীতে এই দৈত্যগণ॥

দেবী দেহ হতে হয় ভীষণারূপিণী।
অম্বিকার শক্তি শত-শিবা-নিনাদিনী॥

বলেন অপরাজিতা শুনহ ঈশান।
শুম্ভ কাছে দূত হয়ে যাও ভগবান॥

বলিও নিশুম্ভ শুম্ভ গর্ব্বিত অসুরে।
আর যত দৈত্যগণ এসেছে সমরে॥

ত্রিভুবন ইন্দ্রপাল দেবে হবি খাবে।
প্রাণে ইচ্ছা থাকে যদি পাতালেতে যাবে॥

বল অহঙ্কারে যদি যুদ্ধে কর মন।
এস তবে মাংস খাগ্ মোর শিবাগণ॥

করিলে দেবীর কার্য্যে দূত স্বয়ং শিবে।
শিবদূতি বলি তাই সকলে গাইবে॥

অসুরে সকল কথা কহিলেন তিনি।
শুনি কোপে আসে সবে যথা কাত্যায়নী॥

অগ্রে শর শক্তি ঋষ্টি আদি বৃষ্টি করি।
দেবীরে মারিতে ক্রোধে যায় সুর অরি॥

মহাধনু ধরি দেবী শূল চক্র শরে।
লীলায় অসুর অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করে॥

অগ্রে ভ্রমি করেন কালী শূলে বিদারিত।
খট্টাঙ্গ আঘাতে কারে করেন প্রোথিত॥

কমণ্ডলু জল ফেলি হত বীর্য্যবল।
করেন ব্রহ্মাণী যান যেই যেই স্থল॥

চক্রেতে বৈষ্ণবী মারে শূলে মাহেশ্বরী।
শক্তিতে অসুরগণে মারেন কৌমারী॥

ঐন্দ্রী বজ্রাঘাতে মারে দৈত্য শত শত।
তাহাদের রক্তে হয় ধরনী প্লাবিত॥

বারাহী শত্রুরে মারে তুণ্ডা দ্রংষ্ট্রাঘাতে।
চক্রের আঘাতে কারে ফেলেন ভূমিতে॥

নাদে পুরি দিবা গণ অসুর খাইয়া।
নখে ছিড়ি নারসিংহী বেড়ান ভ্রমিয়া॥

অট্ট হাসি শিব দূতী দৈত্য হীন বল।
ভূমে ফেলে মাংস খায় শৃগাল সকল॥

নানা মতে দৈত্যগণে মারে মাতৃগণ।
দেখিয়া অসুর সব করে পলায়ন॥

সৈন্য পলায়ন দেখি মাতৃগণ ত্রাসে।
অসুরের সেনাপতি যুদ্ধ স্থানে আসে॥

রক্তবিন্দু যত তার ভূমিতে পড়িবে।
সেই রূপ তত দৈত্য তখনি উঠিবে॥

গদা হাতে রক্তবীজ ঐন্দ্রী সহ যুঝে।
ঐন্দ্রী নিজ বজ্রাঘাতে বধে রক্তবীজে॥

বজ্রে হত হয়ে শীঘ্র রক্ত পড়ে স্রোতে।
সেই রূপ যোদ্ধা সব উঠিল তাহাতে॥

শরীর হইতে তার রক্ত পড়ে যত।
বল বীর্য্য পরাক্রম দৈত্য হয় তত॥

রক্তে জন্মি দৈত্যগণ লয়ে ধনুঃশর।
মাতৃগণ সহিত যুঝিল ভয়ঙ্কর॥

পুনরায় বজ্রাঘাতে অসুরে মারিল।
রক্তেতে সহস্র শত পুরুষ জন্মিল॥

বৈষ্ণবী যুদ্ধেতে চক্রে দৈত্যে খণ্ড করে।
গদাঘাতে ঐন্দ্রী দৈত্যে মারেন সমরে॥

বৈষ্ণবীর চক্রে ছেদি রক্ত বিন্দুগণ।
জন্মিয়া সে রূপ দৈত্য ব্যাপিল ভুবন॥

অসিতে বারাহী মারে শক্তিতে কৌমারী।
ত্রিশূলেতে রক্তবীজে মারেন মাহেশ্বরী॥

গদালয়ে দৈত্যগণ অতি ক্রোধমনে।
পৃথক পৃথক সব যুঝে মাতৃসনে॥

রক্তোদ্ভূত অসুরেতে ব্যাপিল ভুবন।
দেখিয়া হইল ভীত সর্ব্ব দেবগণ॥

দেবতার ভয়দেখি চণ্ডিকা সত্বরে।
বলেন কালীর প্রতি সুললিত স্বরে॥

হে চামুণ্ডে শুন তুমি আমার বচন।
শীঘ্রগতি বিস্তারিত করহ বদন॥

মম অস্ত্র পাতে যত অসুর পড়িবে।
রক্ত না পড়িতে তুমি তখনি খাইবে॥

দানব খাইয়া তুমি বেড়াও সমরে।
ক্ষীণ রক্ত হয়ে দৈত্য ক্ষয় হবে পরে॥

উগ্রাবেশে খেয়ে দৈত্য কর তুমি ক্ষয়।
ভূমিতে পড়িয়া যেন উৎপন্ন না হয়॥

ইহা বলি শূলে দেবী দানবে মারেন।
রক্তবীজ রক্ত কালী মুখে লইলেন॥

অসুর চণ্ডিকা প্রতি গদাঘাত কইল।
গদাঘাতে কিছু মাত্র বেদনা নহিল॥

দেবী অস্ত্রে দৈত্য দেহে রক্ত পড়ে স্রোতে।
পিয়িল চামুণ্ডা রক্ত লইয়া মুখেতে॥

মুখের মধ্যেতে যত অসুর জন্মিল।
পান করি রক্ত কালী তাহার খাইল।

মারেন কৌশিকী বজ্র শূল ঋষ্টিশরে।
চামুণ্ডা তাদের সব রক্তপান করে॥

অস্ত্রে হত হয়ে সবে পড়িল ধরনী।
রক্তবীজ মহাসুর নিরক্ত নৃমণি॥

দেবগণ আনন্দিত হইল রাজন।
রক্ত রূপ মদ্য পানে নাচে মাতৃগণ॥

রক্তবীজ সেনাপতি পড়িল সমরে।
দেবীর মাহাত্ম্যে সাবর্ণির মন্বন্তরে॥

বিশ্বাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞান।

বিশ্বাস অতি রমণীয় ও সুখ প্রদ এবং অন্তর্জগতের পথ প্রদর্শক। যদি আত্মার ভিতরে পরমাত্মার লীলা রাজি দেখিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে হৃদয় ভূমিতে বিশ্বাস রূপ সুন্দর বীজ রোপন করিতে শিক্ষাকর; সত্যবটে আজ কাল আমাদের সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে কিন্তু মনুষ্যের প্রাণের অভাব, অসদ্ভাব দূর হইতেছে কি? রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে ২ রাজ্যের শান্তি স্থাপন না হইলে যেমন রাজ্যাধিকারীর ঐশ্বর্য্য ও কল্যাণ হয়না সেইরূপ বিশ্বাস সহায় না হইলে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তারে কোন ফল হয়না, আমাদে সমাজে এখন যে জ্ঞান বিস্তৃতি দেখা যায় তাহার কোন সারবত্তা নাই কেবল বাহ্য আড়ম্বর পূর্ণ কেননা যাহাতে মানব জীবনের সমস্ত দুঃখ সকল সন্তাপ দূর হইতে পারে, যাহা আসল বস্তু এবং যাহা সমুদয় প্রাণকে সমুজ্জ্বল করিবে উহা তাহারই অভাব প্রকাশ করিতেছে।

যে বিদ্যা মনের অন্ধকার দূর করিয়া অন্তরকে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল করেনা তাহাকে অবিদ্যা, যে জ্ঞান আত্ম জ্যোতিঃ বিকাশের সহায় হয়না তাহাকে অপরা জ্ঞান বলিয়া উক্ত করা হয়। আজকাল বিদ্যালয়ে যে বিদ্যা লাভ হইতেছে তাহা অনেকাংশে অবিদ্যা বলিয়া উল্লেখ যোগ্য। কেননা এই বিদ্যা আমাদিগকে বাহ্যিক জ্ঞান ও সভ্যতা শিক্ষা দিতেছে। আত্ম দৃষ্টি শিক্ষা দিতে পারিতেছে কি? যে শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম নাই, নীতি নাই এবং বিশ্বাস নাই সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভের আশা করা যায় কি? কেননা আমরা আজকাল বিদ্যালয়ে যে বিদ্যা লাভ করিতেছি তাহাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি পসার যতই অধিক বিস্তৃত হউক না কেন এক বিশ্বাসের অভাব প্রযুক্ত তাহা অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে। এই বিশ্বাসের অভাব প্রযুক্তই আমাদের প্রাণ সদাই সন্দেহ পূর্ণ ও সদাই অস্থির। নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে ২ যদি গভীরতা না থাকে তবে তাহা প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপে শুষ্ক হইয়া যায়

বর্ত্তমান শিক্ষা ও জ্ঞানে বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করিবার শক্তি সঞ্চার করিয়া দিতেছে কিন্তু অন্তর্জ্জগতের বিষয় সম্বন্ধে তাদৃশ অধিকার লাভ হইতেছে কি? ইহা বহির্ম্মুখী বিদ্যা, কেবল বাহ্য দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিতেছে কিন্তু অন্তঃকরণের দুরবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই; উহা যেমন প্রায় তেমনই রহিয়াছে। স্বীকার করি যে বর্ত্তমান শিক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি লাভ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তির চালনা দ্বারা আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম বটি কিন্তু ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় অতি সামান্য তত্ত্ব সকল বুঝিতে বা সাধন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হই। নানা ভুল ভ্রান্তিতে ম্রিয়মান। স্থির ভাবে দৃঢ়তার সহিত কোন পরহিত কর কি দেশ হিতকর কার্য্যে তাদৃশ তৎপর নহি।

জ্ঞান প্রভাবে বড় ২ রাজ্য কার্য্যের পর্য্যালোচনা কি রাজ্যভার বহন করিতে সক্ষম বটি কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিমান, জগতের আদি অন্ত কার্য্য কারণ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাঁহার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়, যিনি রক্ষা কর্ত্তা অন্নদাতা, যাঁহাহইতে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব পাইয়াছি তাঁহাকে স্মরণ করিবার কি তাঁহার প্রতি ভক্তি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অবসর পাই কি? তিনি আমাদের সহায় সম্বল একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও ত্রাণ কর্ত্তা অথচ তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে রুচিনাই। অন্ধের পক্ষে বাহ্য জগৎ যেমন শূন্য ও সৌন্দর্য্য বিহীন, অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে আমরা সেইরূপ অন্ধ। চক্ষু যেমন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস তদ্রূপ অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে। এই জ্ঞান বিজ্ঞান যদি অন্তর্জ্জগতের সেই ভগবদ্ভক্তিরও প্রীতির ভাব উজ্জ্বল করিয়া না দিল, সে বিশ্বাসের সহায় না হইল তাহা হইলে তাহাকে ভীষণ শত্রু বলিয়া মনে করিলে কোন প্রত্যবায় আছে কি?

যে জীবন বৃক্ষ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা গঠিত হইয়াছে, যাহা হইতে কুসংস্কারের কণ্টকাবর্জ্জনা বিদুরিত হইয়াছে কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এক বিশ্বাস রূপ সুন্দর বীজের অভাবে তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছেনা। আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান বিশ্বাস চক্ষুর অভাবে বাহ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যের কিছুই দেখিতে সক্ষম নহে এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় কি?

আজ কালের যুবক বৃন্দের ব্যবহার ও জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বর্ত্তমান সময়ে বাহ্য সভ্যতার আড়ম্বর বাহ্য জ্ঞানের শোভার জন্যই লোলুপ এবং ইহা ভিন্ন উহাতে অন্য কোন আশাপ্রদ ছবি দেখা যায়না। প্রাণহীন দেহ যেমন কদর্য্য, অপার বিশ্বাস বিহীন জ্ঞান-বিজ্ঞান অভিমানী মনও ঠিক তদ্রূপ। বর্ত্তমান জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বাহ্য আড়ম্বর, বাহ্য জ্ঞানের শোভার জন্য এত ব্যস্ত যে হৃদয় স্থিত বিশ্বাস খনি সমুদ্ভূত অমূল্য ধন রাজি সংগ্রহ করিয়া নিত্য ধনে ধনী হওয়ার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি একে বারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। শস্য লাভ করিতে হইলে যেমন সুক্ষেত্র ও সুবৃষ্টি হইলেই সুফলের আশা করা যায়না, পরিপক্ক বীজের প্রয়োজন নির্ভর করে সেই রূপ জ্ঞান বিজ্ঞানে সম্যক ফল লাভ করিতে হইলে বিশ্বাস রূপ সুন্দর বীজের প্রয়োজন। যতদিন জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে ২ বিশ্বাসের সাধন প্রণালী শিক্ষা না হইবে ততদিন আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক কোন বিষয়েই মঙ্গল হওয়ার আশা নাই, অতএব যদি জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে চাও তবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে ২ পরম রমণীয় ও সুখ প্রদ বিশ্বাস রূপ মহা মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চেষ্টাকর অভীষ্ট ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।

দিনাজপুর
৩০ শ্রাবণ ১৩১৬। } শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী।

বিবিধ সংবাদ।

হিসারের সনাতন ধর্ম্ম সভার উপসভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্ম্মা সংবাদ দিয়াছেন যে ২৬শে নবেম্বর হইতে ২৯শে নবেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত সনাতন ধর্ম্মসভার পঞ্চদশ বার্ষিক মহোৎসব মহা আনন্দে সম্পন্ন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদজী মিশ্র বিদ্যাবারিধি মহোপদেশক বক্তৃতাদি দ্বারা সকলকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে এই বৎসর ছাত্রগণ ও কথিত উৎসবে সুন্দর বক্তৃতাদি দিয়াছেন এবং ইহাতে মুখ্যাধ্যাপক পণ্ডিত দুলী-চন্দজীর অধ্যাপন যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বন্নুর সনাতন ধর্ম্ম সভা হইতে শ্রীমান পণ্ডিত গোপালদাস ঝিঙ্গন মহাশয় লিখিতেছেন সনাতন ধর্ম্ম হিন্দী স্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামলালজী স্বয়ং ছাত্রগণ সহ প্রতি সভায় উপস্থিত হইয়া নগর কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিয়া সভাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন এবং সভার

ভজনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে ধর্ম্ম বিষয়ে মধুর উপদেশাদি দানে সভাকে সর্ব্বদা অনুগৃহীত করেন, এতদার্থ পণ্ডিত মহাশয়কে উক্ত সভা ও আমাদের শত ২ ধন্যবাদ।

পঞ্জাবস্থ সাহিওয়ালের সনাতন ধর্ম্ম সভার মন্ত্রী শ্রীমান পণ্ডিত রামদত্ত শর্ম্মা লিখিতেছেন:— গত ৩রা ডিসেম্বর সভাপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী নরসিংহদাসজীর গভর্নমেণ্ট হইতে অনারেরি মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্তি উপলক্ষে সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত মহোদয় ঐ সভার একজন বিশেষ সহায়ক।

শ্রীমহামণ্ডলের গুজরাতী মুখপত্র "শ্রীসনাতনধর্ম্ম" এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষার মুখপত্র "শ্রী-ভারত ধর্ম্ম" সম্প্রতি বরোদারাজ্যের শাখাসভা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। কারণ উহাদের জন্য এখন ও কাশীতে সুব্যবস্থা করা হয় নাই। কাশীতে শ্রীমহামণ্ডল শাস্ত্র প্রকাশক সমিতি লিমিটেড্ কোম্পানীর পাথানা স্থাপিত হইলে সকল দেশীয় টাইপ্ আদির ব্যবস্থা হইবে। তাহাহইলে ঐ দুইখানি মুখপত্র ও কাশী হইতে প্রকাশিত হইবে।

বোম্বাই এবং পুনা নগরে যে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপিত হইবার কথা হইয়াছে এবং যাহার কতক কার্য্য ও অগ্রসর হইয়াছে, পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজের বোম্বাই প্রান্তে গমন হইলে ঐ দুইটি ব্রহ্মচারী আশ্রমের স্থাপনা হইবে এরূপ তথাকার সভ্য মহোদয়গণ নিশ্চয় করিয়াছেন।

শ্রী বঙ্গ ধর্ম্মমণ্ডলের কর্ত্তৃ পক্ষগণ যে ত্রিবেণী তীর্থে ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনের জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ত্রিবেণী অস্বাস্থ্যকর স্থান এবং তথায় ম্যালেরিয়ার প্র-কোপ অধিক বলিয়া অনেকের মত হইল না। এখন যত্ন হইতেছে যাহাতে কলিকাতার সমীপস্থ কোন স্থানে ঐ আশ্রম স্থাপিত হয়।

প্রধান মহাকালী পাঠশালার পূজনীয়া নূতন মাতাজী তপঃস্বিনী মহাশয়ার শুভাগমনে ঐ পাঠশালার এক নূতন জীবন দেখা দিয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রধান মন্ত্রী তাহিরপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সম্প্রতি তাঁহার কাশীস্থ বাগানে অবস্থান করিতেছেন এবং সর্ব্বদাই শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যে সদু-পদেশ দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

বোম্বাই প্রান্তে শৈব সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে বিশেষ মনোবিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। উহার শাস্তি করিবার জন্য শ্রীমহামণ্ডলের অনেক গুলি সভ্য মহামণ্ডলের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এরূপ সাম্প্রদায়িক মনোবিবাদ অজ্ঞানমূলক। ইহা দূর হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত গণপত কৃষ্ণ শাস্ত্রী যিনি মন্দ্রাজ নগরে বৈদিক ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম প্রচারের অনেক কার্য্য করিয়াছেন, তিনি সম্প্রতি শ্রীমহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং কাশীতেও আসিবেন। শ্রীমহামণ্ডল ঐ ধর্ম্ম কার্য্যটিকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন এবং মান্দ্রাজ প্রান্তে শ্রীমহামণ্ডলের প্রান্তীয় কার্য্য বিস্তার জন্য উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে কতক ভার দিয়াছেন।

শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান সংরক্ষক হিন্দু সূর্য্য শ্রীযুক্ত মহারাণা বাহাদুর উদয়পুর শীঘ্র তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইবেন তিনি এ পর্য্যন্ত নিজের রাজ্যের প্রায় বাহির হন না। সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত এক সহস্র লোক থাকিবে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীকাশীধাম শীঘ্রই শ্রীমহামণ্ডলের উদ্যোগে শ্রীশারদা মহাবিদ্যালয় নামক একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় এবং একটি প্রধান ছাত্র নিবাস ও একটি ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

দান প্রাপ্তি।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ কৃপা পূর্ব্বক সন ১৯০৮ ডিসেম্বর মাসে শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সাহায্য কল্পে নিম্ন লিখিত রূপ সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সংরক্ষক মহোদয়গণ সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস শ্রীমান মান্যবর মহারাজা ইন্দ্র মহেন্দ্র মেজর জেনারেল সার প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর জে, সি, এস্, আই ভারত মার্ত্তণ্ড কাশ্মীরাধিপতি ২৫০৲

প্রতিনিধি সহায়ক গণ সহায়তা খাতে।

হিজ হাইনেস্ শ্রীমান মান্যবর মহারাজা সার রাবণেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে, সি, আই, ই, গিদ্ধৌরাধিপতি ৬০৲

হিজ হাইনেস শ্রীমান মান্যবর মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহজী বাহাদুর কে, সি, আই ই মিথিলাধিপতি প্রধান সভাপতি শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলে ১৫০৲

সহায়ক মহোদয়গণ সহায়তা।

শ্রীমতী সনাতন ধর্ম্ম সভা অবোহর ১২৲

শ্রীমান ব্রজলালজী চৌধুরী প্রেসিডেণ্ট
মিউনিসিপাল বোর্ড কোটা ১৫৲

শ্রীমান্ এ, এল, এ, আর অরুণাচেলম চেটিয়রজী
মহাশয় জমিদার দেবকোট মন্দ্রাজ ৩০৲

সাধারণ মেম্বরী খাতে ৭৬৲

প্রধান কার্য্যালয়ের দান এবং আয়ব্যয়ের মাসিক হিসাব ছাপা হইল। কলিকাতা, দারভাঙ্গা মথুরা, বম্বে আদি প্রান্তীয় কার্য্যলেয়ের হিসাব ইহাতে দেওয়া হইল না। মাসিক পত্রের আকার বৃদ্ধি হইলে ঐ সব প্রান্তীয় হিসাব ও ছাপিবার প্রস্তাব আছে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল কার্য্যালয় কাশীধাম
ডিসেম্বর ১৯০৮ ই.।

জমা		খরচ	২১৯২॥৵৬
রোকড় বাকী খাতে—	৩৮৯/	ডাক টিকিট খরচ খাতে	১৯৲
মোট-জমা————	২১১২৸৯	নিগমাগম চন্দ্রিকা খাতে	২৬৪৵১০
সংরক্ষক সহায়তা খাতে—	২৫০৲	ধর্ম্ম প্রচারক খাতে	১২০৸৵১০
প্রতিনিধি সহায়তা খাতে—	২১০৲	মহামণ্ডল সমাচার খাতে	৩০৲১০
সহায়ক সহায়তা খাতে—	৫৭৲	ছাপাই বিভাগ খাতে	১১৸৵৬
সাধারণ মেম্বরী খাতে—	৭৬৲	শাখা সভা সহায়তা খাতে	৬৫৲
বিজ্ঞাপন ছাপাই খাতে—.	৩২৸০	শারদা মণ্ডল খাতে	২॥০৲

ফেরত ডাকটিকিট খাতে—	১।০	বৃত্তি খাতে	২২৩৸৶৬
মুৎফরিক আমদানী খাতে—	৬	দেব সেবা খাতে	৯৮৬
হিসাব তলব খাতে—	১৪৮৬৶৩	উপদেশক খাতে	২৫৲
	২১১২৸৯	মহারাষ্ট্র গুজ্জর প্রান্তীয়	
	২৫০১৸৶৯	আর্য্যালয় বোম্বাই খাতে	৩৮৭॥৶৩
		অতিথি সৎকার খাতে	২॥৯
		ষ্টেসনারী খাতা	৶০
জমা	২৫০১৸৶৯	ডেপুটেসন খাতে	১৯।৶
খরচ	২১৯২৸৶৬	মুৎফরিক খরচ খাতে	২০৶৩
		হিসাব তলব খাতে	৯৮৬৶৩
বাকী—	৩০৯৶৩		২১৯২৸৶৬

বেনারস ব্যাঙ্কে	২৪৶৩
প্রধান কার্য্যালয়ে নগদ	২৮৫৲
মোট	৩০৯৶৩

(স্বাঃ) শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যক্ষ।

(স্বাঃ) শ্রীকাশী প্রসাদ ত্রিপাঠী
মুনিম।

দি নারায়ণ কোম্পানী লিমিটেড্।

৭৬ নং কটন ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য কলিকাতা হইতেই সাধারণতঃ হয় বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়িগণের কলিকাতায় এক জন কমিশন এজেন্ট রাখার প্রয়োজন মনে হয়। কিন্তু ঐরূপ বিশ্বাসী এজেন্টের অভাবে তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অসুবিধা দূর করণ মানসে দ্বারবঙ্গাধিপতি ও আবাগড়ের রাজা সাহেবের পৃষ্ঠ পোষকতায় এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

দরে সুবিধা করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য খরিদ করিয়া সরবরাহ করাই এই কোম্পানীর মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া সকলেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া আমাদের অর্ডার দিতে পারেন। দ্রব্য সরবরাহ করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিব বলিয়াই আমাদের ধারা। দ্রব্য ভেদে শতকরা ।॰ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন লওয়া হয়।

মুটে ইত্যাদির খরচ মাত্র বাজার দর হিসাবে লওয়া হয়। সবিশেষ বিবরণ আমার নিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীমুনীশ্বর নাথ রায়না
ম্যানেজিং এজেন্ট।

Regd. No. A. 272.

বিজয় ভাস্কর চূর্ণ।

এই মহৌষধ আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে; এবং বহুদিন হইতে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। ইহা অম্লপিত্ত রোগের যাবতীয় উপসর্গ নিবারক। অজীর্ণ যকৃৎ ও ক্রিমি রোগের এক মাত্র মহৌষধ। ১ শিশি আট আনা মাত্র।

কাশীর প্রসিদ্ধ আমলকীর বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাস এক সের চারি টাকা মাত্র।

কবিরাজ শ্রীগিরিজা নাথ ভট্টাচার্য্য,
বালমুকুন্দ চৌহাট্টা, কাশী।

মহাত্মা সন্ন্যাসী প্রদত্ত।

১ শিশি মূল্য ১৲ "কালাগ্নি রুদ্র তৈল" ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

এই মহৌষধ ব্যবহারে সর্ব্ব প্রকার কঠিন বাত রোগ ধাতুস্থ জ্বর ও দূষিত চর্ম্ম রোগ অতি সত্বর আরোগ্য হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

২ সপ্তাহের মূল্য ১৲। "সর্ব্ব জ্বরান্তক পিযুষ"। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

অবধৌত মতে প্রস্তুত ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ব প্রকার পুরাতন জ্বরের এক মাত্র মহৌষধ। অদ্যাবধি এমত শীঘ্র ফলদায়ক ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ পরীক্ষিত।

শ্রীকালীমোহন ঘটক,
কাশী অবধৌত ঔষধালয়, গণেশ মহল্লা বেনারস সিটী।